CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-316 ■ 26 August, 2025 ■ আগরতলা ২৬ আগষ্ট, ২০২৫ ইং ■ ৯ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নাবালিকা ধর্ষণে সাহায্যকারী নির্যাতিতার মা ও বোনকে ১০ বছরের জেল

মূল অভিযুক্তের যাবজ্জীবন কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৫ আগষ্ট।। আজ এক সাড়া জাগানো রায় ঘোষণা করলো ধর্মনগরের বিশেষ আদালত। নাবালিকা ধর্ষণে সাহায্যকারী নির্যাতিতার মা এবং বড় বোনকে ১০ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দিল ধর্মনগরের বিশেষ আদালত। আর মূল অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১০০০০ টাকা জরিমানার রায় ঘোষণা দিয়েছে। তাছাড়া, অনাদায়ে আরো ৬ মাসের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন বিচারক অংশুমান দেববর্মা।

এদিন সরকারি আইনজীবী সুদর্শন শর্মা জানিয়েছেন, আজ ধর্মনগর বিশেষ আদালতের বিচারক অংশুমান দেববর্মা এক ন্যাক্কারজনক ঘটনার রায় ঘোষণা দিয়েছেন। গত ২০২০ সালে ধর্মনগর নয়াপাড়ার বাসিন্দা মানিক পালের বাড়িতে নিয়ে ভাড়া থাকতেন মা এবং তাঁর দুই মেয়ে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের বাড়িতে সমীর নাহা নামে এক যুবকের যাতায়াত ছিল। তিনি আরও জানিয়েছেন, সমীর নাহা প্রায়ই নির্যাতিতার বড় বোনের সাথে মদ্যপান করতেন। একদিন রাতে মদ্যপান করে ছোট বোনকে ধর্ষণ করেন। পরবর্তী সময়ে নাবালিকা এই বিষয়টি তাঁর মা ও বড় বোনকে জানিয়েছিল। কিন্তু তাঁরা নাবালিকাকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়েছিল। তার পর ও একাধিকবার ওই অভিযুক্ত সমীর নাহা তাঁকে ধর্ষণ করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁরা এই ভাড়া বাড়ি ছেড়ে জেল রোডেস্থিত এক বাড়িতে গেলে সেখানেও সমীর নাহা হাজির হন এবং নাবালিকাকে ধর্ষণ করেন। পরবর্তী সময়ে চাইল্ড প্রটেকশনের সহযোগিতায় ২০২১ সালে ৩ এপ্রিল ধর্মনগর মহিলা থানায় মামলা দায়ের করেন ওই নাবালিকা। তিনি আরও বলেন, মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে। পরবর্তী সময়ে মহিলা থানার পুলিশ আধিকারিক আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। মোট ১৭ জনের সাক্ষ্য বাক্য গ্রহণ করে আদালত আজ এই মামলার রায় ঘোষণা করে। ৩৭৬(২) আইপিসি ধারায় আসামী সমীর নাহাকে সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০০ টাকা জরিমানার রায় ঘোষণা দিয়েছে। তাছাড়া, অনাদায়ে আরো ৬ মাসের কারাদণ্ডাদেশ দেন আদালত। পাশাপাশি, নাবালিকা ধর্ষণে সাহায্যকারী নির্য্যাতিতার মা এবং বড় বোনের ১০ বছরের কারাদণ্ড দিলো ধর্মনগরের বিশেষ আদালত।

এডিসির ভিলেজ কমিটির নির্বাচন বিলম্বের কারণ জানতে নোটিশ জারি সুপ্রিম কোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগষ্ট।। ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি) আইনের অধীনে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন দীর্ঘদিন বিলম্বের কারণ জানাতে নোটিশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি বি আর গভাই এবং বিচারপতি এন ভি অনারিয়ার খন্ডপীঠ সোমবার ওই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আদালত নির্বাচন কমিশন (ইসিআই), ত্রিপুরা রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য সরকারকে একটি নোটিশ জারি করেছে এবং চার সপ্তাহের মধ্যে বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যার নির্দেশ দিয়েছে। আদালতের নির্দেশে ভাষণ খুশি তিপরা মথার প্রতিষ্ঠাতা তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ সামাজিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়ায় বলেন, জনগণের গণতান্ত্রিক আধিকারিক হরণে আমি চুপ থাকতে পারিনা।

প্রসঙ্গত, অস্তিমবার ২০১৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরায় ভিলেজ কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ২৭ ফেব্রুয়ারী রাজ্য নির্বাচন কমিশন ফলাফল ঘোষণা দিয়েছিল। প্রথা অনুযায়ী পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু, ভিলেজ কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া সত্বেও ত্রিপুরায় আজ পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ২০২১ সালে ভিলেজ কমিটির মেয়াদ সমাপ্ত হয়েছে। ওই সময় করোনার প্রকোপের কারণ দেখিয়ে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, এরপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া সত্বেও নির্বাচন নিয়ে ত্রিপুরা সরকার রা করছিল না।

ভিলেজ কমিটির নির্বাচনের দাবি জানিয়ে শেষে ত্রিপুরা হাই কোর্টে মামলা হয়েছিল এবং আদালত ছয় মাসের মধ্যে ভিলেজ কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করার নির্দেশও দিয়েছিল। তা সত্বেও কোন হেলদোল দেখা যায়নি। ফলে, মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। আজ সুপ্রিম কোর্ট ত্রিপুরায় ভিলেজ কমিটির নির্বাচনে বিলম্বের কারণ জানতে চেয়ে নোটিশ জারি করেছে।

আদালতের নির্দেশ শুনেই লাফিয়ে উঠেছেন তিপরা মথার প্রতিষ্ঠাতা তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। সামাজিক মাধ্যমে এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়ায় বলেন, নোটিশ জারি করার জন্য আমি সুপ্রিম কোর্টকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের জনগণ দীর্ঘদিন ধরে এই বিলম্বের কারণে ভুগছে। যারা এই অবস্থা তৈরি করেছে, তাদের জবাবদিহির আওতায় আনা উচিত। সাথে তিনি যোগ করেন, নির্বাচনে পরাজয়ের আশঙ্কা থাকলেই যদি কেউ জনজাতি জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিতে চায়, তবে তা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। ত্রিপুরার জনজাতিরা সাংবিধানিক অধিকার অনুযায়ী স্থানীয় স্বশাসনের সুযোগ পাওয়ার অধিকার রাখেন। তাঁদের অধিকার হরণ করা হলে আমি চুপ করে বসে থাকব না।

প্রসঙ্গত, প্রদ্যোত ইতিমধ্যেই গ্রাম কমিটি নির্বাচনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিরোধীদের জন্যই সংসদে উন্নয়নের বিল উত্থাপিত করা যায়নি ঃ রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগষ্ট।। বিরোধীদের কারণেই রাজ্যের উন্নয়নে বেশ কয়েকটি বিল রাজ্যসভায় উত্থাপিত করা যায়নি। সোমবার প্রদেশ কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বিরোধীদের সমালোচনা করে এই কথা বলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। ২১ জুলাই থেকে ২১ আগস্ট পর্যন্ত গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন বসে ছিল রাজ্যসভা ও লোকসভায়। এই অধিবেশনে উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর ডিগ্রি প্রকাশ করতে হবে না দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের, রায় দিল্লি হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত তথ্য দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকাশ করতে হবে না। দিল্লি হাই কোর্ট আজ এক গুরুত্বপূর্ণ রায়ে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের (সিআইসি) প্রায় আট বছর আগের আদেশ খারিজ করে দিয়েছে।

২০১৬ সালে দায়ের হওয়া একটি তথ্য জানার (আরটিআই) আবেদনের ভিত্তিতে সিআইসি নির্দেশ দিয়েছিল, ১৯৭৮ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পাঠরত ছাত্রদের তালিকা সহ প্রধানমন্ত্রীর ডিগ্রির তথ্য প্রকাশ করতে হবে। সেই বছরই নির্বাচনী হলফনামা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী মোদী বি.এ. পাস করেন বলে জানা যায়। তবে বিশ্ববিদ্যালয় এই আদেশের বিরুদ্ধে আদালতে যায় এবং গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘনের আশঙ্কা প্রকাশ করে। আজকের রায়ে হাই কোর্ট বলেছে, বিশ্ববিদ্যালয়কে এই তথ্য প্রকাশ করতে হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ভারতের সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা আদালতে যুক্তি দেন, শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর নয়, ১৯৭৮ সালের বি.এ. ব্যাচের সকল ছাত্রের তথ্য প্রকাশ করতে গেলে হাজার হাজার ছাত্রের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হবে।

তিনি আরও বলেন, তথ্য প্রকাশের এমন এক নজির তৈরি হলে ভবিষ্যতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যপদ্ধতিও ব্যাহত হতে পারে।

তবে তথ্য প্রার্থীরা বলেন, এই তথ্য জানার অধিকার আইনে আবেদনকারীর উদ্দেশ্য বা পরিচয় বিবেচ্য নয়। ডিগ্রি হলো রাষ্ট্র প্রদত্ত একটি শংসাপত্র এবং প্রধানমন্ত্রীর মতো জনসাধারণের নেতা হলে তা জনস্বার্থে প্রকাশযোগ্য। এই মামলার চূড়ান্ত রায় হাই কোর্ট সংরক্ষণ করেছিল ২৭ ফেব্রুয়ারি এবং আজ ২৫ আগস্ট তা ঘোষণা করা হয়েছে।

তবে আইনি লড়াই এখানেই শেষ নয় বলেই মনে হচ্ছে। কারণ, এই রায় সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ হতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। দীর্ঘ এক দশকের আইনি প্রক্রিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই মামলাটি।

ক্ষমতায় টিকে থাকতে কমিশনকে কব্জা করতে চাইছে বিজেপি ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগষ্ট।। সোমবার সোনামুড়া টাউন হলে আয়োজিত এক বিশেষ আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন সিপিআই(এম)-এর বর্ষীয়ান নেতা ও ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। দলের সর্বভারতীয় নেতা সীতারাম ইয়েচুরির জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত এই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বিজেপি সরকার দেশের নির্বাচন কমিশনকেও কব্জা করতে চাইছে।

মানিক সরকারের অভিযোগ, বিজেপি বাইরে গণতন্ত্রের মুখোশ পরে থাকলেও ভেতরে ভেতরে গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করছে। তিনি বলেন, "পরিস্থিতি টালমাটাল বুঝে বিহারে জোটসঙ্গীর ভরসায় ক্ষমতায় টিকে থাকা মুশকিল ভেবে এবার নির্বাচন

কমিশনকে কাজে লাগিয়ে ভোটের কয়েক মাস আগে আবারও ভোটার তালিকা সংশোধনের চেষ্টা চলছে। অথচ নিয়ম অনুযায়ী গত জানুয়ারিতেই সংশোধিত তালিকা প্রকাশিত হয়েছে।"

তিনি আরও দাবি করেন, এভাবে ক্ষমতায় থাকার মরিয়া চেষ্টায় বিজেপি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই শুধু নয়, বরং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও আক্রমণ শানাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে পাশে নিয়ে বামপন্থী নেতা-কর্মীদের আন্দোলনের ময়দানে থাকতে হবে।

সভায় সিপিআই(এম) সোনামুড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা সম্পাদক তথা বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী, রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য রতন সাহা, সুরেশ দাস, রাজ্য কমিটির সদস্য জেসমিন সুলতানা প্রমুখ।

সভায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুকুর থেকে উদ্ধার নিখোঁজ শিশুর দেহ খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগষ্ট।। পুকুর থেকে এক নিখোঁজ শিশু দেহ উদ্ধার হয়েছে। আজ সকালে বিশালগড় পশ্চিম লক্ষ্মীবিল নীলকমল এলাকার ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। তড়িঘড়ি তাকে মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা হাঁপানিয়া মেডিকেল হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। কিন্তু সেখানে তার মৃত্যু হয়। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, ওই শিশুকে খুন করা হয়েছে। ওই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে বিশালগড় পশ্চিম লক্ষ্মীবিল নীলকমল এলাকার বিশ্বজিৎ ঘোষের ছেলে বিবেক ঘোষ ডাকনাম সন নিখোঁজ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে পাড়ার প্রতিবেশীরা নিখোঁজ শিশুকে উদ্ধার করার জন্য দৌড়ঝাঁপ শুরু করে। পরবর্তী সময়ে বাড়ির পার্শবর্তী একটি পুকুর থেকে আড়াই বছরের শিশু যার নাম বিবেক ঘোষ কে উদ্ধার করে। তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছে মহকুমা হাসপাতালে। মহকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর হাঁপানিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

সংবাদ মাধ্যমের দারস্ত হয়ে এলাকাবাসীরা জানান ওই শিশুকে পাচার করা উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। উদ্দেশ্যে সফল হতে না পেরে পুকুরে ফেলে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ করলেন।

বকেয়া মজুরির দাবিতে টিসিএ'র সামনে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগষ্ট।।: বকেয়া মজুরির দাবিতে আজ ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীরা।

জানা গিয়েছে, ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনে এটিএসএফ সংস্থার ১৫ জন বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষী কাজ করেন। চলতি বছরের মে মাস পর্যন্ত ১৩,১৩,৭০৭/- টাকা বকেয়া রয়েছে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের কাছে বলে দাবি তাঁদের। এ টাকা মিটিয়ে না দেওয়া নিরাপত্তা কর্মীদের বেতন তিন মাস ধরে দিতে পারছে না সংস্থাটি। দীর্ঘদিন চিঠি দিয়ে বকেয়া পরিশোধের আবেদন করে ও কোন রকমের সমাধান না পেয়ে আজ তারা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন অফিসের সামনে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং অবিলম্বে তাদের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানায়। প্রসঙ্গত, কিছুদিন পূর্বেও পুরস্কার বিতরণীর নামে প্রায় ৪৬ লক্ষ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত এখন বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তায় স্যাটেলাইট ভাড়া দেওয়া দেশ ঃ সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগষ্ট।। ভারতবর্ষ এখন বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তায় স্যাটেলাইট ভাড়া দেওয়া দেশ। কিন্তু একটা সময় টেকনোলজির এই প্রয়োগকে ভারতে খুব একটা প্রয়োগ করা হয়নি। বিগত দিনে এর উপযোগী পরিমন্ডলও সুযোগ তৈরী করা হয়নি এমনকি তাকে বাণিজ্যিক ভাবে কাজে লাগানোর প্রয়াসও ছিল না। দীর্ঘ বছর যাবদ সঠিক সময়ে এই সুযোগ এবং সম্ভাবনা উপলব্ধি হয়নি যা নরেন্দ্র মোদী করে দেখিয়েছেন। আজ আন্তর্জাতিক স্পেস ডে উপলক্ষে সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা বলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ভারতে আগে যেখানে মোবাইল ফোন তৈরি পর্যন্ত হতো না, এমনকি এর পার্টসের জন্য পর্যন্ত আমাদের বহির্বিশ্বের দেশগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে হতো। আর এখন গোটা বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় মোবাইল প্রস্তুতকারক দেশ হিসেবে উঠে এসেছে ভারত। এটাই নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে পরিচালিত স্বনির্ভর ভারত। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রকাশ্যে দুষ্কৃতী দ্বারা আক্রান্ত শিক্ষক দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগষ্ট।। বিশালগড়ে ফের ঘটল এক কলঙ্কজনক ঘটনা। প্রকাশ্য রাস্তায় দুষ্কৃতিদের হাতে আক্রান্ত হলেন বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সুপরিচিত শিক্ষক রাজেশ সুর চৌধুরী। সোমবার সন্ধ্যায় বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে একদল দুষ্কৃতী তাঁর উপর হামলা চালায়।

ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সমগ্র মহকুমায়।

চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি নিয়ে শিক্ষক রাজেশ সুর চৌধুরী জানান, "বাইকে করে ৪-৫ জন যুবক হঠাৎ এসে এলোপাতাড়ি আক্রমণ চালায়। পরে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ছুটে এলে তারা পালিয়ে যায়। কাউকেই চিনতে পারিনি। কেন এই আক্রমণ তা-ও বলতে পারছি না।" ঘটনাটি ঘটে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল সংলগ্ন সড়কের পাশে। আক্রমণে গুরুতর আহত হন শিক্ষক রাজেশ সুর চৌধুরী। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘটনার পর বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা, বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী, বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির নেতৃত্ব এবং ত্রিপুরা শিল্পোন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান নবাদল বনিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অতিসত্বর ফলাফল প্রকাশ এবং নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগষ্ট।। অতিসত্বর এসটিজিটি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ এবং একত্রে নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন শতাধিক চাকরি প্রত্যাশী যুবক-যুবতী। আজ সকাল থেকে আগরতলার টিআরবিটি দপ্তরের সামনে শান্তিপূর্ণভাবে প্ল্যাকার্ড হাতে বসে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। তাঁদের একটাই দাবি, অবিলম্বে ফলাফল প্রকাশ করুন।

চাকরি প্রার্থীদের অভিযোগ, ২০২২ সালে টিবরবিটির-এর অধীনে এসটিজিটি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা নেওয়া হয়। সেই সময় পরীক্ষায় কয়েক হাজার প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় তিন বছর অতিক্রান্ত হলেও আজ পর্যন্ত ফলাফল প্রকাশ করেনি টিআরবিটি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূজার বাজারে শহরে অভিযান পুর নিগমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগষ্ট।। দুর্গাপূজার আগে শহরের যানজট নিয়ন্ত্রণে রাখতে আগরতলা পুর নিগম ও ট্রাফিক বিভাগের যৌথ উদ্যোগে বিশেষ অভিযান চালানো হলো। আজ সকাল থেকেই কামান চৌমুহনী থেকে পোস্ট চৌমুহনী পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকাজুড়ে এই অভিযান চলে।

প্রতিদিনই রাজধানীর বিভিন্ন ব্যস্ত এলাকায় যানজট একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মূলত উৎসবের সময় সাধারণ মানুষের যাতায়াতে যাতে সমস্যা না হয় এবং শহরের সৌন্দর্য্য ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে, সেই লক্ষ্যে এই অভিযান চালানো হয় বলে জানিয়েছেন পুর নিগমের এক পদস্থ আধিকারিক।

তিনি আরও বলেন, শহরের বিভিন্ন জায়গায় যেখানে সেখানে গাড়ি, বাইক, স্কুটি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। রাস্তার ধারে, মোড়ে কিংবা সংকীর্ণ গলিতেও নিয়ম না মেনে পার্কিং করার ফলে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে। এইসব অবৈধ পার্কিং-এর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়। বহু যানবাহন সরিয়ে দেওয়া হয় এবং কিছু ক্ষেত্রে জরিমানাও করা হয়েছে।

এছাড়াও ফুটপাত দখল করে বসানো অস্থায়ী খাবারের দোকান থেকে প্লাস্টিক ব্যাগ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুর নিগমের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, প্লাস্টিক ব্যবহারে ইতিমধ্যেই নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। তবুও নিয়ম ভেঙে দোকানদাররা প্লাস্টিক ব্যবহার করছেন। তাঁর কথায়, অনেকদিন ধরেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ
আগরতলা,২৬আগস্ট২০২৫ইং
৯ ভাদ্র,মঙ্গলবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

কর্মসংকোচনের ভয়াবহতা

বেসরকারিকরণের প্রবণতা গোটা দেশেই বেকার যুবক-যুবতীদের জীবন জীবিকার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলিতেছে। বেসরকারিকরণের ফলে বহু কর্মচারী কর্মচ্যুত হইতেছেন। নতুন করিয়া তাহাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ নাই বলিলেই চলে। বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার আগে দেশের জনগণকে বিশেষ কোরিয়া বেকার যুবক-যুবতীদের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল তাহারা ক্ষমতায় আসিলে ব্যাপক সংখ্যায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হইবে। কিন্তু আশায় গুড়েবালি। বেকারদের নতুন করিয়া কর্মসংস্থানের বদলে কর্মসঙ্কোচন নীতি গ্রহণ করিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার। এই কর্মসংকোচন নীতির ফলে দেশের ব্যাপার সমস্যা দিনের পর দিন আরো বাড়িতেছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ কমিবার ফলে বেকার যুবক যুবতীরা বিপথে পরিচালিত হইতেছে। ইহার ফলশ্রুতিতে সমাজে নানা বিশৃঙ্খলা বাড়িতে চেয়ে। বেকার যুবক-যুবতীরা হতাশাগ্রস্ত হইয়া নেশায় আকৃষ্ট হইতেছে। সমাজে চুরি ছিনতাইসহ নানা অপকর্ম বৃদ্ধি পাইতেছে। সরকার এইসব বিষয়ে মাথায় রাখিয়া সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ না করিলে সমাজকে সঠিক পথে পরিচালনা করা কষ্টকর হইয়া উঠিবে। বেসরকারি হইলে পরিষেবা ভালো হইবে! এমনই যুক্তি মোদি সরকারের। তাই গত একদশকে রীতিমতো লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণাসহ শুরু হইয়াছে ‘সম্পদ মুদ্রাকরণ’। ব্যাঙ্ক, বিমা, বন্দর, বিমানবন্দর থেকে বিমান সংস্থা পর্যন্ত বহু জনমুখী ক্ষেত্র থেকেই সরকারের পিছুহটিবার পালা গতি পাইয়াছে। কখনও সরাসরি গোটা কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা কিংবা তাহার মোটা অংশের শেয়ার বেচিয়া দেওয়া হইতেছে। আর তাহার ফল মিলিয়াছে হাতেনাতে! কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থাগুলিতে চলিয়াছে ব্যাপক হারে কর্মী ছাঁটাই। ফলে গত পাঁচবছরে এক ধাক্কায় গোটা সেক্টরে ‘বেকার’ হইয়া পড়িয়াছেন লক্ষাধিক স্থায়ী কর্মী। পরিসংখ্যানের উল্লেখসহ সংসদের বাদল অধিবেশনে মোদি সরকারই জানাইয়াছে, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা মোট ছিল ৯ লক্ষ ২০ হাজার। বেসরকারিকরণের হুজুগে তাহা ২০২৪ সালের মার্চের শেষে ৮ লক্ষ ১২ হাজারে নামিয়া আসিয়াছে। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় চাকরি হারাইয়াছেন ১ লক্ষ ৮ হাজার ব্যক্তি। বেসরকারিকরণের ধাক্কায় গত পাঁচবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির কত কর্মীর চাকরি খোয়া গিয়াছে? সম্প্রতি লোকসভায় সিপিএম এমপি আর সচিথানান্থমের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী বি এল বর্মা জানান, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে অসংরক্ষিত, সংরক্ষিত (ওবিসি বাদে) উভয় ক্যাটিগরিতেই স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা কমিয়াছে। এসসি/এসটি কর্মীসংখ্যার শতকরা হার বৃদ্ধির ছবিটি আশাপ্রদ মনে হইলেও বাস্তবে তাহা বিভ্রান্তিকর। আসলে মোট কর্মীসংখ্যা হ্রাসের অনুপাতেই তফসিলি কর্মীদের হারটা চওড়া দেখাইতেছে। সংরক্ষিত শ্রেণির নিয়োগ বাস্তবে বৃদ্ধি পায়নি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রদত্ত তথ্যেই স্পষ্ট যে, বেসরকারিকরণের জন্য কর্মী সংকোচনের গতি ঊর্ধ্বমুখী। সারসত্য এটাই। স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে আগামী দু’বছরে সাড়ে তিন কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি মিলিয়াছে। তাঁহারই পক্ষে এই কথা রাখা কি আদৌ সম্ভব? ভুক্তভোগী নাগরিকরা এই সংগত প্রশ্ন তুলিয়াছেন। সবচেয়ে বড় ধাক্কাটি দিয়াছেন মোদি নিজেই। ২০১৩ সালের শেষদিকে যে ভাষণ মোদিকে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা দিয়াছিল, যে স্বপ্ন ফেরি রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে তাঁহাকে সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে, ‘আমরা সরকার তৈরি করিলে বছরে ২ কোটি নতুন চাকরি দেব!’ আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতির কোনও সামঞ্জস্য নাই। আর বিরোধীরা রাখঢাক না করিয়া বলেন যে, এটাই মোদির প্রথম এবং সর্ববৃহৎ ‘জুমলা’। এত বড় কথার খেলাপ বেমালুম চাপিয়া গিয়া ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের কিছু আগেও প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী চাকরি বা কর্মসংস্থান নিয়া আরও একাধিক স্বপ্ন ফেরি করিয়াছিলেন। সেসবও এখনও দিনের আলো দেখেনি। মোদি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে বেসরকারিকরণের পালেই জোর হাওয়া! বিলগ্নিকরণ এবং সরকারি শেয়ার বেচিয়া দেওয়ার জন্য ২০১৫ সালে ৩৫টি সংস্থা চিহ্নিত হয়। পরবর্তী একদশকে ১০টি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারি হাতে গিয়াছে। সেই তালিকায় উল্লেখযোগ্য নাম এয়ার ইন্ডিয়া। তেল কোম্পানি থেকে এলআইসি-সহ বহু লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার বেচিয়া দেওয়া

হইয়াছে। তাহাতে কেন্দ্রীয় কোষাগারে ঢুকিয়াছে ৪ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা। তাহির মধ্যে আসিয়াছে ৬৯ হাজার কোটি টাকা বিলগ্নিকরণ থেকে এবং শেয়ার বেচিয়া ৩ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকা। কিছু বড় সংস্থার বেসরকারিকরণের যে তালিকা ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে তাহার মধ্যে আছে ভারত পেট্রলিয়াম, শিপিং কর্পোরেশন, কন্টেইনার কর্পোরেশন, আইডিবিআই, বিইএমএল, লাইফকেয়ার প্রভৃতি। বিলগ্নিকরণের চক্করে ম্রিয়মাণ একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কও। শেষ বাজেটেও সরকারি সংস্থা বেচিয়া ৫১ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হইয়াছে। কর্মী সংকোচনই মোদি সরকারের মন্ত্র এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য। গেরুয়া শিবির এ নিয়া নিশ্চয় কোনোভাবেই চিন্তিত নয়। অন্তত বিরোধীদের উচিত, এই বিষয়ে সরকারকে চাপিয়া ধরা এবং জোরালো প্রতিবাদ করা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংকোচনের এই প্রবণতা আগামী দিনের জন্য ভয়াবহ ইঙ্গিত রাখিয়া যাইবে। বিলগ্নিকরণের কারণে কর্মসংকোচনের প্রকৃত ক্ষতিপূরণ নয়া কর্মসংস্থান। সরকারকে এই দিকটি নিশ্চিত করিতে হইবে। আর বিলগ্নিকরণ যাতে নির্বিচারে না-হয়, খেয়াল রাখতে হবে সেটিও। উন্নত পরিষেবার জন্য শুধুমাত্র বেসরকারি ক্ষেত্রকে দরাজ সার্টিফিকেট প্রদান হইল একচক্ষু বিচার এবং সরকারের নিজের উপরেই নিজের অনাস্থা প্রকাশ। সমাধান আসলে স্বচ্ছতার নীতি এবং সুষ্ঠু পরিচালনা। কেন্দ্রীয় সরকার বেসরকারিকরণের যে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেছে তাহা দেশের কর্মসঙ্কোচন নীতিকে রীতিমতো উৎসাহ যোগাইতেছে। বেকারদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করিবার কথা বিবেচনা করিয়া বেসরকারি করনের এই মানসিকতা ত্যাগ করা সরকারের অন্যতম নীতি হওয়া উচিত।

পুকুর থেকে মাছ চুরির অভিযোগে গণধোলাই খেল যুবক

মেলাঘর, ২৫ আগস্ট : তেলকাজলা গ্রামে পুকুর থেকে মাছ চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছে এক যুবক। ধৃত যুবকের নাম পার্থ বনিক, বাড়ি উদয়পুর এলাকায়। গতকাল গভীর রাতে ওই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে। গ্রামবাসীদের তৎপরতায় অবশেষে ধরা পড়ে এই চোর।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তেলকাজলা গ্রামের বাসিন্দা জাহাঙ্গীর হোসেনের একটি পুকুর দুই বছরের জন্য লিজ নিয়েছেন মেলাঘরের দেবনগর এলাকার এক মাছ ব্যবসায়ী। পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির মূল্যবান মাছ চাষ করা হচ্ছিল। তবে গত কয়েক মাস ধরেই লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, মাঝেমধ্যেই পুকুর থেকে মাছ নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে। মাছ ব্যবসায়ীর সন্দেহ হয়, কেউ রাতের অন্ধকারে পুকুরে ঢুকে মাছ চুরি করছে।ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মাছ ব্যবসায়ী নিজেই রাত্রে পাহারা দিতে শুরু করেন পুকুরের আশপাশে। গতকাল রাতেও তিনি অন্যান্য স্থানীয়দের নিয়ে পুকুরের চারপাশে নজরদারি চালাচ্ছিলেন। রাত প্রায় ২টা নাগাদ দেখতে পান এক ব্যক্তি পুকুরে নামছে। এরপরই তাকে ধরে ফেলেন এলাকাবাসীরা। ধৃত যুবক নিজেই স্বীকার করে নেয়, সে মাছ চুরি করতে এসেছিল।ধৃত যুবকের নাম পার্থ বনিক, বাড়ি উদয়পুরে। স্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে মেলাঘর থানায় খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।ওউ ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুকুরের মালিক ও মাছ ব্যবসায়ীর অভিযোগ, একাধিকবার চুরি হওয়ায় তাদের লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। এ বিষয়ে মেলাঘর থানার এক আধিকারিক জানান, “চুরির অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। যদি এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত থাকে, তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”এদিকে এলাকাবাসীর দাবি, রাতের বেলায় পুলিশি টহল আরও বাড়ানো হোক, যাতে এ ধরনের ঘটনা পুনরায় না ঘটে।

বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকবেন চিরকাল

ড. অজয় কান্তি মন্ডল

বঙ্গবন্ধু ছিলেন সকল বাঙালির বন্ধু ও খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের পরমাত্মীয়। তিনি গরিব, নিপীড়িত-নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত মানুষের সাথে থেকেছেন আজীবন। নায্য অধিকার আদায়ের দাবিতে যিনি সর্বদা ছিলেন বদ্ধপরিকর। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আজীবন নির্দ্বিধায় সংগ্রাম করে গেছেন এই বীর নায়ক। তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কথা ভেবেছেন। বঙ্গবন্ধু আমৃত্যু একটি গণতান্ত্রিক, প্রগতিবাদী ও অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর অন্ধকারের অতল গহীনে ডুবতে থাকা বাঙালি জাতির মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় আবির্ভূত হয়ে নায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু দিয়ে গেছেন একের পর এক বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তৎকালীন বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামোর আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। না হলে পাকিস্তানি শাসক চক্রের যাতাকলে বাঙালিরা নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হবে। কেননা, পাকিস্তান সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সব দিক থেকেই চরম বৈষম্যের শিকার হতে হয়। পাকিস্তানের বেশিরভাগ অর্থনৈতিক আয়ের খাত পূর্ব পাকিস্তানভিত্তিক হলেও পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিকভাবে বেশ দমিয়ে রাখা হয়। এভাবে পাকিস্তানি শাসকশ্রেণির পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি শোষণের মাত্রা দিনের পর দিন বাড়তে থাকে, যা ক্রমান্বয়ে বাঙালির মনে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয় এবং পরবর্তীতে বাঙালিরা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। যেগুলোর প্রতিফলনে বাঙালি জাতির ইতিহাসে খচিত হয় ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৮-এর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৪-এর সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬-এর ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান ও ১১ দফা আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলন। আন্দোলনগুলোর প্রতিটিতে সামনে থেকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন বঙ্গবন্ধু, যার ফলে কোনো আন্দোলনই বিফলে যায়নি এবং সফল পরিসমাপ্তি হয় স্বাধীনতা আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয়ের মধ্য দিয়ে। বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি অনেক কিছু শিক্ষা দেয়। সে রাজনীতি কখনো ভাগাভাগির হিসাব করেনি, সে রাজনীতিতে ক্ষমতা দখলের কৌশল ছিল না। সে রাজনীতিতে ছিল না প্রতিহিংসাপরায়ণ বা উদ্ধতপূর্ণ আচরণ। বঙ্গবন্ধু সর্বদা দলের নির্দেশনা মেনেছেন, রাজপথে থেকেছেন, জেল-জুলুম সয়েছেন। কিন্তু এত কিছুর পরেও বঙ্গবন্ধু জীবদ্দশার প্রতিটি স্তরে সততা, নিষ্ঠা এবং মানুষের জন্য ভালোবাসার প্রমাণ রেখেছেন। বঙ্গবন্ধু শুধুমাত্র একজন সফল রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, পাশাপাশি তিনি দেশের সার্বিক উন্নয়নে নজর দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন যথেষ্ট বিজ্ঞান অনুরাগী এবং বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গড়ে তোলার পিছনে বঙ্গবন্ধুর প্রচেষ্টা এবং অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর যার প্রতিফলন সুস্পষ্ট লক্ষণীয়। বঙ্গবন্ধু ভালোভাবেই অনুধাবন করেছিলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত একটা দেশের মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়ানোর জন্য শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতে হবে এবং সে শিক্ষা অবশ্যই বিজ্ঞানধর্মী হতে হবে। সে উদ্দেশ্যে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া লাখ লাখ স্কুল-কলেজকে তিনি পুনর্গঠিত করেছিলেন। বিজ্ঞান ও শিক্ষায় বঙ্গবন্ধুর যে ভালোবাসা ও প্রচেষ্টা ছিল স্বাধীনতার পর সরকার গঠনের

বিজ্ঞান ও শিক্ষায় বঙ্গবন্ধুর যে ভালোবাসা ও প্রচেষ্টা ছিল স্বাধীনতার পর সরকার গঠনের সাথে সাথে তার একের পর এক প্রতিফলন শুরু হয়।

সাথে সাথে তার একের পর এক প্রতিফলন শুরু হয়। ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই দেশসেরা বিজ্ঞানী, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (তৎকালীন পাকিস্তান বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ) এর প্রতিষ্ঠাকালীন পরিচালক ড় কুদরত-এ-খুদাকে নিয়ে শিক্ষা কমিশন গঠন করার মাধ্যমে প্রকাশ পায় বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও শিক্ষাকে কতটুকু মূল্যায়ন করেছিলেন। ১৯৫৫ সালে বিজ্ঞানী ড় কুদরাত-এ-খুদার পরিচালনায় পাকিস্তান বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ নামে যাত্রা শুরু করে স্বাধীনতার পরে দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে বঙ্গবন্ধু অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে ১৯৭৩ সালে ‘বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ’ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ড় কুদরাত-এ-খুদার অক্লান্ত পরিশ্রমে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে গড়ে ওঠে আরও দুইটি শাখা গবেষণাগার। পরবর্তীতে জয়পুরহাট এবং ঢাকার সাভারের নয়ারহাটে দুইটি শাখা গবেষণাগার স্থাপিত হয়। বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের সদস্যপদ পায়। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বঙ্গবন্ধু রাঙামাটির বেতবুনিয়ায় ভুউপগ্রহ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন, যার সুফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বর্তমানে বাংলাদেশ টেলি কমিউনিকেশন আদান-প্রদানে মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করছে। পরমাণু গবেষণার মাধ্যমে দেশকে কীভাবে উপকৃত করা যায় সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৯৭৩ সালে গঠন করেছিলেন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন। স্বাধীনতার প্রাক্কালে চারদিকে শুরু হয়েছিল রোগ-শোক এবং হাহাকার। চারিদিকে দেখা দিয়েছিল খাদ্য সংকট। তখন বঙ্গবন্ধু অনুধাবন করেছিলেন কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তিকে প্রাধান্য না দিলে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বিপুল জনগোষ্ঠীর খাবার যোগানো খুবই চ্যালেঞ্জিং হবে এবং তখন থেকেই তিনি কৃষি গবেষণার উন্নয়নে জোর দেন। ধান গবেষণার গুরুত্ব অনুধাবন করে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে আইন পাসের মাধ্যমে ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন। এছাড়াও কৃষি গবেষণার মাধ্যমে দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনসহ অনেক প্রতিষ্ঠান সৃজন করেন। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ড় কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনসহ আরও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ভিতর দিয়ে বিজ্ঞান ও শিক্ষার প্রতি বঙ্গবন্ধুর যে একাগ্রতা ছিল, সেটার স্পষ্ট প্রতিফলন পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্ন, সুতীক্ষ্ণ লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দেশের সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান বীরদর্পে এগিয়ে চলেছে। যে ধারাবাহিকতা অবশ্যম্ভাবী বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশকে উন্নত থেকে উন্নততর কাতারে নিয়ে যাবে। দেশ গড়ার জন্য যথেষ্ট সময় বঙ্গবন্ধু পাননি। কিন্তু যেটুকু পরিকল্পনা উনি করে গিয়েছিলেন তার বাস্তব প্রতিফলন এবং সুফল আমরা সর্বদা হাতেনাতে পাচ্ছি। অতি সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন বঙ্গবন্ধু। পৃথিবীর খুবই কম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁর মতো এতটা ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা লাভ করতে পেরেছিলেন। তিনি সর্বদা ভাবতেন, সকল বাঙালি তাঁর বন্ধু। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, স্বাধীন দেশে কোনো বাঙালি তাঁর নিজের বা পরিবারের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারে না। আর এই বিশ্বাস থেকেই সরকারি বাসভবনের পরিবর্তে তিনি থাকতেন তাঁর প্রিয় বাসভবন ধানমন্ডির ঐতিহাসিক ৩২ নম্বর বাসায়। বাঙালির স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সূতিকাগার এ বাড়িটি বঙ্গবন্ধুর অসম্ভব প্রিয় ছিল। কিন্তু তাঁর এই অগাধ বিশ্বাসের কোনো মূল্যই দেয়নি অকৃতজ্ঞ কিছু নরপশু। ১৯৭৫ সালের এইদিনে ঘাতকেরা ভীরু কাপুরুষের মতো বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাসভবনে সশস্ত্র আক্রমণ চালায় যে আক্রমণের বর্বরতা ইতিহাসে বিরল। ঘাতকরা সেইরাতে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে উপস্থিত সবাইকে হত্যা করে। রেহাই পাইনি আট বছর বয়সের নিষ্পাপ ছোট্ট শিশু বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল। এভাবেই নারকীয়-পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। ইতিহাসে রচিত হয় বাঙালি জাতির জন্য আরও একটি কালো অধ্যায়। নির্মম এই বাস্তবতা মেনে নেওয়া খুবই কঠিন।

সৌরজগতের বাইরের গ্রহ আবিষ্কারের কাহিনি

হোসেন চৌধুরী

বরফের গর্তে পা পিছলে আরেকটু হলেই নিজের জীবনের পাশাপাশি প্রথম এক্সোপ্ল্যানেট বা বহিঃসৌরগ্রহ আবিষ্কারের সুযোগও হাতছাড়া করতে বসেছিলেন জ্যোতিঃপদার্থবিদ মাইকেল মায়োর। রোমাঞ্চপ্রিয় মায়োরের জন্ম সুইজারল্যান্ডের জেনেভা লেকের উপকণ্ঠে লাউসান শহরে, ১৯৪২ সালে। তাঁর পরিবারের সব সদস্যই বিপদজনক এরকম নানা বিষয়ে কম-বেশি পারদর্শী ছিলেন। ফলে ছোটবেলা থেকেই উঁচু পাহাড়ে চড়া কিংবা স্কিইং করার মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলোর প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করতেন তিনি। ফলাফল, ছাব্বিশ বছর পরে ঘটা বরফের গর্তে পা হড়কানোর সেই ঘটনা।

মায়োর ডক্টরাল থিসিস করেন জেনেভা ইউনিভার্সিটি থেকে। এ গবেষণার মূল বিষয়বস্তু ছিল মহাকর্ষের প্রভাবে নক্ষত্রের গতিপথের বিচ্যুতি খুঁজে বের করা। এ জন্য তিনি মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির সর্পিলাকার বাহুগুলোর নক্ষত্রদের বেছে নেন। মহাকর্ষের প্রভাবে নক্ষত্রগুলোর গতিপথের কতটা বিচ্যুতি হয়, তা মাপার জন্য প্রথমেই এগুলোর গতিবেগ সম্পর্কে গভীরভাবে জানা প্রয়োজন। সূক্ষ্ম নানা বিষয়ও বের করতে হয় সে জন্য। তবে সেই সময়ে কাজটি মোটেও সহজ ছিল না। তাই গবেষণার শুরুতে এ সীমাবদ্ধতা দূর করার কাজে নামেন মায়োর। তিনি নক্ষত্রের গতিবেগ মাপার তৎকালীন পদ্ধতিগুলোর আধুনিকায়নের চেষ্টা শুরু করেন। সফলও হন অনেকাংশে। ফলে নক্ষত্রদের গতিপথের খুব সামান্য বিচ্যুতিও শনাক্ত করতে পারতেন তিনি। এভাবে খুব নিভৃতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতে ঘটে যায় এক নিরব বিপ্লব। খুলে যায় পৃথিবীতে বসেই এক্সোপ্ল্যানেট বা সৌরজগতের বাইরের গ্রহগুলোর খোঁজ পাওয়ার বদ্ধ দুয়ার।

আমাদের সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতির কথাই ধরা যাক। এটি সূর্যের আলোর এক বিলিয়ন ভাগের মাত্র এক ভাগ প্রতিফলিত করতে পারে। অর্থাৎ, বৃহস্পতির উজ্জ্বলতা সূর্যের এক বিলিয়ন ভাগের মাত্র এক ভাগ। এ কারণে পৃথিবীতে বসে সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দূরের কোনো উজ্জ্বল নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলা এক্সোপ্ল্যানেট বা বহিঃসৌরগ্রহ শনাক্ত করা খুব কঠিন এক্সোপ্ল্যানেট খুঁজে পাওয়া কেন এত কঠিন এক্সোপ্ল্যানেট শনাক্ত করার কাজে মূল বাধা ছিল সুবিশাল উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলো। কোনো গ্রহই নক্ষত্রদের মতো করে নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়ায় আলো ও শক্তি তৈরি করতে পারে না। কারণ ফিউশন ঘটাতে যে পরিমাণ ভরের প্রয়োজন, গ্রহদের সেটা থাকে না। তবে নিজে আলো তৈরি করতে না পারলেও তারা খুব সহজেই নিজ নক্ষত্রের (যাকে কেন্দ্র করে কোনো গ্রহ ঘোরে) আলো প্রতিফলিত করতে পারে। এই আলো শনাক্ত করার মাধ্যমে সরাসরি খুঁজে পাওয়া যায় গ্রহদের। কিন্তু সমস্যা হলো, গ্রহদের আকার নক্ষত্রদের তুলনায় বহুগুণ কম। তাই এদের আলো প্রতিফলিত করার মাত্রাও খুব কম।

আমাদের সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতির কথাই ধরা যাক। এটি সূর্যের আলোর এক বিলিয়ন ভাগের মাত্র এক ভাগ প্রতিফলিত করতে পারে। অর্থাৎ, বৃহস্পতির উজ্জ্বলতা সূর্যের এক বিলিয়ন ভাগের মাত্র এক ভাগ। এ কারণে পৃথিবীতে বসে সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দূরের কোনো উজ্জ্বল নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলা এক্সোপ্ল্যানেট বা বহিঃসৌরগ্রহ শনাক্ত করা খুব কঠিন। বলা উচিৎ, প্রায় অসম্ভব। খড়ের গাদায় চিকন সুচ খুঁজে বের করাও এর চেয়ে অনেক সহজ।

তবে কথায় আছে, যত মুশকিল তত আসান। মাইকেল মায়োরের থিসিসের ওপর ভিত্তি করে এক্সোপ্ল্যানেট শনাক্ত করার অভিনব এক পদ্ধতির নাগাল পাওয়া যায়। এতে সরাসরি অজানা গ্রহটিকে পর্যবেক্ষণের কোনো প্রয়োজন নেই। বরং মহাকর্ষের জন্য কোনো নক্ষত্রের কক্ষপথের নড়াচড়া বা বিচ্যুতি (ঢদ্রত্নত্ননত্র) পরিমাপের মাধ্যমেই খোঁজ মিলবে তাদের।

ভরকেন্দ্রের ধারণা- মায়োরের পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভ্রান্তি দূর করে নেওয়া যাক। আমরা যখন কক্ষপথ নিয়ে কথা বলি, তখন প্রথমেই আমাদের চোখে ভেসে উঠে দুটি বস্তুর ছবি। সাধারণত এদের একটির ভর অন্যটির চেয়ে বেশি হয়। কম ভরের বস্তুটি ঘূর্ণমান থাকে বেশি ভরের বস্তুকে কেন্দ্র করে। প্রকৃতিতে এমন কক্ষপথের অসংখ্য উদাহরণ আছে। যেমন পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের ঘূর্ণন অথবা সূর্যের চারদিকে পৃথিবীসহ অন্য সব গ্রহের ঘূর্ণন ইত্যাদি। মজার বিষয় হলো, কক্ষপথে ঘূর্ণনের এই মডেলটি কিন্তু পুরোপুরি সঠিক নয়। অর্থাৎ, কেবল কম ভরের বস্তুটিই বেশি ভরের বস্তুকে কেন্দ্র করে ঘুরবে, বিষয়টা এমন নয়। বেশি ভরের বস্তুটিও কম ভরের বস্তুকে কেন্দ্র করে ঘোরে। খুব অল্প মাত্রায় হলেও। আসলে মাঝে থাকা ভরকেন্দ্রকে ঘিরে দুটো বস্তুই ঘোরে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় এই ভরকেন্দ্রকে বলে ব্যারিসেন্টার। বাংলায় বলে সাধারণ ভরকেন্দ্র। এই ভরকেন্দ্রের অবস্থান কোথায় হবে, তা নির্ভর করে বস্তু দুটোর ভরের ওপর। যদি দুটি বস্তুর ভর একদম সমানে সমান হয়, তাহলে সাধারণ ভরকেন্দ্রের অবস্থান হবে এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের ঠিক মাঝখানে। আর ভরের পার্থক্য যত বেশি হবে, ততই একপাশে (ভারী বস্তুর দিকে) সরে যাবে সাধারণ ভরকেন্দ্র। প্লুটো এবং এর উপগ্রহ ক্যারনের কথাই ধরুন। ক্যারনের ভর প্লুটোর প্রায় ১২ শতাংশ। উপগ্রহের বিশাল ভরের কারণে এদের সাধারণ ভরকেন্দ্রের অবস্থান প্লুটোর পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১ হাজার কিলোমিটার দূরে। অন্যদিকে ক্যারনের পৃষ্ঠ থেকে এই ভরকেন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ১৭ হাজার কিলোমিটার।

পৃথিবী ও চাঁদের জন্য বিষয়টি কেমন? সাধারণ ভরকেন্দ্রকে ঘিরে এদের আবর্তন প্লুটো ও ক্যারনের মতো এতটা দৃশ্যমান নয়। কারণ চাঁদ ও পৃথিবীর ভরের পার্থক্য অনেক বেশি। চাঁদের ভর পৃথিবীর মাত্র ১ শতাংশ। তাই সাধারণ ভরকেন্দ্রের অবস্থান পৃথিবীর খুব কাছে। ভূপৃষ্ঠের প্রায় ১ হাজার ৭০০ কিলোমিটার ভেতরে। তাই ভরকেন্দ্রকে ঘিরে পৃথিবীর আবর্তনকে সেই অর্থে কক্ষপথে পরিভ্রমণ বলা যায় না। বরং একে ঘিরে পৃথিবী খানিকটা নড়াচড়া করে বলাই বেশি যৌক্তিক।

নক্ষত্র এবং গ্রহের মধ্যেও ঠিক এ ঘটনাই ঘটে। নক্ষত্রের ভর গ্রহের তুলনায় অনেক অনেক গুণ বেশি। তাই সাধারণ ভরকেন্দ্রের অবস্থান হয় নক্ষত্রকেন্দ্রের খুব কাছে। সে জন্য গ্রহগুলোর কক্ষপথ হয় নক্ষত্রের নিজের ভরকেন্দ্রকে ঘিরে (প্রায়)। সে জন্য নক্ষত্রগুলোতে খুব সামান্য পরিমাণ নড়াচড়াই দেখা যায়।

রেডিয়াল ভেলোসিটি টেকনিক

১৯৯৪ সালের শেষ ভাগে মায়োরের ছাত্র দিদিয়ের কুইলোজ (সঠিক উচ্চারণ ডিডিয়ের কেলোজ) একটি টেলিস্কোপ নিয়ে একাই কাজ করছিলেন। এমন সময় পৃথিবী থেকে প্রায় ৫১ আলোকবর্ষ দূরের একটি নক্ষত্রের গতিপথে এমন একটি নড়াচড়া শনাক্ত করতে সক্ষম হন। নক্ষত্রটির নাম ছিল ৫১ পেগাসি। এর অবস্থান পেগাসাস নক্ষত্রপুঞ্জে। নক্ষত্রটিকে ঘিরে আবর্তিত হওয়া একটি এক্সোপ্ল্যানেট বা বহিঃসৌরগ্রহের কারণে সেটি এমন আচরণ করছিল। তবে শুরুতেই এ উপসংহারে পৌঁছানোর সাহস করেননি কুইলোজ। অতদূরের সেই গ্রহটির সন্ধান তিনি পৃথিবীতে বসেই পেয়েছিলেন ডপলার ইফেক্টের মাধ্যমে।

আমরা জানি, ডপলার ইফেক্ট বলে, কোনো তরঙ্গ যখন আমাদের কাছে আসে, তখন সেটার তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমে যায়, বেড়ে যায় কম্পাঙ্ক বা তীব্রতা। আর তরঙ্গ দূরে সরে গেলে বেড়ে যায় তরঙ্গদৈর্ঘ্য। কম্পাঙ্ক বা তীব্রতা এ ক্ষেত্রে কমে যায়। সে জন্যই সাইরেন বাজিয়ে কোনো অ্যাম্বুলেন্স আমাদের দিকে এগিয়ে এলে শব্দের তীব্রতা বেড়ে যায়। আর দূরে সরে গেলে কমে যায় শব্দের তীব্রতা। উৎস ও শ্রোতার মাঝের দূরত্ব কমা-বাড়ার সঙ্গে কম্পাঙ্কের এই হ্রাস-বৃদ্ধির নামই ডপলার ইফেক্ট বা ডপলার বিচ্যুতি।

নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে আসা আলোতেও ঠিক এই ঘটনা ঘটে। গ্রহের উপস্থিতির জন্য কোনো নক্ষত্র যখন নিজেদের সাধারণ ভরকেন্দ্রকে ঘিরে আবর্তিত হয় (আসলে খুব সামান্য নড়াচড়া করে), তখন যদি সেটা পৃথিবীর দিকে সামান্য সরে আসে, তাহলে নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে আসা আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সামান্য কমে যায়। আর পৃথিবীর সাপেক্ষে নক্ষত্র সামান্য দূরে সরে গেলে সেখান থেকে আসা আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সামান্য বেড়ে যায়। অর্থাৎ, বর্ণালির লাল অংশের দিকে সরে যায় (লোহিত বিচ্যুতি বা লাল সরণ)। সাধারণ ভরকেন্দ্রকে ঘিরে নক্ষত্রের ঘুরপাকের ফলে আসা আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য নিয়মিত বিরতিতে কমতে-বাড়তে থাকে। অর্থাৎ, স্পন্দিত হয়।

যাহোক, মূল কথা হলো, আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পার্থক্য পরিমাপের মাধ্যমে আমরা নক্ষত্রের গতি সম্পর্কে জানতে পারি। নক্ষত্রের এমন গতির নাম দেওয়া হয়েছে রেডিয়াল ভেলোসিটি। এর ঋণাত্মক মান নক্ষত্রের পৃথিবীর দিকে সরে আসা বোঝায়। আর ধনাত্মক মান নক্ষত্রের পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাওয়া নির্দেশ করে। এ পদ্ধতি ব্যবহার করে নক্ষত্রের নড়াচড়া শনাক্ত করার মাধ্যমে এক্সোপ্ল্যানেট বা সৌরজগতের বাইরের গ্রহ খুঁজে বের করার পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছে রেডিয়াল ভেলোসিটি টেকনিক। রেডিয়াল ভেলোসিটি টেকনিক ব্যবহার করে এক্সোপ্ল্যানেট শনাক্তের পাশাপাশি এ সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্যও পাওয়া সম্ভব। যেমন গ্রহটি একবার নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করতে কত সময় নেয় বা এর ভরের মান সর্বনিম্ন কতে হতে পারে ইত্যাদি। তাহলে কি মায়োর এবং কুইলেজের হিসাবে ভুল হয়েছে? নাকি গ্রহ-সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলোতেই রয়েছে ঝামেলা? অথবা অজানা বস্তুটি হয়তো কোনো গ্রহই নয়?

শেষ রক্ষা হবে তো?

১৯৯৪ সালের শেষ ভাগ পর্যন্ত মায়োর এবং কুইলোজ ফ্রান্সের দক্ষিণে অবস্থিত হাউট-প্রোভিন্স মানমন্দিরের টেলিস্কোপ ব্যবহার করে ৫১ পেগাসি নক্ষত্রের রেডিয়াল ভেলোসিটির মোট বারোটি পুর্ণাঙ্গ মান মাপতে সক্ষম হন। ফলাফল দেখে তাঁরা অচিরেই বুঝতে পারেন, খুব সম্ভবত প্রথমবারের মতো নিশ্চিতভাবে খুঁজে পাওয়া গেছে সৌরজগতের বাইরের প্রথম গ্রহ। কিন্তু ফলাফল প্রকাশ করা নিয়ে তাঁরা বেশ দ্বিধায় ছিলেন। কারণ বিগত পঞ্চাশ বছরে বেশ কয়েকবার এক্সোপ্ল্যানেট আবিষ্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সবগুলোই ভুল প্রমাণিত হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

আরেকটি গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন তাঁরা। অজানা গ্রহটির ভরের সম্ভাব্য সর্বনিম্ন মান এবং পর্যায়কাল পরিমাপ করে তাঁরা বেশ ধাক্কা খান। কারণ তাঁদের প্রাপ্ত মানগুলো ছিল খুব অদ্ভুত। একটু ব্যাখ্যা করা যাক। গ্রহটির সম্ভাব্য ভর ছিল আমাদের সৌরজগতের বৃহস্পতি গ্রহের অন্তত অর্ধেক। অর্থাৎ, পৃথিবীর তুলনায় প্রায় ১৫০ গুণ বড়। এ ধরনের বিশাল ভরের গ্রহগুলোকে ডাকা হয় গ্যাসদানব নামে। এদের কোর বা কেন্দ্র কঠিন পদার্থের তৈরি, তবে পৃথিবীর মতো কঠিন পৃষ্ঠের অস্তিত্ব নেই। হাজারো কিলোমিটার বিস্তৃত সুবিশাল বায়ুমণ্ডলের পুরোটাই গঠিত গ্যাসীয় পদার্থের সমন্বয়ে। আমাদের সৌরজগতে ইউরেনাস, শনি এবং নেপচুন গ্রহের গঠনও ঠিক এরকম। সাধারণত গ্যাসদানব গ্রহগুলোর অবস্থান হয় মূল নক্ষত্র থেকে অনেকটা দূরে। সৌরজগতের বাইরের প্রান্তে। এদের অবস্থান যদি মূল নক্ষত্রের (যেমন সূর্য) কাছে হতো, তাহলে প্রচণ্ড উত্তাপের কারণে এগুলোতে কোনো গ্যাসীয় পৃষ্ঠের অস্তিত্বই থাকত না। বাষ্পীভূত হয়ে যেত। তাই এ ধরনের গ্রহগুলোকে অবশ্যই মূল নক্ষত্র থেকে দূরে হতে হবে। অবাক করা বিষয় হলো, মায়োর এবং কুইলোজের আবিষ্কৃত অজানা গ্রহটির অবস্থান ছিল মূল নক্ষত্রের অনেক কাছে। আমাদের সৌরজগতের সবচেয়ে ছোট গ্রহের নাম বুধ। এর অবস্থান সূর্যের সবচেয়ে কাছে। মায়োরের অজানা গ্রহটির অবস্থান ছিল বুধ-সূর্যের দূরত্বের চেয়েও কম দূরে। তাই স্বাভাবিক নিয়মেই এ গ্রহটির গ্যাসদানব হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এর আকার বলছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। অজানা গ্রহটির পর্যায়কাল নিয়েও ছিল অসঙ্গতি। গ্রহটি মূল নক্ষত্রকে একবার ঘুরে আসতে সময় নেয় মাত্র চার দিন। গ্রহের আকার বিবেচনায় এটাও বেশ অস্বাভাবিক।

তাহলে কি মায়োর এবং কুইলেজের হিসাবে ভুল হয়েছে? নাকি গ্রহ-সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলোতেই রয়েছে ঝামেলা? অথবা অজানা বস্তুটি হয়তো কোনো গ্রহই নয়?

মায়োর এবং কুইলোজ ধৈর্য্যের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন ৫১ পেগাসিকে। ১৯৯৫ সালের জুলাই নাগাদ তাঁরা নতুন করে রেডিয়াল ভেলোসিটির আরও আটটি মান নেন। বার বার একই ধরনের তথ্য পাওয়ায় তাঁরা অবশেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছান। যতই অসম্ভব মনে হোক না কেন, ৫১ পেগাসিকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণমান বস্তুটিকে অবশ্যই একটি গ্রহই হতে হবে।

মায়োরের আবিষ্কৃত গ্রহটির নাম রাখা হয় ৫১ পেগাসি বি । এখানে ‘বি’ অক্ষরটি লেখা হয় ছোট হাতের অক্ষরে। কারণ, প্রচলিত রীতি অনুসারে আগেই মূল নক্ষত্রের নাম রাখা হয়েছিল ৫১ পেগাসি এ (বড় হাতের অক্ষর)। পরে যদি এই নক্ষত্রের আরও কোনো গ্রহ খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে পর্যায়ক্রমে সেগুলোর নামকরণ করা হবে ৫১ পেগাসি সি, ৫১ পেগাসি ডি ইত্যাদি। গ্রহদের নামের শেষের অক্ষরগুলো লিখতে হবে ছোট হাতের অক্ষরে। আর যদি এই সিস্টেমে আরেকটি মূল নক্ষত্র থাকত, অর্থাৎ বাইনারি স্টার সিস্টেম হলে অন্য নক্ষত্রের নামের শেষে যুক্ত করা হতো বড় হাতের ‘বি’। এখনো সেরকম কোনো নক্ষত্র পাওয়া যায়নি। ৫১ পেগাসি এ নক্ষত্রটিকে তাই প্রচলিতভাবে ‘৫১ পেগাসি’ নামেই ডাকা হয়।

১৯৯৫ সালের ৬ অক্টোবর মায়োর ইতালির ফ্লোরেন্সে একটি ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে নাম অন্তর্ভুক্ত করতে কিছুটা দেরি করে ফেলেছিলেন তিনি। তাই তাঁকে শুধু একটি গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য সময় বরাদ্দ করা হয় মাত্র ৫ মিনিট। বৈঠক শুরুর আগেই মায়োর এবং কুইলোজের যুগান্তকারী আবিষ্কার নিয়ে শুরু হয় কানাঘুষা। গুরুত্ব আঁচ করতে পেরে আয়োজকেরা তাঁর জন্য বরাদ্দকৃত সময় বাড়িয়ে ৪৫ মিনিট করে দেন। সেখানেই প্রথমবারের মতো নিশ্চিতভাবে এক্সোপ্ল্যানেট আবিষ্কারের খবর জানিয়ে বিশ্ববাসীকে চমকে দেন মায়োর। শুরু হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

অতিসত্বর ফলাফল প্রকাশ এবং নিয়োগের দাবিতে টিআরবিটি দপ্তরে প্লেকার্ড হাতে বিক্ষোভ ছাত্রছাত্রীদের। ছবি নিজস্ব।

বুলন্দশহরে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা: ৯ জন নিহত, আহত ৪৫ জনেরও বেশি

বুলন্দশহর, ২৫ আগস্ট : উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরে গতরাতে একটি ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৯ জন গগাজি ভক্ত এবং আহত হয়েছেন আরও ৪৫ জনের বেশি। জানা গেছে, গতকাল গভীর রাতে আনুমানিক ২:১৫ মিনিট নাগাদ জাতীয় সড়ক ৩৪-এ বুলন্দশহর-আলিগড় সীমান্তের কাছাকাছি ঘাটাল গ্রামের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। একটি ট্রাক্টর ট্রলিতে চড়ে প্রায় ৬০-৬১ জন ভক্ত রাজস্থানের গোগামেদির উদ্দেশ্যে উত্তরপ্রদেশের কাসগঞ্জ জেলা থেকে যাত্রা করছিলেন। পথে হঠাৎই পেছন দিক থেকে একটি কনটেনার ট্রাক অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এসে ট্রাক্টরটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়, ফলে ট্রাক্টরটি উল্টে যায় এবং যাত্রীরা ছিটকে পড়েন।দুর্ঘটনার পর চারপাশে চরম আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলেই মারা যান ৮ জন, পরে আরও একজন আহত অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন দুইজন মহিলা ও দুই শিশু সহ মোট ৯ জন। নিহতদের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে ইউ বাবু (৪০), রামবেতি (৬৫), চান্দনি (১২), ঘনিরাম (৪০), মোক্ষি (৪০), শিবাংশ (৬), যোগেশ (৫০), ও বিনোদ (৪৫)। সকলেই কাসগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। আহতদের মধ্যে অন্তত ১২ জন শিশু রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। আহতদের মধ্যে ২৩ জনকে খুরজার কৈলাশ হাসপাতালে, ১০ জনকে আলিগড় মেডিকেল কলেজ এবং ১০ জনকে বুলন্দশহর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার দিনেশ কুমার সিং জানিয়েছেন, গুরুতর আহত তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক এবং তারা বর্তমানে ভেন্টিলেটরে রয়েছেন। তিনি আরও বলেন, দুর্ঘটনাস্থল থেকে ট্রাক্টর ও ট্রাক উভয়ই সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং ট্রাকটিকে আটক করে থানায় আনা হয়েছে। কনটেনার ট্রাকটি হরিয়ানা নিবন্ধিত ছিল এবং চালকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রুতি জানান, "এই মর্মান্তিক ঘটনায় নিহতদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। আহতদের চিকিৎসা সুনিশ্চিত করা হচ্ছে এবং অনেককে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।" মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এই দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এবং গুরুতর আহতদের ৫০,০০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছেন।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, কনটেনারটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলছিল এবং ট্রাক্টরের পিছন থেকে ধাক্কা দেওয়ার ফলে ট্রলিটি সম্পূর্ণরূপে উল্টে যায় ও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলের ছবি থেকে দেখা যায়, ট্রাক্টরটি একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে এবং কনটেনারের সামনের অংশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার ফলে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। গগাজি, যিনি উত্তর ভারতের এক জনপ্রিয় লোকদেবতা, তার ভক্তরা প্রতিবছর রাজস্থানের গোগামেদিতে গিয়ে পূজা দিয়ে থাকেন। এই যাত্রাপথেই ঘটল এমন এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা, যা সারা রাজ্যজুড়ে শোক ও উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। স্থানীয় প্রশাসনের তরফ থেকে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং সড়কপথে অতিরিক্ত যাত্রী বহনের বিষয়ে নজরদারিও বাড়ানো হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

ভারতের একমাত্র সরবরাহ শৃঙ্খল বা বাজারের উপর নির্ভরশীলতা থেকে বিরত থাকার আহ্বান এস জয়শঙ্করের

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট : পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সম্প্রতি ইটি ওয়ার্ল্ড লিডার্স ফোরামে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে ভারত শিখেছে যে একমাত্র সরবরাহ শৃঙ্খল বা বাজারের উপর নির্ভরতা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। তাই তিনি দেশের শিল্পমহলকে সরবরাহ ও বাজার বৈচিত্র্যকরণকে কৌশলগত সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। তাঁর মতে, চীনের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এবং আমেরিকার উচ্চ শুল্ক আরোপ ভারতীয় ব্যবসাগুলোর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।

জয়শঙ্কর মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির সাম্প্রতিক ধারা নিয়েও মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে শুরু হওয়া পররাষ্ট্রনীতির পদ্ধতি ঐতিহাসিকভাবে এক বড় প্রস্থান। তিনি উল্লেখ করেন, আগে কখনো কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট এতটা প্রকাশ্যে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করেননি। শুল্কের ব্যবহার, বিশেষ করে অ-বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে, একেবারে নতুন রীতি বলে মন্তব্য করেন তিনি। ট্রাম্প প্রশাসনের আচরণ যে ভারতের ক্ষেত্রেই আলাদা, তা নয় বলেও তিনি স্পষ্ট করেন।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকে ঘিরে রুশ তেল আমদানি নিয়ে পশ্চিমা সমালোচনারও জবাব দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ইউরোপ এবং চীন যখন রাশিয়ার কাছ থেকে বিশাল পরিমাণে জ্বালানি আমদানি করছে, তখন শুধু ভারতের দিকেই আঙুল তোলা কতটা যৌক্তিক। তিনি বলেন, "যদি কারও ভারত থেকে তেল বা পরিশোধিত পণ্য কেনা নিয়ে সমস্যা থাকে, তারা না কিনলেই পারেন। কেউ তো জোর করছে না।" তিনি আরও বলেন, "প্রো-বিজনেস আমেরিকান প্রশাসনের কর্মকর্তারা যদি অন্যদের ব্যবসা নিয়ে অভিযোগ তোলেন, সেটা তো বেশ মজার ব্যাপার।"

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য আলোচনা নিয়েও বক্তব্য রাখেন জয়শঙ্কর। যদিও মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের এই সপ্তাহের সফর স্থগিত হয়েছে, তবুও আলোচনার পথ খোলা রয়েছে বলেই জানান তিনি। তাঁর ভাষায়, 'আমাদের কিছু স্পষ্ট 'লাল দাগ' আছেবিশেষ করে আমাদের কৃষক এবং ক্ষুদ্র উৎপাদকদের স্বার্থ রক্ষায় আমরা আপস করব না। এটা আমাদের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের অংশ।'

ভারত-মার্কিন সম্পর্কের সামগ্রিক মূল্যায়নে জয়শঙ্কর বলেন, সম্পর্কের মধ্যে চ্যালেঞ্জ থাকলেও, বৃহৎ চিত্রটি ইতিবাচক। তিনি ২০০০ সালে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের ভারত সফর এবং ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী মোদির যুক্তরাষ্ট্র সফরকে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, 'সম্পর্কে কিছু সমস্যা থাকলেও, সামগ্রিকভাবে এটি এগিয়েছে ইতিবাচক গতিপথেই।'

"বাংলাদেশি এসেছে তো কী হয়েছে?" অসমে অবৈধ অনুপ্রবেশ নিয়ে বিতর্কে সায়েদা হামিদ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পাল্টা কটাক্ষ

গুয়াহাটি, ২৫ আগস্ট: অসমে অবৈধ অনুপ্রবেশ ইস্যুতে নতুন করে বিতর্কের সূত্রপাত করলেন সমাজকর্মী ও প্রাক্তন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. সায়েদা সাইয়েদাইন হামিদ। সম্প্রতি অসম সফরে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেন, "বাংলাদেশি হলে তাতে কী হয়েছে? ওরাও তো মানুষ। এই পৃথিবী আল্লাহ মানুষদের জন্য তৈরি করেছেন, এখানে তারা থাকতেই পারে।" এই মন্তব্যের পর রাজ্য ও জাতীয় স্তরে শুরু হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও সমালোচনার ঝড়।

অসমে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ও ভূমি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে চলা অভিযানের মাঝেই ড. হামিদের এই বক্তব্য আসে। তিনি আরও বলেন, "কাউকে পৃথিবী থেকে উৎখাত করা মানেই মুসলমানদের জন্য কেয়ামত ডেকে আনা। কাউকে তার ভূমি থেকে তাড়ানো মানবিকতার পরিপন্থী।"

এই মন্তব্যের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরণ রিজিজু এক্স-এ সায়েদা হামিদকে তীব্র আক্রমণ করে লেখেন, "মানবতার নামে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। এটি ভারতের ভূমি ও পরিচয়ের প্রশ্ন। পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ও খ্রিস্টানদের উপর নিপীড়নের কথা কেউ বলে না। অথচ অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষে সুর চড়ানো হচ্ছে।" তিনি আরও অভিযোগ করেন, সায়েদা হামিদ কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধীর ঘনিষ্ঠ হলেও, এরকম মন্তব্য করে ভারতের সার্বভৌমত্বকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন।

ড. হামিদ একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে অসম সফরে যান। ওই দলে ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ, সমাজকর্মী হর্ষ মন্দর, রাজ্যসভার সাংসদ জওহর সরকার প্রমুখ। তাঁরা নাগরিকত্ব, উচ্ছেদ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি আচরণ নিয়ে সরেজমিনে পর্যালোচনা করতে রাজ্যে যান।

প্রশান্ত ভূষণ অভিযোগ করেন, "অসম সরকার অবৈধভাবে ভারতীয় মুসলিম নাগরিকদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠাচ্ছে। এটা শুধুই উচ্ছেদের নামে গৃহচ্যুতি নয়, বরং এটা মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।" তিনি রাজ্য সরকারকে 'অবৈধ কাজকর্মে' লিপ্ত বলেও অভিযোগ করেন। প্রতিনিধিদল জানায়, তারা অসমের গোলপাড়া জেলার উচ্ছেদ-কবলিত বনাঞ্চলে যেতে চাইলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়। এই সফর অসমের নাগরিক সমাজের সংগঠন 'অসম নাগরিক সম্মিলন'-এর আমন্ত্রণে সংগঠিত হয়। সংগঠনের সদস্য ও রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া জানান, "আমরা প্রায়ই সমাজের বিশিষ্টজনদের আমন্ত্রণ জানাই, যাতে তারা রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা পান এবং গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে মত প্রকাশ করতে পারেন।"

ড. সায়েদা হামিদের মন্তব্য এবং সফরের পরিপ্রেক্ষিতে অসমে অভিবাসন, সংখ্যালঘু অধিকার ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক ফের চাঙ্গা হয়েছে।

১৩০তম সংবিধান সংশোধনীতে প্রধানমন্ত্রীকেও অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব স্বয়ং নরেন্দ্র মোদিজি দিয়েছেন : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট : ১৩০তম সংবিধান সংশোধনী বিলকে ঘিরে দেশের রাজনৈতিক মহলে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এই বিল অনুসারে, কোনও প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য যদি কোনও গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে ৩০ দিনের বেশি কারাবাস করেন, তবে তাঁকে বাধ্যতামূলকভাবে পদত্যাগ করতে হবে। এই প্রস্তাব নিয়ে বিরোধী দলগুলি বিলটি "অসাংবিধানিক" ও "কালা আইন" হিসেবে বর্ণনা করলেও, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই বিলের পেছনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিজেরই উদ্যোগ ছিল।

সোমবার, এক সাংবাদিক বৈঠকে অমিত শাহ বলেন, "এই সংশোধনীতে প্রধানমন্ত্রীকেও অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব স্বয়ং নরেন্দ্র মোদিজি দিয়েছেন। অতীতে ইন্দিরা গান্ধী সংবিধানের ৩৯তম সংশোধনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং লোকসভার স্পিকারকে আদালতের বিচারাধীন থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু মোদিজি এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, যেখানে তিনি নিজেই বললেন, 'যদি আমি অপরাধ করে জেলে যাই, তাহলে আমাকেও প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়তে হবে।'"

অমিত শাহের বক্তব্য অনুযায়ী, এটি এক ধরনের নৈতিক দায়িত্ববোধের প্রকাশ, যা দেশের রাজনীতিতে বিরল। তিনি জানান, এই সংশোধনীর মাধ্যমে শাসকের পদে থাকা কোনও ব্যক্তি গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে দীর্ঘকাল জেলে থাকলে, তিনি যাতে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে না পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই বিল।

এই বিল পেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকসভায় প্রবল প্রতিবাদ শুরু করে বিরোধীরা। তাঁদের দাবি, এই বিল "অসাংবিধানিক" এবং এর মাধ্যমে বিজেপি সরকারের উদ্দেশ্য হল বিরোধী মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ইচ্ছেমতো কেন্দ্রীয় এজেন্সি ব্যবহার করে তাঁদের ফাঁসানো এবং রাজ্য সরকার ভাঙা।

কংগ্রেস, তৃণমূল, আপ, ডিএমকে সহ একাধিক বিরোধী দল একযোগে এই বিলকে "কালা আইন" বলে আক্রমণ করে। তাঁদের অভিযোগ, বিজেপি এই বিলের আড়ালে রাজনৈতিক প্রতিশোধ নিতে চাইছে। কোনও মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রী যদি রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার হয়ে মিথ্যা মামলায় জেলবন্দি হন, তবে তাঁদের সরকার চালানোর অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে।

বিরোধীদের এই অভিযোগের বিরুদ্ধে পাল্টা সওয়াল তুলে অমিত শাহ বলেন, "আমি দেশের জনগণ ও বিরোধীদের জিজ্ঞেস করতে চাই, একজন মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী যদি জেলে থাকেন, তাহলে কি তিনি সরকার চালাতে পারবেন? এটা কি গণতন্ত্রের জন্য উপযুক্ত?"তিনি আরও বলেন, "দেশের আইন অনুযায়ী উচ্চ আদালত বা সুপ্রিম কোর্ট চাইলে জামিন দিতে পারে। কিন্তু যদি জামিন না মেলে, তাহলে সরকার চালানোর নৈতিক অধিকারও থাকা উচিত নয়। এই সংশোধনী এটাই নিশ্চিত করে।"

অমিত শাহ বিরোধীদের "কালা বিল" তকমাকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, "যে কোনও ব্যক্তি জেলে গেলে, তার বদলে বিকল্প নেতৃত্ব আসতেই পারে। একটি দেশের শাসনব্যবস্থা কোনও একক ব্যক্তি ছাড়া চলবে নাএই ধারণা গণতন্ত্রের পরিপন্থী।"

তাঁর কথায়, "এই বিল আমাদের দলের মুখ্যমন্ত্রীদের জন্যও প্রযোজ্য। বর্তমানে এনডিএ শাসিত রাজ্য বেশি, এবং প্রধানমন্ত্রীও এনডিএ-র। তাই এটা কেবল বিরোধীদের বিরুদ্ধে নয়, আমাদের নিজেদের দায়িত্ববোধও প্রমাণ করে।"

এই বিল নিয়ে আলোচনা এখনো সংসদে সম্পূর্ণ হয়নি। কিন্তু শুরুতেই বিরোধীদের প্রবল আপত্তি ও বিক্ষোভে এটি এখন জাতীয় রাজনীতির অন্যতম বিতর্কিত ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। বিলটি পাস হলে দেশের রাজনৈতিক কাঠামোতে একটি বড় পরিবর্তন আসতে পারে, যেখানে আইনের চোখে শাসকেরাও দায়বদ্ধ থাকবে, এবং অপরাধ প্রমাণ হলে তাঁদের গদি ছাড়তেই হবে। তবে বিরোধীরা যদি রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে বিলটি আটকে দিতে সক্ষম হয়, তাহলে এর বাস্তবায়ন নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই যাবে।

১৩০তম সংবিধান সংশোধনী বিল নিয়ে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে নীতিগত, আইনগত ও রাজনৈতিক বিতর্ক। এটি একদিকে যেমন শাসকের দায়বদ্ধতা বাড়ানোর উদ্যোগ বলে দেখা হচ্ছে, অন্যদিকে বিরোধীরা একে গণতান্ত্রিক কাঠামোতে হস্তক্ষেপ বলেই তুলে ধরছেন। সামনের দিনগুলিতে সংসদে এই বিল নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তা ভারতের রাজনীতির ভবিষ্যতের দিক নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ভিয়েতনামে টাইফুন কাজিকির তাণ্ডবের আশঙ্কা ৬ লাখের কাছাকাছি মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে, বন্ধ বিমানবন্দর ও স্কুল

হ্যানয়, ২৫ আগস্ট : ভিয়েতনামে ধেয়ে আসছে বছরের সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড় টাইফুন কাজিকি, যার কারণে দেশজুড়ে ব্যাপক সতর্কতা ও প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে গণউৎখাত ও জরুরি ব্যবস্থা। আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, কাজিকির বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৬৬ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে এবং এটি সোমবার স্থানীয় সময় দুপুর ১টার দিকে ভিয়েতনামের মধ্য উপকূলে আছড়ে পড়বে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যেই সরকার ৫.৮৬ লক্ষের বেশি মানুষকে উপকূলবর্তী এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়েছে এবং দুইটি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর বন্ধ করে দিয়েছে। উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থানরত সব মাছ ধরার নৌকাগুলিকে ডেকে এনে বন্দরে রাখা হয়েছে, যাতে ঝড়ের আঘাতে কোনোরকম প্রাণহানি না ঘটে।

ভিয়েতনামের জাতীয় আবহাওয়া সংস্থা জানিয়েছে, টাইফুন কাজিকি আসার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে ভারী বর্ষণ, যার ফলে দেখা দিতে পারে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধস। সেই আশঙ্কায় ১৬,৫০০ সেনা সদস্য ও ১.০৭ লক্ষ আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে উদ্ধার ও ত্রাণকাজের জন্য। উপকূলবর্তী পাঁচটি প্রদেশে ৩.২৫ লক্ষের বেশি মানুষকে স্থানীয় স্কুল, সরকারি ভবন ও ইনডোর স্টেডিয়ামের মতো অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত শহর ভিনহ, যেখানে প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে ইতিমধ্যেই জলমগ্ন হয়ে পড়েছে বিভিন্ন এলাকা, রাস্তাঘাট শুনশান ও প্রায় সব দোকানপাট বন্ধ রয়েছে। বাসিন্দারা এবং ব্যবসায়ীরা তাদের ঘরের ও দোকানের প্রবেশপথে বালির বস্তা সাজিয়ে জল আটকানোর চেষ্টা করছেন। ইনডোর স্টেডিয়ামে আশ্রয় নেওয়া ৬৬ বছর বয়সী লে মানহ তুং বলেন, "আমি আমাদের শহরে এত বড় টাইফুন কখনো আসতে দেখিনি। একটু ভয় লাগছে অবশ্যই, তবে এটা প্রকৃতির হাতে আমাদের কিছু করার নেই।"

টাইফুন কাজিকি ভিয়েতনামে এই বছরের পঞ্চম বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড়, তবে এটিকেই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে শক্তিশালী বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। সমুদ্র উপকূলে ৯.৫ মিটার বা প্রায় ৩১ ফুট উঁচু ঢেউ তৈরি করছে এই ঝড়। যদিও ঘূর্ণিঝড়টি স্থলভাগের দিকে এগিয়ে এলে ধীরে ধীরে তার শক্তি কমবে বলে ধারণা করছে যৌথ টাইফুন সতর্কীকরণ কেন্দ্র। কারণ, গালফ অফ টঙ্কিন অঞ্চলে সমুদ্রের তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় সেখানে ঝড়ের তীব্রতা হ্রাস পেতে পারে।

কাজিকির প্রভাব শুধু ভিয়েতনামেই সীমাবদ্ধ নয়। ঝড়টির প্রভাবে চীনের দক্ষিণাঞ্চলীয় দ্বীপ হাইনানে প্রায় ২০,০০০ মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং সানিয়া শহরের পর্যটন কেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ভিয়েতনামের বেশ কিছু অভ্যন্তরীণ বিমান সংস্থা দশটির বেশি ফ্লাইট বাতিল করেছে। এদিকে, দেশটির কৃষি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২০২৫ সালের প্রথম সাত মাসে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ১০০-র বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন বা নিখোঁজ হয়েছেন, এবং প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে ২১ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি। এর আগে গত বছর সেপ্টেম্বরে টাইফুন ইয়াগি ভিয়েতনামের উত্তরাঞ্চলে আঘাত হেনে শতাধিক প্রাণহানি ঘটায় এবং ৩.৩ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্ষতি করে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্রমশ বাড়ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণ ও তীব্রতা। আগের তুলনায় এখন ঝড়ের গতি, মাত্রা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি হচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মতো জলবায়ু সংবেদনশীল অঞ্চলে এ ধরনের পরিস্থিতি ভবিষ্যতে আরও ঘন ঘন দেখা দিতে পারে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাই টাইফুন কাজিকির মতো দুর্যোগ শুধু একটি প্রাকৃতিক ঘটনা নয়, বরং এটি জলবায়ু পরিবর্তনের এক কঠিন বাস্তবতাকেও সামনে এনে দিয়েছে।

ভারতে এআই বিপ্লবের সূচনা, ৪২তম প্রতিষ্ঠা দিবসে সি-ডট-এর ভূমিকাকে কুর্নিশ: চন্দ্রশেখর পেম্মাসানি

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট: দেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই বিপ্লব শুরু হয়েছে এবং এর অগ্রগতিতে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ও পল্লী উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রশেখর পেম্মাসানি। তিনি বলেন, গ্রামীণ টেলিফোন ব্যবস্থা থেকে শুরু করে আজকের ৫জি, অপটিক্যাল ফাইবার ও কোয়ান্টাম সুরক্ষিত যোগাযোগ প্রযুক্তির দিকে ভারতের এই যাত্রা অভূতপূর্ব শনিবার দিল্লিতে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ টেলিমেটিক্স (সি-ডট)-এর ৪২তম প্রতিষ্ঠা দিবসে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের ভূমিকা আজ আগের চেয়ে অনেক বেশি। তিনি সি-ডট কর্তৃক সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত ৪জি ও ৫জি নেটওয়ার্কের প্রশংসা করে জানান, ইতোমধ্যেই এক লক্ষেরও বেশি বিএসএনএল টাওয়ারে এই প্রযুক্তি সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অল্প সময় এবং কম খরচে এই সাফল্য ভারতের প্রযুক্তিগত সক্ষমতার প্রমাণ বলেও তিনি উল্লেখ করেন।মন্ত্রী আরও বলেন, "সি-ডট এখন শুধু একটি প্রতিষ্ঠান নয়, এটি ভারতের জন্য গর্বের জায়গা, যা ভবিষ্যতে উদ্ভাবনের মন্দির হিসেবে গড়ে উঠবে এবং গোটা বিশ্বের কাছে একটি রোল মডেল হয়ে উঠবে।"এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে সি-ডট-এর সিইও রাজকুমার উপাধ্যায় বলেন, ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত সি-ডট দেশের গ্রামীণ এলাকায় স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপনের মাধ্যমে টেলিকম বিপ্লব এনেছিল। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি সাইবার সিকিউরিটি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং কোয়ান্টাম প্রযুক্তির মতো অত্যাধুনিক খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে জানান তিনি। সি-ডট-এর এই অগ্রগতি প্রযুক্তি নির্ভর নতুন ভারতের রূপরেখা তৈরি করছে, যা আত্মনির্ভরতার পথে একটি বড় ধাপ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

অটো চালক সংক্রান্ত নানা সমস্যার সমাধান চেয়ে পবিবদন দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তাকে ডেপুটেশন অটো রিক্সা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নদের। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বাঙালি সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে চকচকে রুপোলি ইলিশের জন্য

বর্ষা যাব যাব করছে। নীল আকাশে বাদলের কালো মেঘের বদলে শরতের সোনা রোদ ওঠার অপেক্ষা। চারদিকে পুজোর গন্ধ একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। এমন উতবমুখর আবহেও বাঙালির মনখারাপ। বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইলিশও কি বিদায় নেবে? ভোজন রসিক বাঙালি সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে চকচকে রুপোলি ইলিশের জন্য। বঙ্গে বর্ষাকাল ঢুকতেই তাই বাজারের থলি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাছের বাজারগুলিতে। গোটা বর্ষাকাল যেন ঘরে ঘরে চলে ইলিশ পার্বণ। এ বার বর্ষা পাততাড়ি গোটাতে চলেছে। শহরের বড় বড় বাজারগুলিও ধীরে ধীরে ইলিশহীন হয়ে পড়বে। তবে শহরের বেশ কিছু রেস্তরাঁর হেঁশেল কিন্তু ম ম করছে ইলিশের নানা পদের গন্ধে। বর্ষা যাওয়ার আগে কোন রেস্তরাঁগুলিতে ইলিশ খেতে যেতে পারেন?

৬ বালিগঞ্জ প্লেস

বাঙালি খাবারের অন্যতম ঠিকানা এই রেস্তরাঁ। উতব-আনন্দে হোক কিংবা পারিবারিক কোনও অনুষ্ঠানে এই রেস্তরাঁর খাবারই প্রথম পছন্দ অনেকের। তবে ইলিশের মরসুমে এখানে এক বার না এলেই নয়। ভাপা ইলিশ থেকে বেগুন দিয়ে ইলিশের পাতলা ঝোল বর্ষায় ইলিশের নানা বাহারি পদ থাকছে এখানে।

আহেলি

বাদশাহি ইলিশ, ইলিশ মাছের মুইঠ্যা, সর্ষে ইলিশ, স্মোকড ইলিশ নানা রকম পাওয়া যায়। ইলিশের স্বাদ নিতে যেতে পারেন এখানে। মরসুমের শুরু থেকেই রীতিমতো একটা ইলিশ পার্বণ শুরু হয়ে যায় এই রেস্তরাঁয়। বর্ষা না যাওয়া পর্যন্ত ইলিশ উদ্যাপন চলতে থাকে। কস্তুরি জুলাই থেকে অগাস্ট মাস পর্যন্ত ইলিশ উতব চলছিল এই রেস্তরাঁয়। এখন উতব না চললেও ইলিশের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হবেন না। কস্তুরিতে থাকছে ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে ছ্যাঁচড়া, সর্ষে ইলিশ, দই ইলিশ এবং ইলিশের নানা বাহারি পদ। বাজার থেকে ইলিশ বিদায় নেওয়ার আগে এক বার যেতেই পারেন।

ভজহরি মান্না

টুপটাপ বৃষ্টি মাথায় কোনও এক দুপুরে ইলিশের খোঁজে যেতে পারেন ভজহরি মান্নায়। মরসুমের প্রথম দিকে মেনুতে ইলিশের বেশ কয়েকটি পদ ছিল। বর্ষার সময় যত ফুরিয়ে আসছে, ইলিশের পদেও টান ধরেছে। তবে বর্ষার শেষ বেলাতেও এখানকার মেনুতে রয়েছে ইলিশ ভাপা, ইলিশ মেঘনা আর সর্ষে ইলিশ।

কলকাতা রাজবাড়ি

পার্বণ না চললেও বর্ষার মরসুমে ইলিশের স্বাদ নিতে এখানে আসতেই পারেন। সর্ষে, ভাপা, দই ইলিশ আর ইলিশ পাতুরি ইলিশের নানা পদের স্বাদ নিতে ঢুঁ মারতে পারেন এখানে।

গোপালের থালায় রাখুন ঘরে তৈরি তালের ক্ষীর

জন্মাষ্টমী মানেই বাজারে তালের ছড়াছড়ি। বাড়িতে মিষ্টি তৈরির ধুম। সারা বছর বাজারে এই ফলের দেখা মেলা ভার। তাই জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বাড়িতে তাল আসবেই আসবেই। এখন অবশ্য অনেকেই বাড়ির পুজোতে দোকান থেকে কিনে আনা তালের বড়া দিয়ে পুজো সেরে ফেলেন। জন্মাষ্টমীর আগে মিষ্টির দোকানে দোকানে তালের বড়া দেখা পাওয়া গেলেও তালের ক্ষীর খুব বেশি চোখে পড়ে না।

গোপালের জন্মতিথিতে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলতে পারেন তালের ক্ষীর, রইল রেসিপি।

উপকরণ:

তাল: ১টি
চিনি: ৭৫ গ্রাম
দুধ: দেড় লিটার
নারকেল কোরা: ৪-৫ টেবিল চামচ
ঘি: ১ টেবিল চামচ
পেস্তা কুচি: ১ টেবিল চামচ
নুন: স্বাদমতো

প্রণালী:

তালের খোসা ছাড়িয়ে মণ্ডগুলি চুন জলে ঘণ্টা দুয়েক ভিজিয়ে রাখুন। অনেক সময়ে তাল তেতো থাকে, চুন জলে ভিজিয়ে রাখলে তালের তিতকুটে ভাব কেটে যায়। এ বার মণ্ডগুলি থেকে জল ঝরিয়ে নিয়ে ক্বাথ বার করে নিন। দেড় লিটার দুধ ঘন করে ১ লিটার করে নিন। একটি কড়াইতে ঘি গরম করে তালের ক্বাথ দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিন। এ বার চিনি মিশিয়ে আরও খানিক ক্ষণ নাড়াচড়া করুন। নারকেল কোরা ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার ঘন করা দুধ মিশিয়ে মিনিট দশেক ফুটিয়ে নিন। এক চিমটে নুন মিশিয়ে দিন ভাল করে। মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলে উপর থেকে পেস্তা কুচি ছড়িয়ে দিন। ঠান্ডা করে ভোগের থালায় সাজিয়ে দিন তালের ক্ষীর।

বাড়িতেই বানান দোকানের মতো মিষ্টি দই

শারদীয়ার দুপুর বলে কথা, শেষ পাতে মিষ্টি দই না হলে চলে? কিন্তু পুজোর সময়ে দোকানে দোকানে তার দাম যে আকাশছোঁয়া। তাই বলে কি পুজোয় মিষ্টি দই খাবেন না! এই পুজোয় বরং বাড়িতেই পেতে নিন মিষ্টি দই। দেখুন কেমন জমে যায় ভূরিভোজ।

উপকরণ-

টক দই - ৪ টেবিল চামচদুধ - ৭০০ মিলিচিনি - ১০ টেবিল চামচ।

প্রণালী-

প্রথমে টক দই নিয়ে একটি ছাঁকনিতে রেখে জল ঝরাতে দিন প্রায় ২-৩ ঘণ্টা। মাথায় রাখুন, দই থেকে জল বার করা খুব জরুরি। এ বার একটি পাত্রে পুরো দুধ নিয়ে ভাল ভাবে ফুটিয়ে একটু গরম করে নিন। তা যেন পরিমাণে কিছুটা কমে যায়। দুধ একটু ঘন হয়ে এলে স্বাদ অনুযায়ী অল্প অল্প করে মেশাতে থাকুন চিনি। মাথায় রাখবেন, পুরো চিনি এখনই মিশিয়ে দেবেন না। মিষ্টি দইয়ের রং ও স্বাদ আনতে একটি প্যানে চার চা চামচ চিনি নিয়ে নিন। চিনি না গলা অবধি ভাল ভাবে নাড়তে থাকুন। খেয়াল রাখুন, যেন চিনি ধরে না যায়। চিনির দানাগুলি গলে হালকা বাদামি রং ধরলে গ্যাসের আঁচ কমিয়ে তাতে সামান্য দুধ মিশিয়ে নিন। এ বার এই মিশ্রণটি ভাল ভাবে বাকি দুধে মিশিয়ে দিন। দেখবেন, যেন কোনও চিনির ডেলা না থাকে।

টক দই থেকে জল ভাল ভাবে ঝরে গেলে দই একটি পাত্রে নিয়ে ভাল ভাবে ফেটিয়ে নিন। ফেটানো দই দুধের মধ্যে মিশিয়ে দিন। খেয়াল রাখবেন, দুধ যেন হালকা গরম থাকে। তা না হলে দই ভাল ভাবে মিশবে না। আবার দুধ বেশি গরম থাকলেও মুশকিল।

এ বার যে পাত্রে দই পাতবেন, তাতে দুধের মিশ্রণটি ঢেলে দিন। ভাল হয় যদি ছোট ছোট মাটির ভাঁড়ে দই জমান। তাতে স্বাদ ভাল হয়। পাত্রটিকে ভাল করে চাপা দিয়ে কাপড় মুড়ে রেখে দিন প্রায় ১২ ঘণ্টা। ১২ ঘণ্টা পর পাত্রের ঢাকা খুললেই দেখবেন তৈরি হয়ে গিয়েছে বাড়িতে পাতা মিষ্টি দই।

শাড়ির সাজে দেখাবে সুন্দর

পুজো আসতে আর মাত্র ৪৩ দিন বাকি! পাড়ায় পাড়ায় দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। গড়িয়াহাট, দক্ষিণাপন, কলেজ স্ট্রিটের শাড়ির দোকানে ভিড় জমতে শুরু করেছে। ইদানীং অল্প বয়সিদের মধ্যে শাড়ি পরার প্রবণতা চোখে পড়ার মতো। অফিসের পার্টি হোক কিংবা পুজো, মেয়েদের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে থাকে শাড়িই। কেউ বেছে নিচ্ছেন হ্যান্ডলুম, কেউ আবার মোডাল সিল্ক, কেউ পছন্দ করছেন অরগ্যাঞ্জা, কেউ মহেশ্বরী। তবে শাড়ি পরার সময়ে নানা ঝক্কি সামলাতে হয় অনেককেই। পুজোয় শাড়ি পরে ঘুরতে হলে জানতে হবে হবে সঠিক কায়দা। জেনে নিন কী ভাবে শাড়ি পরলে তা আর ঝক্কির মনে হবে না।

১) সেফটি পিনের জন্য অনেক ভাল শাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। দামি শাড়ি সেফটি পিনের কারণে ছিঁড়ে গেলে আক্ষেপের শেষ থাকে না। শাড়ির আঁচল হোক কিংবা প্লিটে, সেফটি পিন লাগানোর সময়ে কাগজের ছোট টুকরো, চুলের কাঁটায় লাগানো মুক্ত কিংবা বোতাম সেফটি পিনে ঢুকিয়ে নিলেই হবে সমস্যার সমাধান।

২) শাড়িতে যত কুঁচি পড়বে, দেখতে ততই ভাল লাগে। এ ক্ষেত্রে শাড়িটি প্রথম কোথায় গুঁজছেন, তা গুরুত্বপূর্ণ। নাভি থেকে ডান দিকে সরিয়ে শাড়ির কোনা গুঁজতে শুরু করুন। তা হলেই বেশি কুঁচি পড়বে।

৩) অনেকেই অনুষ্ঠানে একটু কারুকাজ করা জুতো পরেন। কিন্তু হাঁটার সময়ে তাতে শাড়ি আটকে ছিঁড়ে যেতে পারে। এই সমস্যা এড়াতে জুতোর উপর মোমের ফোটা ফেলে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ঘষে নিতে হবে। তা হলে জুতোর চাকচিক্যও বাড়বে আর জুতোর উপরে থাকা পাথরের তীক্ষ্ণতাও কমবে। হিল পরলে শাড়ি পরার আগে জুতো পরে নিন। তাহলে শাড়ি উঁচু লাগবে না। ৪) অনেকেই মনে করেন, শাড়ি পরলেই দেখতে মোটা লাগে। তেমনটা না চাইলে প্লিট করে শাড়ি পড়ার সময় সব সময় খেয়াল করতে হবে যেন প্লিট কাঁধের বাইরে বেরিয়ে না যায়, সরু প্লিট করে শাড়ি পরলে দেখতে রোগা লাগে। প্লিট করতে হলে চওড়া পাড়ের শাড়ি এড়িয়ে চলাই ভাল। শাড়ির সঙ্গে সায়া না পরে শেপওয়্যার পরতে পারেন। এর ফলে শাড়ি শরীরের সঙ্গে লেগে থাকে, দেখতেও রোগা লাগে।

৫) অনেকের ধারণা শাড়ি পরলে বেঁটে লাগে। প্লিট করে শাড়ি পরার সময়ে আঁচলের দৈর্ঘ্য যেন হাঁটুর নীচে থাকে, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। আঁচল লম্বা হলে দেখতে বেশ লম্বা লাগবে।

ঘরোয়া উপাদান দিয়ে তৈরি প্যাকেই চুল ঝরে পড়া আটকাতে পারেন

সারা বছর নিজের দিকে তাকানোর বিশেষ সময় পাননি। মাঝেমধ্যে প্রয়োজন হলে সালোঁয় গিয়ে একটু ত্বকচর্চা করে আসেন। কিন্তু পুজোর সময়ে তো আর এমন গা-ছাড়া ভাব মেনে নেওয়া যায় না। তাই সময় থাকতেই পরিচর্যা শুরু করতে হয়। পুজোর সময়ে যে চুলে কায়দা করবেন, মাথায় তো চুল থাকতে হবে। চুল ঝরে পড়ার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে দামি প্রসাধনী ব্যবহার করছেন।

কিন্তু ব্যবহার বন্ধ করলেই চুল ঝরে পড়ার পরিমাণ যে কে সেই। তবে অভিজ্ঞরা বলছেন, এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ঘরোয়া কিছু উপাদান দিয়ে তৈরি প্যাক ব্যবহার করে দেখা যেতে পারে। কী কী দিয়ে তৈরি করবেন এই ঘরোয়া প্যাক?

১) প্রথমে একটি পাকা কলা ভাল করে চটকে মিহি পেস্ট তৈরি করে নিন।

২) এর মধ্যে মিশিয়ে নিন ১ থেকে ২ টেবিল চামচ মধু।

৩) সঙ্গে মিশিয়ে নিন ১ থেকে ২ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল।

৪) যদি চুল খুব শুষ্ক হয়, সে ক্ষেত্রে একটি ডিম ভেঙে মিশিয়ে নিতে পারেন।

৫) ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে মাথায় মেখে রাখুন আধঘণ্টা। চাইলে একটি শাওয়ার ক্যাপ দিয়ে চুল ঢেকে রাখতে পারেন।

৬) কিছু ক্ষণ পর মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন। কন্ডিশনার ব্যবহার না করলেও চলবে।

তালের মালপোয়া

পুজোর আগে ঠিক এই সময়টাতেই বাজারে তাল পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি। সামনেই আবার জন্মাষ্টমী। বেতের ঝুড়িতে তালের শাঁস বার করে, তা থেকে রস ঝরিয়ে তালের বড়া, তালক্ষীর, তালের পায়েস আগে বাড়িতে কত কীই না তৈরি করা হত। এখন এত সময় ব্যয় করে এই সব খাবার বানানোর চল প্রায় উঠেই যেতে বসেছে।

কারণ, বিকল্প উপায়ও যে রয়েছে। একটু খুঁজলে প্রায় সবই মিষ্টির দোকানে তালের শাঁস দিয়ে তৈরি খাবার কিনতে পাওয়া যায়। এই জন্মাষ্টমীতে মালপোয়া বানাবেন বলে ঠিক করেছেন। তার সঙ্গে তাল মিশিয়ে নিলে খেতে নিশ্চয়ই মন্দ লাগবে না। কী ভাবে বানাবেন তালের মালপোয়া, রইল প্রণালী।

উপকরণ:

ময়দা: ১ কাপ
সুজি: আধ কাপ
দুধ: আধ কাপ
তালের শাঁস: আধ কাপ
জল: প্রয়োজন অনুযায়ী
নুন: এক চিমটে
চিনি: ২ টেবিল চামচ
তেল: ভাজার জন্য
ছোট এলাচ: ২টি
সিরা: চিনি এবং জল সমপরিমাণ

প্রণালী:

১) একটি পাত্রে ময়দা, সুজি, লবণ, চিনি এবং দুধ ভাল করে মিশিয়ে নিন। ওই অবস্থায় রেখে দিন মিনিট ১৫।

২) এর পর ওই মিশ্রণ একটু ফুলে উঠলে তার সঙ্গে মিশিয়ে নিন তালের শাঁস।

৩) প্রয়োজনে জল মেশাতেই পারেন। তবে তা নির্ভর করবে ঘনত্বের উপর।

৪) অন্য দিকে, জল এবং চিনি ফুটিয়ে সিরা বানিয়ে রাখুন। একটা এলাচ থেঁতো করে দিয়ে দিন।

৫) কড়াইতে তেল গরম করে মালপোয়া ভেজে নিন। চিনির সিরার মধ্যে দিয়ে রাখুন।

টুকটাক মেকআপ

কাজ থেকে ফেরার পথে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে যাবেন। সকালবেলা ভাল শাড়ি পরেই বেরিয়েছেন। কিন্তু খুব একটা মেকআপ করেননি। সকাল থেকে মেকআপ করে রাখলে সন্ধেবেলা যাওয়ার আগে পর্যন্ত তা নিখুঁত থাকবেও না। কাজল ঘেঁটে যাবে। মেকআপ গলেও যেতে পারে। টুকটাক মেকআপ প্রসাধনী তো ব্যাগেই থাকে। কিন্তু হাতে সময় বেশি না থাকলে চটজলদি মেকআপ কী ভাবে করবেন তা কি জানা আছে?

১) হাতে খুব বেশি সময় নেই। তাই ফাউন্ডেশন মুখে মাখতে যতটা সময় দিতে হয়, তা দিতে পারবেন না। তা হলে কী করবেন? মুখে যদি কোনও প্রকার তেল ব্যবহার করে থাকেন, সে ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশনের মধ্যে মিশিয়ে নিতে পারেন। প্রাইমার ছাড়াই ফাউন্ডেশন মুখে বসবে ভাল। মসৃণ ভাবও বজায় থাকবে।

২) চোখ আঁকতে গেলে আলাদা করে আইশ্যাডো ব্যবহার করার সময় না পেলে গালের হাড়ের উপর যে ''হাইলাইটার'' ব্যবহার করেন, এ ক্ষেত্রে তাই-ই কাজে লাগাতে পারেন। এই সময়ে চোখে কাজলও পরে ফেলতে পারেন।

৩) হাতে সময় কম অথচ ভুরু আঁকতে হবে নিঁখুত ভাবে। পাউডার বা পেন্সিল ব্যবহার না করে এ ক্ষেত্রে ব্লিসারিন দেওয়া সাবানজাতীয় প্রসাধনী ব্যবহার করাই ভাল। তাতে ভুরুর বেশি ঘন দেখাবে।

৪) লিপস্টিক পরার আগে তো লিপ লাইনার দিয়ে ঠোঁট আঁকতে হয়। কিন্তু হাতের কাছে সেই বস্তুটিকে খুঁজে পাচ্ছেন না। চিন্তা নেই ভুরু আঁকার পেন্সিলটিকেই কাজে লাগানো যেতে পারে। তার পর লিপস্টিক পরে ফেলতেই পারেন।

৫) মেকআপ যতই হালকা হোক, তা যাতে বেশি ক্ষণ স্থায়ী হয়, তার জন্য সেটিং স্প্রে ব্যবহার করতে কিন্তু ভুলবেন না।

৯ দফা দাবিতে পুর নিগমের নিকট ডেপুটেশন এসইউসিআই'র। ছবি নিজস্ব।

প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের দ্বিতীয় বার্ষিক উত্তর-পূর্ব জোনাল সম্মেলন শিলংয়ে

শিলং, ২৫ আগস্ট, পিআইবি।। ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীনস্থ প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি) এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন (সিবিসি) এর দ্বিতীয় বার্ষিক উত্তর-পূর্ব জোনাল সম্মেলন আজ মেঘালয়ের শিলংয়ে শুরু হয়েছে।

দুই দিনের এই সম্মেলনে পিআইবি ও সিবিসি'র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন অধিকর্তা, ফিল্ড পাবলিসিটি অফিসার, হিসাবরক্ষক এবং প্রশাসনিক কর্মীরাও। এই বার্ষিক সম্মেলনটি উপস্থিত সবার মধ্যে ধারণা বিনিময় এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি আঞ্চলিক প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অতিরিক্ত মহানির্দেশক শ্রী কৃপা শঙ্কর যাদব আঞ্চলিক কর্মশালা আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগুলিকে সুগমকরণ এবং প্রচার বিষয়ক কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার জন্য এই ধরনের আঞ্চলিক সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন তিনি।

সম্মেলনের প্রধান অতিথি, সিবিসির মহানির্দেশক শ্রীমতী কাঞ্চন প্রসাদ তার মূল ভাষণে জাতীয় যোগাযোগ কাঠামোতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ডিজিটাল মাধ্যমের উত্থানের সাথে সাথে, প্রাসঙ্গিক এবং বিশ্বাসযোগ্য থাকার জন্য সরকারি যোগাযোগ মাধ্যমকে দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে হবে। তিনি সদর দপ্তর, আঞ্চলিক অফিস এবং মাঠ পর্যায়ের ইউনিটগুলির মধ্যে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং শক্তিশালী সমন্বয়ের গুরুত্বের উপর জোর দেন। সেই সাথে এলাকা-নির্দিষ্ট কর্মসূচি পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দেন, যাতে এটা নিশ্চিত করা যায় যে, ডিআইপিআরের মতো রাজ্য সংস্থাগুলির সাথে সমন্বয় করে এই প্রচার স্থানীয় বাস্তবতা এবং অগ্রাধিকারের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়, এবং সর্বাধিক কার্যকারিতার জন্য আগে থেকেই পরিকল্পনা করা যায়। পিআইবি ও সিবিসি'র আঞ্চলিক স্তরের কর্মকর্তাদের নিষ্ঠার প্রশংসা করে তিনি আশ্বস্ত করেন যে, সিবিসি সদর দপ্তর চ্যালেঞ্জগুলিকে কাটিয়ে উঠতে এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল প্রকারের সহায়তা প্রদান করবে।

কারিগরি অধিবেশনের অংশ হিসেবে, গুয়াহাটির আঞ্চলিক কার্যালয় এবং ইম্ফলের আঞ্চলিক কার্যালয় এ পর্যন্ত সম্পাদিত কার্যক্রম এবং ভবিষ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে তাদের নিজ নিজ উপস্থাপনা তুলে ধরেছে। অধিবেশনগুলিতে মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলির মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাব্য সমাধানগুলি নিয়ে আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়াও, সিবিসি (সদর দপ্তর) এর উপ-মহানির্দেশক শ্রী হর্ষিত নারাং ডিজিটাল মিডিয়া জগতে সিবিসির অধীনে উপলব্ধ বিজ্ঞাপনের বিকল্পগুলি সম্পর্কে একটি উপস্থাপনা তুলে ধরেন। তিনি আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন যে কীভাবে ব্যুরো ক্রমে ইউটিউব, গুগল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, এক্স, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম এবং অন্যান্য উদীয়মান ডিজিটাল চ্যানেলগুলিকে বৃহত্তর দর্শকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য ব্যবহার করছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ডিজিটাল বিজ্ঞাপন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা এবং পরিমাপযোগ্য প্রভাবের সুযোগ দেয়, যা সরকারি যোগাযোগকে আরও দক্ষ এবং যুব-কেন্দ্রিক করে তোলে।

দিনের শেষে, অংশগ্রহণকারীরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত ইউনিটের প্রশাসন, হিসাব এবং বিচারাধীন বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনা করেন। এরপর আউটরিচ কার্যক্রমের জন্য সিবিসি ওয়েবসাইটের উপর একটি হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে অংশগ্রহণকারীদের প্রচারণার পরিকল্পনা, প্রতিবেদন এবং প্রচারণার জন্য পোর্টালটি কার্যকরভাবে ব্যবহারের জন্য একটি ব্যবহারিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। গান ও নাটকের একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে প্রথম দিনের কার্যক্রমের শেষ হয়। আগামীকাল দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচিতে পিআইবি'র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সেরা অনুশীলনগুলির উপর একটি উপস্থাপনা তুলে ধরা হবে। এরপর আঞ্চলিকস্তরের শাখা অফিসগুলির মতামত জানা হবে। সোশ্যাল মিডিয়ার আউটরিচ সম্প্রসারণ, হিন্দির ব্যবহার উন্নত করা, পিএফএমএস এবং অ্যাকাউন্টিংয়ে সেরা ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান, জ্যাম সম্পর্কে প্রশিক্ষণ এবং স্বচ্ছতা কার্যক্রমের পরিকল্পনা সম্পর্কিত অধিবেশনগুলিও সেখানে থাকবে।

রাশিয়ার উপর চাপ সৃষ্টির কৌশল হিসেবে ভারতের উপর ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্ক আরোপ করা হয়েছে: মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট

ওয়াশিংটন, ২৫ আগস্ট: রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ বন্ধে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ভারতের উপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। তাঁর মতে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নেতৃত্বাধীন মার্কিন প্রশাসন ''আক্রমণাত্মক অর্থনৈতিক কৌশল'' গ্রহণ করেছে, যার অংশ হিসেবে ভারতকে লক্ষ্য করে এই শুল্ক বসানো হয়েছে। উদ্দেশ্য একটাইরাশিয়ার তেলভিত্তিক অর্থনীতিকে দুর্বল করা এবং যুদ্ধ বন্ধের জন্য মস্কোর উপর চাপ বৃদ্ধি।

এনবিসি নিউজের জনপ্রিয় টক শো 'মিট দ্য প্রেস'-এ একান্ত সাক্ষাৎকারে ভ্যান্স বলেন, ''ট্রাম্প যে অর্থনৈতিক চাপ তৈরি করেছেন, তার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে ভারতের উপর আরোপিত সেকেন্ডারি ট্যারিফ। এর মাধ্যমে তিনি রাশিয়াকে বার্তা দিতে চেয়েছেন যে, তারা যদি ইউক্রেনে হত্যা ও ধ্বংস বন্ধ করে, তবে আবারও বিশ্ব অর্থনীতির অংশ হতে পারে। কিন্তু যদি তা না করে, তবে আন্তর্জাতিকভাবে তারা আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।''

ভ্যান্স জানান, ট্রাম্প প্রশাসনের প্রচেষ্টায় রাশিয়া ও ইউক্রেন উভয়ের পক্ষ থেকেই সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে কিছু ''গুরুত্বপূর্ণ ছাড়'' দেখা গেছে। এই ছাড়গুলিকে একটি সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতির পথ হিসেবে দেখছেন তাঁরা।

'আমরা আশাবাদী যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সাম্প্রতিক বৈঠকে এই বার্তাই স্পষ্টভাবে দিয়েছেন,' বলেন ভ্যান্স।

এই বছরের শুরুতে ট্রাম্প প্রশাসন ঘোষণা করে যে, ভারতের বেশ কয়েকটি রফতানি পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হবে। এর মধ্যে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক শুধুমাত্র ভারত রাশিয়া থেকে ছাড়মূল্যে অপরিশোধিত তেল কেনে বলেই বসানো হয়েছে। ভারতের এই তেল কেনা নিয়ে আমেরিকার অভিযোগএই লেনদেন রাশিয়ার যুদ্ধ অর্থনীতিকে সমর্থন করছে। যদিও ভারত তা সরাসরি অস্বীকার করেছে। নয়াদিল্লির মতে, দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা ও বাজারের পরিস্থিতির উপর ভিত্তিকরেই তেল ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেন আক্রমণের পর পশ্চিমা দেশগুলো রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। তখন থেকেই ভারত, অন্যান্য অনেক দেশের মতো, ছাড়মূল্যে রাশিয়ান তেল আমদানির দিকে ঝুঁকেছে। ট্রাম্প প্রশাসনের এই শুল্ক নীতির বিরুদ্ধে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ''একটি প্রো-বিজনেস মার্কিন প্রশাসনের লোকজন যখন আমাদের ব্যবসা নিয়ে অভিযোগ করেন, তখন সেটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। ব্যবসা যদি আপনার না-পসন্দ হয়, তবে আপনি সেটা করবেন না। কিন্তু আপনি তো নিজেও সেই তেল কিনছেন।''তিনি আরও বলেন, ''আপনার যদি ভারতের কাছ থেকে পরিশোধিত তেল বা পেট্রোলিয়াম পণ্য কেনা নিয়ে সমস্যা থাকে, তবে কিনবেন না। কেউ তো জোর করে বিক্রি করছে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ইউরোপ কিনছে, আমেরিকাও কিনছে। আপনি যদি আপত্তি করেন, তবে নিজেই কেনা বন্ধ করুন।''

বিশ্লেষকদের মতে, এই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে এই কারণে যে, রাশিয়ার তেলের বৃহত্তম ক্রেতা চীন এবং রাশিয়ার গ্যাস আমদানিতে শীর্ষে রয়েছে ইউরোপ। অথচ ভারতের ক্ষেত্রে যেমন প্রকাশ্যে সমালোচনা ও শুল্ক আরোপ করা হয়েছে, তেমনি দৃষ্টিভঙ্গি চীন ও ইউরোপের ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

নির্বাচনের মুখে ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক দিক থেকেও একটি কৌশল হতে পারে, এমন ইঙ্গিতও দিচ্ছেন কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। ট্রাম্প প্রশাসন চাচ্ছে এমন একটি বার্তা দিতে, যেখানে আমেরিকা যুদ্ধ থামাতে দৃঢ় এবং নিজের অর্থনৈতিক স্বার্থকে সামনে রেখেই বিশ্ব রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিতে চায়।

বিশ্ব মঞ্চে ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন মধ্যস্থতা সফল হবে কি না, তা এখনো অনিশ্চিত। তবে ভারতকে লক্ষ্য করে ট্রাম্প প্রশাসনের এই শুল্ক নীতি শুধু অর্থনৈতিক নয়, কূটনৈতিক সম্পর্কের দিক দিয়েও ভবিষ্যতে আরও বড় প্রভাব ফেলতে পারেএমনটাই মত বিশ্লেষকদের।

ড্রিম১১-এর সরে দাঁড়ানোয় বিপাকে বিসিসিআই এশিয়া কাপে টিম ইন্ডিয়ার নেই কোনও স্পনসর

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট: ভারতীয় ক্রিকেট দলের শীর্ষ স্পনসর হিসেবে ড্রিম১১ আর থাকছে না। সদ্য পাস হওয়া ''অনলাইন গেমিং প্রচার ও নিয়ন্ত্রণ বিল, ২০২৫'' এর প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাটি। সোমবার বিসিসিআই এক সরকারি বিবৃতিতে জানায়, তারা ড্রিম১১-এর সঙ্গে চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করেছে এবং ভবিষ্যতে এমন কোনও সংস্থার সঙ্গে যুক্ত না হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যাদের মূল ব্যবসা অনলাইন গেমিং ঘিরে।

মাত্র দুই সপ্তাহ পরই সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ। তার আগে ভারতীয় দল এখন স্পনসরশূন্য। বিসিসিআই-এর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ''ড্রিম১১-এর প্রতিনিধিরা মুম্বইয়ে বিসিসিআই অফিসে এসে সিইও হেমাঙ্গ আমিনকে জানিয়ে দেন যে, তাঁরা আর স্পনসর হিসেবে থাকতে পারবেন না। এর ফলে এশিয়া কাপে ভারতীয় দলের জার্সিতে কোনও টাইটেল স্পনসর থাকবে না।''

এই সিদ্ধান্তের ফলে বিসিসিআই দ্রুত একটি নতুন টেন্ডার জারি করবে বলেও জানানো হয়েছে। যদিও চুক্তিভঙ্গের জন্য ড্রিম১১-এর বিরুদ্ধে কোনও আর্থিক জরিমানা আরোপ করা হবে না, কারণ চুক্তির এক ধারায় বলা আছেসরকারি আইন পরিবর্তনের ফলে যদি সংস্থার মূল ব্যবসায়িক কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে তারা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয়।

২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ড্রিম১১ বর্তমানে ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের একটি সংস্থা। তারা ২০২৩ সালের জুলাই মাসে এডটেক সংস্থা বাইজুসকে প্রতিস্থাপন করে বিসিসিআই-এর প্রধান স্পনসর হয়। তিন বছরের জন্য ৩৫৮ কোটি টাকার এই চুক্তির আওতায় ভারতীয় দলের জার্সিতে ড্রিম১১-এর লোগো ব্যবহার করা হচ্ছিল।

শুধু ভারতীয় ক্রিকেট দলই নয়, ড্রিম১১-এর উপস্থিতি আছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল, এবং একাধিক বিদেশি ক্রিকেট লিগে। ২০২০ সালে তারা চীনা সংস্থা ভিভো-কে প্রতিস্থাপন করে আইপিএল ট্রফির স্পনসর হয়। তাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডারদের তালিকায় রয়েছেন এমএস ধোনি, রোহিত শর্মা, ঋষভ পন্থ, হার্দিক পান্ডিয়া ও জসপ্রীত বুমরাহ।

ক্রিকেট ছাড়াও ফুটবল, হকি ও কাবাডির মতো খেলাতেও ড্রিম১১-এর উপস্থিতি আছে। তারা ইন্ডিয়ান সুপার লিগ, প্রো কাবাডি লিগ, এবং আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন-এর সঙ্গেও যুক্ত।

ড্রিম১১-এর সরে দাঁড়ানোর ফলে ভারতীয় বোর্ড দ্রুত নতুন স্পনসর খুঁজতে বাধ্য হচ্ছে। বিসিসিআই ইতিমধ্যেই নতুন টেন্ডার ড্রাফ করছে বলে জানা গিয়েছে। তবে আগামী বড় টুর্নামেন্টে, যেমন এশিয়া কাপ এবং বিশ্বকাপ ২০২৫-এর আগে নতুন স্পনসর পাওয়া বিসিসিআই-এর কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে।ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এবং অনলাইন গেমিং সংস্থার মধ্যে দীর্ঘদিনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আচমকা শেষ হয়ে যাওয়ায় আলোচনার কেন্দ্রে এসেছে এই ঘটনা। সরকার নতুন বিল পাশ করায় অনলাইন গেমিং সংস্থাগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে বিসিসিআই-এর নতুন স্পনসর কে হয় এবং কতটা টাকার চুক্তিতেতা এখন ক্রিকেট প্রেমীদের কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু।

দাম্পত্য কলহের জেরে স্ত্রীকে খুন! ৫ মাসের গর্ভবতী স্ত্রীর দেহ টুকরো করে মুসিতে ফেলল স্বামী

হায়দরাবাদ, ২৫ : দাম্পত্য কলহের জেরে নিজের পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে খুন করে দেহ টুকরো টুকরো করে মুসি নদীতে ফেলে দিল এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে হায়দরাবাদের মেডিপল্লী এলাকায়। শনিবার রাতে এই নৃশংস ঘটনাটি ঘটানোর পর, রবিবার সকালে অভিযুক্তকে তার ভাড়া বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে রাচাকোন্ডা পুলিশ। ঘটনাস্থলে শুধুমাত্র নিহত স্ত্রীর শরীরের মূল অংশ (ধড়) পাওয়া গেছে। তার মাথা এবং হাত-পা নিখোঁজ ছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের নাম এস মহেন্দ্র রেড্ডি (২৭)। পেশায় একজন গিগ ওয়ার্কার। সে তার স্ত্রী বি স্বাতী (২১)-কে খুন করার কথা স্বীকার করেছে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর, সে দেহটি কেটে টুকরো টুকরো করে মুসি নদীতে ফেলে দেয়। যদিও, দেহের বাকি অংশগুলো এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পুলিশ ডুবুরি এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যদের দিয়ে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে, কিন্তু রবিবার রাত পর্যন্ত কোনো সাফল্য মেলেনি।

পুলিশের মতে, মহেন্দ্র এবং স্বাতী বিকরাবাদে প্রতিবেশী ছিলেন। ২০২৪ সালের জানুয়ারী মাসে তারা আর্য সমাজে আন্তঃবর্ণ বিবাহ করেন। বিয়ের পর প্রথম এক মাস তাদের দাম্পত্য জীবন ভালোই চলছিল। কিন্তু এরপর থেকেই তাদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ শুরু হয়। মালকাজগিরির ডিসিপি পিভি পদ্মজা রেড্ডি জানান, '২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে স্বাতী মহেন্দ্রের বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসার অভিযোগ এনেছিল। কিন্তু গ্রামের কিছু প্রবীণ ব্যক্তির হস্তক্ষেপে বিষয়টি মিটে যায়।' এরপর ২০২৪ সালের জুন মাস থেকে তারা বড়ুপ্পালে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতে শুরু করে। ডিসিপি আরও বলেন, 'স্বাতী তিন মাস পাঞ্জাগুট্টায় একটি কল সেন্টারে কাজ করেছিল। কিন্তু পরে স্বামী মহেন্দ্র সন্দেহবশত তাকে চাকরি ছাড়তে বাধ্য করে।'

সম্প্রতি, অন্তঃসত্ত্বা স্বাতী স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তার বাবা-মায়ের সাথে দেখা করতে বিকরাবাদে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু মহেন্দ্র এতে রাজি হয়নি, যা তাদের মধ্যে তীব্র ঝগড়ার জন্ম দেয়। পুলিশের এক কর্মকর্তা জানান, 'স্বাতী তার স্বামীকে কটূক্তি করেছিল। আর এতেই মহেন্দ্র তাকে সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়।'

শনিবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে মহেন্দ্র স্বাতীকে শ্বাসরোধ করে খুন করে। এরপর প্রমাণ লোপাট করতে একটি করাতের মতো ধারালো বস্তু দিয়ে সে দেহটি টুকরো টুকরো করে। দেহের মাথা, হাত এবং পা প্রতাপসিংগরামের মুসি নদীতে ফেলে দেয়। শুধুমাত্র দেহের মূল অংশটি সে রেখে দেয়। দেহটি টুকরো করার পর মহেন্দ্র তার বোনকে ফোন করে জানায় যে স্বাতী নিখোঁজ। তার বোন তখন হায়দরাবাদে তাদের এক আত্মীয়কে মহেন্দ্রের সাথে দেখা করতে বলে। মহেন্দ্র এবং সেই আত্মীয় দু'জনেই থানায় গিয়ে নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ দায়ের করে। কিন্তু, পুলিশের জেরায় মহেন্দ্রের কথায় সন্দেহজনক কিছু ধরা পড়ে। পরবর্তীতে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে তার অপরাধের কথা স্বীকার করে।

পুলিশের কাছে সিসিটিভি ফুটেজও আছে, যেখানে মহেন্দ্রকে একটি ব্যাকপ্যাক এবং একটি ব্যাগ হাতে বাড়ি থেকে বের হতে দেখা যায়। স্বাতীর বাবা-মায়ের অভিযোগ, মহেন্দ্র তাদের মেয়েকে কখনো তাদের সাথে দেখা করতে দিত না। পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৩ (খুন) এবং ২৩৮ (অপরাধের প্রমাণ লোপাট করা বা অপরাধীকে আড়াল করার জন্য মিথ্যা তথ্য দেওয়া) ধারায় মামলা দায়ের করেছে।

তাওয়ি নদীতে সম্ভাব্য বন্যার বিষয়ে ভারত পাকিস্তানকে সতর্ক করেছে: সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিতের পর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ

ইসলামাবাদ, ২৫ আগস্ট: পাকিস্তানের একটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারত তাওয়ি নদীতে সম্ভাব্য বন্যার বিষয়ে পাকিস্তানকে সতর্ক করেছে। সরকারি সূত্রের বরাতে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতের হাইকমিশন ইসলামাবাদে এই সতর্কবার্তা পৌঁছে দিয়েছে রবিবার। যদিও এখনো নয়াদিল্লি বা ইসলামাবাদকোনো পক্ষ থেকেই আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পাওয়া যায়নি।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, সাধারণত এ ধরনের তথ্য সিন্ধু ওয়াটার কমিশনারদের মাধ্যমে ১৯৬০ সালের ইন্ডাস ওয়াটার চুক্তির অধীনে বিনিময় করা হয়ে থাকে। তবে পহেলগাম হামলার পর ভারত এই চুক্তি স্থগিত করে, ফলে দুই দেশের মধ্যে জলসম্পদ সংক্রান্ত যোগাযোগেও স্থবিরতা আসে।

এটি মে মাসে ভারত-পাকিস্তান বিরোধের পর দুই দেশের মধ্যে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ বলে মনে করা হচ্ছে। ভারতের কাছ থেকে সতর্কবার্তা পাওয়ার পর পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোর জন্য সতর্কতা জারি করেছে।

এদিকে, পাকিস্তানের জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আগস্ট ৩০ পর্যন্ত দেশজুড়ে ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করেছে। জুন ২৬ থেকে আগস্ট ২০ পর্যন্ত চলা আগের মৌসুমি বৃষ্টিপাতে ইতোমধ্যেই পাকিস্তানে অন্তত ৭৮৮ জন নিহত এবং ১,০০০ এর বেশি আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

পহেলগামের জঙ্গি হামলার পর ভারতের পক্ষ থেকে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করাকে পাকিস্তান ভারতের একতরফা পদক্ষেপ হিসেবে দেখেছে। তবে বন্যা সংক্রান্ত তথ্য ভাগাভাগি এই সংকটপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যেও মানবিক যোগাযোগের এক নজির হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

আইএমডি-র পূর্বাভাস: আগামীকাল পর্যন্ত একাধিক রাজ্যে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট: ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর আগামীকাল পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। গুজরাট, ওড়িশা, রাজস্থান এবং উত্তরাখণ্ডের একাধিক অঞ্চলে পৃথকভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। এ ছাড়া আইএমডি ওই রাজ্যগুলির জন্য 'অরেঞ্জ অ্যালার্ট' জারি করেছে।

আজকের মধ্যে আরও যেসব রাজ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলি হল: অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মেঘালয়, বিহার, ছত্তিশগড়, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, দিল্লি, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, গিলগিট-বালতিস্তান, মুজাফ্ফরাবাদ, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, কোঙ্কণ ও গোয়া, মধ্যপ্রদেশ, উপ-হিমালয় পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিম।

আগামী দুই দিন ধরে এই অঞ্চলগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যেই আজ সকালে দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রঝড় দেখা গেছে।

হিমাচল প্রদেশের একাধিক জেলায় প্রবল বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে। রাজ্যের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র জানিয়েছে, ভূমিধসের কারণে অন্তত দু'টি জাতীয় সড়ক এবং ৪৮২টি রাস্তা বন্ধ হয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে ৯৪১টি ট্রান্সফর্মার এবং ৯৫টি পানীয় জল প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ৩০ আগস্ট পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলবে রাজ্যে। বিহারের নালন্দা ও জেহানাবাদ জেলায় বন্যা পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হয়েছে। গত রাতে হঠাৎ জলস্ফীতির কারণে বহু গ্রাম প্লাবিত হয়েছিল, তবে লোকায়ন, ফল্গু ও অন্যান্য ঋতুকালীন নদীর জলস্তর হ্রাস পেতে শুরু করায় কিছুটা স্বস্তি মিলেছে। তবে গয়া জেলায় প্রবল বৃষ্টির কারণে মুহানে ও ফল্গু নদীর জলস্তর আবারও বেড়ে যাওয়ায় নতুন করে বেশ কয়েকটি নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে।বন্যা কবলিত এলাকাগুলিতে জেলা প্রশাসন ত্রাণকার্য জোরদার করেছে। বোধগয়ায় চালু হয়েছে কমিউনিটি কিচেন, যেখানে দুর্গতদের রান্না করা খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে।নালন্দার হিলসা ও একঙ্গর সরাই এবং জেহানাবাদের হুলাসগঞ্জ ও ঘোসি ব্লকে কৃষি জমির মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। নদীর ধারে দুর্বল হয়ে পড়া বাড়িগুলিতে ধসের আশঙ্কা থাকায় বাসিন্দাদের ওইসব বাড়িতে না ফেরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বকেয়া মজুরির দাবিতে টিসিএ'র সামনে বিক্ষোভ বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীদের। ছবি নিজস্ব।

অ্যাডভান্স ট্রেনিংর জন্য দিল্লি ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে দ্বিতীয় ধাপে গেলেন রাজ্যের কুড়ি জন কৃষক, যাত্রাপথে শুভেচ্ছা জানালেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট: কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র ধলাই ত্রিপুরার উদ্যোগে অ্যাডভান্স ট্রেনিংর জন্য দিল্লি ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে দ্বিতীয় ধাপে গেলেন রাজ্যের কুড়ি জন কৃষক। আজ স্টেশনে দাঁড়িয়ে এই সমস্ত কৃষকদের শুভেচ্ছা জানান সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য্য। রাজ্য থেকে দ্বিতীয় ধাপে আরো কুড়ি জন কৃষক কে অ্যাডভান্স ট্রেনিং করার জন্য দিল্লি ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে পাঠান হয়েছে। সর্বমোট ২০০ জন কৃষক কে এডভান্স ট্রেনিং এর জন্য পাঠানো হবে দিল্লিতে।

সোমবার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র ধলাই ত্রিপুরার উদ্যোগে কুড়িজন কৃষক দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। এদিন রেলওয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থেকে কৃষকদের শুভেচ্ছা জানান সংসদ রাজিব ভট্টাচার্য্য।

এক সাক্ষাৎকারে সংসদ রাজিব ভট্টাচার্য্য বলেন জয় জওয়ান জয় কিষান এই স্লোগানের সঙ্গে জয় বিজ্ঞান জয় অনুসন্ধান সংযুক্ত করে এবং নতুন টেকনোলজিকে কাজে লাগিয়ে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা এবং কৃষিজাতা পন্ন উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে নানা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করছেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন এই ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রাজ্যের কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

ভারতবর্ষব্যাপী ১লক্ষ ইউনিটের বেশি রক্তদানের মাধ্যমে রক্ত সংগ্রহের অভিযান হাতে নিয়েছে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তির বাজার, ২৫ আগস্ট: প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দ্যোগে সারা ভারতবর্ষব্যাপী ১ লক্ষ ইউনিটের বেশি রক্ত সংগ্রহের অভিযান চলছে। ভারতের পাশাপাশি নেপাল দেশের লোকজনেরাও এই কর্মসূচীতে রক্তদান করছে বলে জানা যায়। এই রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠান পালন করার মূল উদ্দ্যেশ্যে ২৫ শে আগষ্ট প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চীফ দাদী প্রকাশমনির ১৮ তম স্মৃতি দিবস। তাই উনার স্মৃতিদিবসে কেন্দ্রকরে আজকের এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। গত ১৭ আগষ্ট দিল্লীতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর হাতধরে এই রক্তদান কর্মসূচীর শুভ সূচনা করাহয়। সোমবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শান্তিরবাজারে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

আজকের এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার পুরপরিষদের চেয়ারম্যান সপ্না বৈদ্য, ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, প্রজাপিতা ব্রম্রা কুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যায়ের উদয়পুরের ইনচার্জ বিকে প্রঞ্জা, শান্তির বাজারের ইনচার্জ বিকে বিজয়া সহ অন্যান্যরা। রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সত্য সাহা জানান রক্তদান মহৎ দান। রক্তের কোনো বিকল্প ব্যাবস্থা নেই। তাই একজন মুমূর্ষু রোগীকে রক্তদানের মাধ্যমে জীবনদান করার মতো মহৎ কাজে সকলে এগিয়ে আসতেহবে। শান্তির বাজারে প্রজাপিতা ব্রম্রাকুমারির উদ্দ্যেগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করাতে উনাদের বিশেষ ধন্যবাদ জানান তারপাপাশি যারা আজকের দিনে রক্তদানে এগিয়ে আসেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানান সত্যব্রত সাহা। অনুষ্ঠানে বক্তাদের বক্তব্য শেষে সকলের উপস্থিতিতে আজকের এই রক্তদান শিবিরের শূভ সূচনা হয়। আজকের এই রক্তদান শিবিরে মোট ১০ জন রক্তদানে এগিয়ে আসে।

বিশালগড় হাসপাতালের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে , দাবি এমওআইসি - র

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৫ আগস্ট: বিশালগড় হাসপাতালের বিরুদ্ধে একাংশ ঔষধ ব্যবসায়ীর ষড়যন্ত্রের পর্দা ফাঁস করলেন এমওআইসি। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে অসত্য তথ্যের ওপর ভিত্তি করে অপপ্রচার করা হচ্ছে। এই অপপ্রচারের স্পষ্টীকরণ দিয়েছে হাসপাতাল কতৃপক্ষ।

বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের কোনও গেটই বন্ধ নেই। বাস্তবতা হলো, বিশালগড় হাসপাতালের সামনে পার্কিং এর জায়গা খুব কম থাকে এবং এর ফলে মাঝেমধ্যেই ওপিডি বা জরুরি বিভাগের সামনে জনসাধারণের যানবাহন পার্কিং করা হলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। যার ফলে অ্যাম্বুলেন্স চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয় এবং নিরাপত্তা কর্মীদের সাথে রোগীর পরিজনদের বাকবিতন্ডা হয়। এছাড়াও হাসপাতালে দুটি অ্যাম্বুলেন্স, একটি বিটিসি ভ্যান, একটি ১০২ অ্যাম্বুলেন্স এবং একটি প্রোগ্রাম গাড়ি পার্ক করতে হয়। তাই আরও বেশি জায়গা এবং এই যানবাহন পার্কিং এবং চলাচলের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রয়োজন।

একই সাথে কর্তব্যরত কর্মীদের যানবাহনেরও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যেহেতু একই সাথে হাসপাতালে নতুন বিল্ডিং নির্মাণ কাজ চলছে খানিকটা অসুবিধা হচ্ছে। যথাযথ পার্কিং নিশ্চিত করতে গত মাসে হাসপাতাল কর্মীদের মাসিক সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে রোগীদের চলাচলে বাধা না দিয়ে বাকি জায়গাগুলিতে সমস্ত অ্যাম্বুলেন্স জরুরি অবস্থা এবং কর্মীদের গাড়ি, দুই চাকার গাড়ি ইত্যাদির সামনে রাখা হবে। হাসপাতাল কতৃপক্ষের অনুরোধে পূর্ত দপ্তর ইতিমধ্যেই হাসপাতালের সীমানা প্রাচীরের ঠিক বাইরে একটি নির্দিষ্ট পাবলিক পার্কিং তৈরি করেছে।

হাসপাতালে ১২ জন ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মী রয়েছে এবং এক শিফটে সর্বোচ্চ চারজন নিযুক্ত করা যেতে পারে, যারা আইপিডি, ওপিডি,জরুরি বিভাগে এবং জরুরি যানবাহন চলাচলের সামনের গেইটে নিযুক্ত থাকে। অন্য গেটটি অর্ধেক খোলা রাখা হয়েছে যাতে রোগীরা সহজেই চলাচল করতে পারে। সমস্ত ওপিডি দিনে এই গেইটটি খোলা রাখা হয় এবং কখনও বন্ধ করা হয় না। কয়েকজন ঔযুধ বিক্রেতা এবং ল্যাবরেটরি মালিক যারা ওপিডি থেকে বেরিয়ে আসার সময় রোগীদের ডাকতে মধ্যস্থতাকারী পাঠাতেন, তারা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং সরকারকে কালিমালিপ্ত করার জন্য এই অপপ্রচার চালাচ্ছে। হাসপাতালের ডাক্তারদের বিরুদ্ধে কমিশন বাণিজ্য ইত্যাদির মতো অপপ্রচার সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে দাবি কতৃপক্ষের।

শহীদ তপন চক্রবর্তীর ২৫ তম শহীদান দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ আগস্ট: শহীদ তপন চক্রবর্তীর ২৫তম শহীদান দিবসকে সামনে রেখে তেলিয়ামুড়ায় ডি ওয়াই এফ আই এর উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় সোমবার।

আগামী ৩১ আগস্ট ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের প্রাক্তন রাজ্য সহ-সভাপতি শহীদ তপন চক্রবর্তীর ২৫তম শহীদান দিবসকে সামনে রেখে তেলিয়ামুড়া গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এর উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় সোমবার।

এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক সুভাষ নাথ, ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক অভিজিৎ দেব, সিপিআইএম নেতা সুবীর সেন সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এদিনের এই রক্তদান শিবিরে সকলের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

রেগা প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রমিকদের কাজের দাবী সহ মোট চার দফা দাবিতে জেলাশাসকের নিকট ডেপুটেশন দিল সিপিআইএম কৈলাসহর বিভাগীয় কমিটি

কৈলাসহর, ২৫ আগস্ট: রেগা প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রমিকদের কাজের দাবী সহ মোট চার দফা দাবিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কৈলাসহর বিভাগীয় কমিটির পক্ষ থেকে ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ডক্টর তমাল মজুমদারের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেছে।

সোমবার দুপুরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কৈলাসহর বিভাগীয় কমিটির পাঁচজনের এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে। ডেপুটেশনের নেতৃত্বে ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য সায়েদ আলী বাদশা, নারী নেত্রী হাসনা বেগম, দলের কৈলাসহর বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক এস এম আলী, পার্টি নেতা সোনাই মিয়া, আবুল হোসেন।

ডেপুটেশন প্রদান শেষে দলের রাজ্য কমিটির সদস্য সায়েদ আলী বাদশা জানান যে, আসন্ন দুর্গাপুজা উপলক্ষে কৈলাসহরের গৌরনগর এবং চন্ডীপুর ব্লকের অধীনস প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে রেগা প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রমিকদের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া দুর্গাপুজা উপলক্ষে প্রত্যেক রেগা শ্রমিকদের নূন্যতম পনেরো দিনের কাজ বরাদ্দ করতে হবে। কৈলাসহরের লক্ষীছড়া ব্রীজ থেকে শহরের শ্মশানঘাট অব্দি ছড়ার দুইপাশের বাঁধের উপর কয়েক মাস পূর্বে বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য মাটি ভরাট করা হয়েছিলো কিন্তু অতি বৃষ্টির ফলে বিভিন্ন জায়গায় বাঁধের উপর রাস্তার অবস্থা বেহাল হয়ে গেছে। তাই অবিলম্বে বাঁধ সংস্কার করে ইট সলিং করে চলাচলের স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। কৈলাসহর-ধর্মনগরের রাস্তায় অতিরিক্ত যানজট এবং দুর্ঘটনা নিরসনে কৈলাসহরের ভগবান নগর এলাকায় অবস্থিত ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের সম্মুখে এবং চিরাকুটি ট্রাই জংশন এলাকায় স্থায়ী ট্রাফিক পয়েন্ট স্থাপন করে ট্রাফিক নিয়োগ করতে হবে।

এছাড়াও কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অধীনস টিলাবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের ছয় নং ওয়ার্ডের সফরিকান্দি গ্রামের আফরুজ আলীর বাড়ি হইতে কালেরকান্দি গ্রামের আব্দুল মতলিবের বাড়ি অব্দি দীর্ঘদিন ধরে ময়লা আবর্জনা ও জঙ্গল জমে যাওয়ায় প্রায় এক হাজার একক জমিতে বৃষ্টির জল জমে থাকায় স্থানীয় কৃষকরা জমিতে কৃষি কাজ করতে পারছে না। অবিলম্বে কৃষকদের স্বার্থে ময়লা আবর্জনা ও জঙ্গল পরিস্কার করে জমিকে কৃষিযোগ্য করে তোলতে হবে। মূলত এই চার দফা দাবিতেই ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। জেলাশাসক ডক্টর তমাল মজুমদার দাবীগুলোর প্রতি সহমত পোষণ করেছেন। দাবীগুলো বাস্তবায়নের জন্য খুব শীঘ্রই উদ্যোগ গ্রহন না করা হলে দলের পক্ষ থেকে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে বলে জানান সায়েদ আলী বাদশা।

শ্রমিকদের ই-শ্রম পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করতে বিশেষ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় কর্মরত সব গিগ ওয়ার্কার এবং অসংগঠিত শ্রমিক সহ প্ল্যাটফর্ম ওয়ার্কার্সদের জানানো হয়েছে ভারত সরকারের শ্রম মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুসারে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় নিম্নে উল্লেখিত স্থানে ২৫ আগস্ট, ২০২৫ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ই-শ্রম পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করার জন্য বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

শিবিরে গিগ ওয়ার্কার এবং অসংগঠিত শ্রমিক সহ প্ল্যাটফর্ম ওয়ার্কার্সদের আধার কার্ড, ব্যাঙ্কের পাস বই, আধার সংযুক্ত মোবাইল সহ উপস্থিত থাকার জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসকের অফিস থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

শিবিরের তারিখ এবং স্থান নিম্নরূপ- ২৫-০৮-২০২৫ রোল হাট রেস্টুরেন্ট, রামনগর ৫ ও ৬ নং রাস্তার মাঝামাঝি, ২৬-০৮-২০২৫ শেরওয়ালি রেস্টুরেন্ট, এলএনবাড়ি রোড, ২৭-০৮-২০২৫ মিঠাই সুইটস সপ, সেন্ট্রাল রোড, ২৮-০৮-২০২৫ দেবী ফাস্টফুড, সিটি সেন্টারের বিপরীতে, ২৯-০৮-২০২৫ চটপটা রেস্টুরেন্ট, সেন্ট্রাল রোড, ৩০-০৮-২০২৫ ডমিনোজ রেস্টুরেন্ট, গুর্খাবস্তি, ১-০৯-২০২৫ কেএফসি রেস্টুরেন্ট, রবীন্দ্রভবনের বিপরীতে শিবির অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখিত স্থানগুলিতে শিবির হবে বিকাল ৩টা থেকে ৬টা পর্যন্ত। ২-০৯-২০২৫ থেকে ৪-০৯-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত পশ্চিম জেলা শ্রম কার্যালয়, অফিস লেন আগরতলায় সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত শিবির অনুষ্ঠিত হবে।

প্রশাসনিক রদবদল : বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্র বাধ্যতামূলকভাবে পদায়নের অপেক্ষায়, পরিকল্পনা দফতরের দায়িত্ব এল.টি. ডারলং-এর হাতে

আগরতলা, ২৫ আগস্ট : ত্রিপুরা সরকারের পরিকল্পনা (পরিসংখ্যান) দফতরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্র, আইএএস-কে তাৎক্ষণিক বাধ্যতামূলকভাবে পদায়নের অপেক্ষায় (কম্পালসারি ওয়েটিং ফর পোস্টিং) রাখা হয়েছে। ত্রিপুরা সরকার সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জনস্বার্থে ত্রিপুরার রাজ্যপাল নির্দেশ দিয়েছেন, ত্রিপুরা সরকারের পরিকল্পনা (পরিসংখ্যান) দফতরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রকে অবিলম্বে ও পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে পদায়নের অপেক্ষায় রাখা হল।

এই নির্দেশ কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরিকল্পনা (পরিসংখ্যান) দফতরের অতিরিক্ত দায়িত্ব বর্তমান সচিব এল.টি. ডারলং-এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তিনি বর্তমানে পরিকল্পনা ও সমন্বয় (প্ল্যানিং অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন) সহ আরও অন্যান্য বিভাগের সচিব পদে দায়িত্ব পালন করছেন। সরকারি আদেশ অনুযায়ী, অভিষেক চন্দ্রের বেতন ও ভাতা তার বাধ্যতামূলক অপেক্ষার সময়ে বা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সাধারণ প্রশাসন (সচিবালয় প্রশাসন) বিভাগ থেকে প্রদান ও বিতরণ করা হবে।

এই হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশাসনিক মহলে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। তবে সরকারিভাবে এই রদবদলের কোনও নির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করা হয়নি। সূত্রের খবর, এটি একটি নিয়মিত প্রশাসনিক পদক্ষেপ হলেও, এর পেছনে কিছু নীতিগত বা কার্যকরী অসন্তোষ থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বর্তমানে অভিষেক চন্দ্র আইএএস ত্রিপুরা ক্যাডারের একজন গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী হিসেবে বিবেচিত। তার হঠাৎ "বাধ্যতামূলক অপেক্ষায়" যাওয়াকে প্রশাসনের ভেতরে এক তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

কৈলাসহরে পানিচৌকি বাজারের গণেশ পূজা কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৫ আগস্ট: কৈলাসহরের ঐতিহ্যবাহী গণেশ পূজা উপলক্ষে পানিচৌকি বাজারের গণেশ পূজা কমিটির উদ্যোগে আজ কৈলাসহর বাজার মন্ডপে আয়োজন করা হয় এক রক্তদান শিবির। পূজা কমিটির পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই সমাজসেবামূলক একাধিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে আজকের এই উদ্যোগ স্থানীয় মহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূজা কমিটির কোষাধ্যক্ষ আশীষ বিশ্বাস, বরিষ্ঠ সদস্য মন্টু রায়, ইন্দ্রজীত পাল সহ অন্যান্যরা।এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে পূজা কমিটির সদস্য ইন্দ্রজীত পাল বলেন,"আমাদের পূজা কমিটি শুধু পূজা আয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাকেও সমান গুরুত্ব দেয়। রক্তদান এক মহৎ কাজ, এর মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব। আমরা চাই এই ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষকে আরও বেশি করে সমাজসেবায় উদ্বুদ্ধ করতে।"

আগরতলা শহরে অটোচালক সংক্রান্ত নানান সমস্যার সমাধান চেয়ে পরিবহন দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন ত্রিপুরা অটোরিক্সা ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির

আগরতলা, ২৫শে আগস্ট: ত্রিপুরা অটোরিক্সা ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে আজ পরিবহন দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তার নিকট প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।

মূলত আগরতলা শহরে অটোচালক সংক্রান্ত নানান সমস্যার সমাধান চেয়ে আজ স্মারকলিপি জমা দিয়েছে ত্রিপুরা অটোরিকশা ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন।

এদিনের ডেপুটেশন সম্পর্কে বাম নেতা অমল চক্রবর্তী বলেন, সম্প্রতি আগরতলা শহরে যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে কিছু কড়া নিয়মাবলী চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে অটোচালক সমাজের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। অটোরিকশা ইউনিয়নের দাবি, সাধারণ যাত্রী ও চালকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে যুক্তিসঙ্গত সমাধান খুঁজে বের করা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, এভাবে হঠাৎ নিয়ম আরোপের কারণে অটোচালকদের আয়ের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে, যা আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি মানসিক চাপও সৃষ্টি করছে। তাদের দাবি, প্রশাসন যেন ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার স্থায়ী সমাধান বের করে। অটো চালক ইউনিয়নগুলির সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি করা হয়। একপাক্ষিক এধরনের নির্দেশিকা অটো চালকেরা মানতে নারাজ। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দাবিগুলি দ্রুত মেনে না নিলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামছে শ্রমিকরা।

ব্রিচ প্রেজেন্টেশনে স্বাভাবিক প্রসব সফল করে ইতিহাস গড়লেন মতাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক ও তাঁর দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,২৫ আগস্ট: সাহসিকতার প্রতীক: ব্রিচ প্রেজেন্টেশনে স্বাভাবিক প্রসব সফল করে ইতিহাস গড়লেন মতাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক ও তাঁর দল। সোমবার দক্ষিণ ত্রিপুরার মতাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রচিত হলো এক অনন্য অধ্যায়সাহসিকতা, দক্ষতা ও মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।শক্তি দেবী ত্রিপুরা(২৬), রাজীবন পাড়ার বাসিন্দা, প্রসব যন্ত্রণা ও রক্তক্ষরণ নিয়ে সকাল ৫টায় স্বামী আকাশ ত্রিপুরার সঙ্গে অবমালা ত্রিপুরা মতাই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পৌঁছান। প্রথমে সোনোগ্রাফি রিপোর্টে শিশুর অবস্থান স্বাভাবিক মনে হলেও, হঠাৎ দেখা যায় একটি পা বেরিয়ে এসেছেএকটি জটিল ও বিপজ্জনক ব্রিচ প্রেজেন্টেশন, যেখানে শিশুর মাথা উপরে এবং পা নিচে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে সাধারণত রোগীকে দ্রুত উচ্চতর চিকিৎসা কেন্দ্রে রেফার করা হয়। কিন্তু পরিবার জানায়, তাদের পক্ষে তৎক্ষণাৎ অন্যত্র যাওয়া সম্ভব নয়। সময় ছিল সীমিত, পরিকাঠামো ছিল খুব সীমাবদ্ধ।এই সংকটময় মুহূর্তে দায়িত্ব গ্রহণ করেন মেডিকেল অফিসার ইন-চার্জ ডাক্তার পাইপ্রু মগ, সহকারী ডাক্তার সুব্রজিত ভট্টাচার্য্য এবং নার্সিং অফিসার শ্রীমতি পঞ্চদেবী জামাতিয়া। তাঁদের অভিজ্ঞতা, ধৈর্য্য ও মানবিকতার সম্মিলনে শুরু হয় এক সাহসিক অভিযান।দীর্ঘ দুই ঘণ্টার নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার পর সকাল ৭টা ৪০ মিনিটে জন্ম নেয় একটি সুস্থ পুত্রসন্তান, যার ওজন ২.৬ কেজি। মা ও নবজাতক দুজনেই বর্তমানে সুস্থ আছেন। এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত পুরো মতাই অঞ্চল। এটি শুধু একটি সফল প্রসব নয়এটি এক অদম্য মনোবল, দলগত সমন্বয় এবং সীমিত সম্পদের মধ্যেও অসম্ভবকে সম্ভব করার এক অনন্য নজির।

বিশালগড়ে পদ্মপুরাণ পুঁথি পাঠ প্রতিযোগিতায় ব্যাপক সাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,২৫ আগষ্ট: সোমবার দুপুরে বিশালগড়ের একটি বেসরকারি প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত পদ্মপুরাণ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পদ্মপুরাণ গবেষক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড: হরেকৃষ্ণ আচার্জী, বিশালগড় পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন অতসী দাস, ব্লকের শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি তপন দাস, মহকুমা শাসক রাকেশ চক্রবর্তী।অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম পদ্মপুরান বাংলার লোক সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই সংস্কৃতির প্রসারে বিশালগড়ের ব্যতিক্রমী সংস্থা ত্রয়ীর ব্যবস্থাপনায় নয় এক দিবসীয় পদ্মপুরাণ পুঁথি পাঠ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।উক্ত অনুষ্ঠানে

সভাপতিত্ব করেন সংস্থার পক্ষে প্রসেনজিৎ রায়। সংস্থার অন্যতম সদস্য গৌতম ঘোষ স্বাগত ভাষণে এই সংগঠনের উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচি গুলি আলোচনা করেন। পদ্মপুরাণ গবেষক ড: হরেকৃষ্ণ আচার্য্যীকে সংস্থার পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন রাজ্যের বিশিষ্ট লোক সঙ্গীত শিল্পী নিরঞ্জন অধিকারী এবং মৌটুসী দাস। তাদের হাতে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন সংস্থার পক্ষে প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী। প্রতিযোগিতায় আটটি দল অংশগ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে যথাক্রমে মধ্য লক্ষীবিলের স্মৃতি মামনি গ্রুপ, গোকুলনগর এর রামঠাকুর সম্প্রদায়, রাউৎখলার বিষহরি সম্প্রদায়। বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন পদ্মপুরাণ লোকসংস্কৃতির অনন্য ধারক এবং বাহক। এই সংস্কৃতিকে নব প্রজন্মের কাছে আরো বেশি বিকশিত করার এই প্রয়াস প্রশংসনীয়। গবেষক ডঃ হরেকৃষ্ণ আচার্জী পদ্মপুরাণের নানান বিষয় তুলে ধরেন। এতে সমৃদ্ধ হয়েছেন উপস্থিত শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সকলেই। শেষে সবগুলি দলের সম্মিলিত মিলন গীতির মধ্য দিয়ে এক আনন্দঘন পরিবেশে মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসম্পতি ঘটে।

ক্ষমতায় টিকে থাকতে

● প্রথম পাতার পর

বক্তারা একযোগে জানান, বিজেপির অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড এবং জনগণের অধিকার হরণের বিরুদ্ধে আগামী দিনে আরও জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলবে বামফ্রন্ট।

ভারত এখন বিশ্বের মধ্যে

● প্রথম পাতার পর

আমাদের স্যাটেলাইট টেকনোলজি কতটা উন্নত এবং আধুনিক তার প্রমাণ অপারেশন সিঁদুর। সেটেলাইট টেকনোলজি সংযোগে যেভাবে মিসাইল টেকনোলজিকে যুক্ত করে ভারত পাকিস্তানকে সমস্ত রকমের আস্তানাবোধ করেছে , তার সাক্ষী থেকেছে গোটা বিশ্ব। দ্রুত প্রগতিশীল ভারতের এই টেকনোলজি বিশ্বের মধ্যে শীর্ষ স্থানাধিকারী তা এখন বিশ্ব দরবারে প্রমাণিত। এরপরই পাকিস্তান ভারতের সামনে মাথা নত করে করতে বাধ্য হয়েছে।তিনি বলেন, আগে মুম্বাই হামলা, কাশ্মীর বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তান ভারতের নিরীহ নির্দোষ নাগরিকদের উপর আক্রমণ করত। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি প্রমাণ করে দিয়েছেন আমাদের দেশের নাগরিকদের যদি লক্ষ্য বস্তু করা হয় তাহলে পাকিস্তানে ঢুকে মারা হবে, যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অপারেশন সিঁদুর।

বিপ্লব কুমার দেব বলেন, তরুণ প্রজন্ম এখন সবকিছু জানে সবকিছু বুঝতে পারে। এগুলো সম্পর্কে তাদেরকে বেশী করে সচেতন করা আবশ্যক। তারাই আগামীর ভবিষ্যৎ। আমরা যেমন বীজ বপন করি তার ফলও তেমনি হয়। তাই আমাদের সকলের উচিত শিশুদের, ছাত্র-ছাত্রীদের এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আরো বেশি করে সচেতন এবং অবহিত করা। তিনি বলেন, যার মধ্যে কিছু করার আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ়তা থাকে, সে পারিপার্শ্বিক পরিকাঠামো ছাড়াও আত্মবিশ্বাস ও ইচ্ছা-শক্তির বলে তা করে দেখাতে পারে। প্রসঙ্গে টেনে তিনি হিন্দি চলচ্চিত্র লাগানের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। নিষ্ঠার সাথে করা যে কোন কাজে সফলতা অনিবার্য্য। অন্যকে খুশি বা সন্তুষ্ট করার জন্য কিছু করার চাইতে মনের মতো করে এবং লক্ষ্যে অবিচল থাকলে সাফল্য আসবেই।

তিনি বলেন ৩৫ বছর পর নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষানীতি সংশোধনীতে কর্মমুখী শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। তাতে স্পষ্টভাবে প্রাধান্য প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে শিক্ষার সাথে কিভাবে রোজগার উপযোগী করে নিজেকে তৈরি করা যায়। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন টাকারজলা কেন্দ্রের বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই , মহকুমা শাসক, বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল, ছাত্রছাত্রী সহ অন্যান্যরা।

পূজার আগে গ্রামীণ মানুষের হাতে আয়—রোজগারের সুযোগ পৌঁছে দিতে সরকারিভাবে রেগার কাজ দ্রুত শুরু করার আশ্বাস মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ আগস্ট: দুর্গাপূজা বাংলার সর্বজনীন উৎসব। ধনী—গরিব নির্বিশেষে সবার মিলনমেলায় সফল হয় এই উৎসব। তবে উৎসবের আনন্দের আড়ালেই লুকিয়ে থাকে আর্থিক টানাপোড়েনের কাহিনি। পাহাড়ি জনজাতি অধ্যুষিত দুর্গম ৪৩ মাইল এলাকার বহু পরিবারই এখনও প্রতিদিন অন্ন—বস্ত্র—বাসস্থানের জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। জুম চাষ ও বনের লতা-পাতা বিক্রি করেই চলে সংসারের হাল। ফলে পূজার সময় সন্তানদের নতুন পোশাক কিনে দেওয়া নিয়েও অনিশ্চয়তা ঘিরে থাকে বহু অভিভাবকের মুখে।

এই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই এলাকাবাসীর সঙ্গে এক বৈঠকে বসেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। উনার সাথে ছিলেন কৃষ্ণপুর মন্ডল এর সহ-সভাপতি গোপাল দাস সহ জনজাতি নেতৃত্বরা।বৈঠকে তিনি পূজার আগে গ্রামীণ মানুষের হাতে আয়—রোজগারের সুযোগ পৌঁছে দিতে সরকারিভাবে রেগার কাজ দ্রুত শুরু করার আশ্বাস দেন। এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে বৈঠকে অভিযোগ ওঠে, অনেক পরিবারেরই রেগার কার্ড নেই। আবার যাদের রয়েছে, তারা অনেক সময় পর্যাপ্ত কাগজপত্রের অভাবে ভোগান্তির শিকার হন। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এই সমস্যা স্বীকার করে জানান, যাদের রেগার কার্ড নেই বা নথিপত্রের অভাব রয়েছে, তাদের জন্য মহকুমা শাসক, জেলা শাসক ও ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।তিনি আরও বলেন, "আগে দেখা যেত মানুষ রেগার কাজ করেও সময়মতো মজুরি পেতেন না। এবার যাতে সেই অসুবিধার সম্মুখীন না হতে হয়, তাই আগে থেকেই এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে প্রশাসনিক প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।"ফলে দুর্গাপূজার আগে ৪৩ মাইল এলাকার মানুষের কাছে এই বৈঠক নতুন আশার আলো জাগিয়েছে।

প্রকাশ্যে দুষ্কৃতী দ্বারা

● প্রথম পাতার পর

বিশালগড় থানায় ছুটে গিয়ে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান মহকুমা পুলিশ আধিকারিকও। গোটা বিশালগড় মহকুমাজুড়ে এই ঘটনার জেরে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে বিজেপির নেতৃত্বরা স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, আগামীকাল দুপুর ১২টার মধ্যে দোষীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। অন্যথায় তাঁরা বিশালগড় থানার সামনে ধর্ণায় বসবেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, প্রকাশ্য রাস্তায় এক জন সজ্জন শিক্ষকের উপর এই ধরণের হামলা আইনশৃঙ্খলার জন্য ভয়াবহ সংকেত। পুলিশ প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে আন্দোলন আরও তীব্র হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এলাকার মানুষ।

পূজার বাজারে শহরে

● প্রথম পাতার পর

আমরা জনগণকে সতর্ক করে আসছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা মানছেন না। আজকের অভিযান ছিল মূলত শহরকে যানজট মুক্ত করা এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে।তিনি আরও বলেন, "দুর্গাপূজার সময় শহরে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। সেই সময় যাতে জরুরি পরিষেবাগুলিও স্বাভাবিকভাবে চলতে পারে, তাই এখন থেকেই আমরা শহর পরিস্কার ও যানজট মুক্ত রাখার চেষ্টা করছি।

অতিসত্বর ফলাফল প্রকাশ

● প্রথম পাতার পর

এমনকি নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর কোনও ইঙ্গিতও মেলেনি।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া এক চাকরি প্রার্থী জানান, আমরা ২০২২ সাল থেকে অপেক্ষা করে আছি। প্রতিবার সরকার শুধু আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কিছু হয়নি। আমাদের মধ্যে অনেকে বয়সের সীমায় পৌঁছে যাচ্ছেন। ফলাফল না এলে নিয়োগে অংশগ্রহণ করাও সম্ভব হবে না।

এদিন করজোড়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করে বিক্ষোভকারীরা জানান, দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী সহ একাধিক প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দফতরে তাঁদের দাবি জানিয়েও কোনও সদুত্তর পাননি। তাই বাধ্য হয়েই আজ টিআরবিটি অফিসের সামনে এসে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে অতিসত্বর ফলাফল প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীদের একটি বড় অংশের অভিযোগ, দীর্ঘসূত্রিতার কারণে তাঁদের অনেকেরই বয়স শীঘ্রই সরকারি চাকরির ঊর্ধসীমা অতিক্রম করে যাবে। তখন আর এই নিয়োগে অংশ নেওয়ার সুযোগ থাকবে না। তাই তাঁদের দাবি, সময়ক্ষেপণ না করে অবিলম্বে ফলাফল প্রকাশ করে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক সরকার যদি দ্রুত কোনও পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।

বকেয়া মজুরির দাবিতে

● প্রথম পাতার পর

টাকা ব্যয় করে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। তবে গরিব সিকিউরিটি গার্ডদের বেতন দিতে পারছে না কেন ক্রিকেট সংস্থা, বলে জনমনে প্রশ্ন উঠেছে।

বিরোধীদের জন্যই সংসদে উন্নয়নের

● প্রথম পাতার পর

বিল নিয়ে সোমবার বিকেলে প্রদেশ কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে লোকসভা ও রাজ্যসভায় বিরোধীদের কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য্য। সাংবাদিক সম্মেলনে উনার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রদেশ কমিটির সম্পাদক এমডিসি নন্দ ভৌমিকা রিয়াং, প্রদেশ মিডিয়া কনভেনার সুনিত সরকার।

সাংবাদিক সম্মেলন থেকে সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য বলেন রাজ্যসভায় শূন্য কালীন সময়ে রাজ্যের জনজাতিদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি জন্য মার্কেট তৈরি এবং রাজ্যের স্বাস্থ্য সহ বেশ কয়েকটি বিল উত্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিরোধীদের হৈ হট্টগোলের কারণে বিলটি পেশ করা যায়নি। বিরোধীরা রাজ্যের এবং দেশের মানুষের উন্নয়ন বিরোধী। লোকসভায় মোট কাজের ১২০ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র ৩৭ ঘন্টা কাজ হয়েছে।আর রাজ্যসভায় হয়েছে মাত্র ৪১ ঘন্টা। তাদের সহযোগিতা ছাড়াই পার্লামেন্টের সামার অধিবেশন সমাপ্ত হয়েছে। তারা শুধু এস আই আর নিয়ে চর্চার দাবি তোলেন। অথচ এস আই আর একটি নির্বাচন কমিশনারের বিষয়। নির্বাচন কমিশন স্বয়ং শাসিত। অথচ তা নিয়েই লোকসভা ও রাজ্যসভার মতো গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলো নষ্ট করেছেন। তাছাড়া এদিন অনলাইন গেইম বন্ধের বিল সহ একাধিক বিল নিয়ে চর্চা করেন সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য্য।

এডিসির ভিলেজ

● প্রথম পাতার পর

বিলম্ব নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন। তাঁর দাবি, গ্রাম কমিটিগুলোর মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও নির্বাচন না হওয়ায় ত্রিপুরার জনজাতি জনগণ প্রশাসনিকভাবে উপেক্ষিত হয়ে পড়েছেন এবং তাঁদের মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, প্রদ্যোতের এই অবস্থান শুধু একটি রাজনৈতিক বক্তব্য নয়, বরং জনজাতি জনগণের স্বার্থে একটি দৃঢ় বার্তা। রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে, কেন এখনো নির্বাচন সম্পন্ন করা যায়নি এবং কেন সংবিধান স্বীকৃত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থমকে রয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য সরকারকে তাদের বক্তব্য জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এই সময়সীমার মধ্যে বিষয়টির যথাযথ সমাধান না হলে আদালত কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

স্কুল স্পোর্টসের অ্যাথলেটিক্স মিট আজ থেকে পানিসাগরে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। স্টেট লেভেল স্কুল স্পোর্টস প্রতিযোগিতা ২০২৫-২৬ পার্ট থ্রি আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে। এই আসরে অনূর্ধ ১৪, অনূর্ধ ১৭ ও অনূর্ধ ১৯ বছর বিভাগের বালক বালিকাদের অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এবার এই আসর বসছে উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানি সাগরে, রিজিওনাল কলেজ অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন স্টেডিয়ামে। আগামীকাল (মঙ্গলবার) বিকেল পৌনে চারটায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। সূচনা করবেন উদ্বোধক তথা রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও সম্মানীয় বিশেষ অতিথি হিসেবে রাজ্য বিধানসভার সদস্য বিনয় ভূষণ দাস, পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন সঞ্জয় দাস, নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপারসন শ্রীমতি অনুরাধা দাস, সমাজসেবক কাজল দাস, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এন্ড কালেক্টর শ্রীমতি চান্দনী চন্দ্রন, উত্তর ত্রিপুরা জেলার এসপি অভিনাশ রাই, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল ডার্লং প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীমতি অপর্ণা নাথ। উত্তর ত্রিপুরা জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া অফিসের সহ অধিকর্তা বিভাবসু গোস্বামী সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

গঙ্গাবক্ষে দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতার জন্য রাজ্য দলের প্রস্তুতি জোর কদমে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরার দূরপাল্লার সাঁতারুরা এখন পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে। আগামী ৩১ আগস্ট মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে গঙ্গা বক্ষে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বিশ্বের দীর্ঘতম ৭৯ তম দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতা। সেখানে ৮১ কিলোমিটার এবং ১৯ কিলোমিটার দূরত্বের দুটি দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ত্রিপুরার দূরপাল্লার সাতারুরা সেখানে ১৯ কিলোমিটার দূরত্বের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এই দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতায় দেশ-বিদেশের প্রচুর সাঁতারুরা অংশগ্রহণ করবেন। আজ, সোমবার থেকে রাজ্য দলের সাঁতারুরা সেখানে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং অনুশীলন করছেন। রাজ্য দল বিশেষ করে ছেলেদের বিভাগের সানমুন ত্রিপুরা, জাহির হোসেন ও রিয়াজ ত্রিপুরা; মেয়েদের বিভাগে বিউটি সূত্রধর ও রিয়া দেবনাথ গত শনিবার রেলপথে আগরতলা থেকে রওয়ানা হয়ে যথাসময়ে মুর্শিদাবাদে পৌঁছেছেন। উল্লেখ্য, গত বছর ১৯ কিলোমিটার সাঁতার প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরার নয়ন দে তৃতীয় স্থান অর্জন করে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিলেন। এবারও রাজ্য দলের সাঁতারুরা আশাপ্রদ সাফল্য পাবে বলে রাজ্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর থেকে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, রাজ্য দলের সঙ্গে পাঁচ জন অফিসিয়ালও সেখানে পৌঁছেছেন।

এশিয়া কাপের আগেই কি নতুন স্পনসর পাবে ভারতীয় ক্রিকেট!

নয়াদিল্লি।। এশিয়া কাপের আগেই কি নতুন প্রধান স্পনসর পেয়ে যাবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড? কয়েক দিন আগে নতুন 'অনলাইন গেমিং বিল' পাশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তার ফলে অনলাইনে টাকার বিনিময়ে খেলা হয় এমন সব ধরনের অ্যাপকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ভারতের প্রধান স্পনসর 'ড্রিম ১১'-ও এই ধরনেরই এক অ্যাপ। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান স্পনসর হিসাবে আর থাকতে চাইছে না 'ড্রিম ১১'। এই পরিস্থিতিতে দুই সংস্থা আগ্রহ দেখিয়েছে। বোর্ডের সঙ্গে আলোচনাও করেছে তারা।'এনডিটিভি' জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই টয়োটা মোটর কর্পোরেশন ও ফিনটেক স্টার্ট আপ সংস্থা আগ্রহ দেখিয়েছে। তারা বোর্ডের সঙ্গে কথাও বলেছে। কিন্তু এখনও দরপত্র হাঁকেনি বোর্ড। এশিয়া কাপের আগে সেই সম্ভাবনা কম হলেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ, কোনও স্পনসর না থাকলে ভারতীয় দলের জার্সিতে কারও নাম থাকবে না। সেটা ভারতীয় ক্রিকেটের পক্ষে ভাল বিজ্ঞাপন নয়। তাই এশিয়া কাপের আগেও চুক্তি হয়ে যেতে পারে।জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই 'ড্রিম ১১' এর নাম লেখা জার্সি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু 'ড্রিম ১১' সরে যাওয়ার কথা বলায় সেই জার্সি পরে যে দল খেলবে না তা নিশ্চিত। অর্থাৎ, নতুন জার্সি তৈরি করতে হবে। সেখানে কোনও স্পনসরের নাম থাকবে কি না, সে দিকেই নজর সকলের।ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বা 'ড্রিম ১১' সরকারি ভাবে এই বিষয়ে কিছু না বললেও জানা গিয়েছে, 'ড্রিম ১১' ইতিমধ্যেই বোর্ডকে নিজেদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে। 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' এক রিপোর্টে এ কথা জানিয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক আধিকারিক তাদের বলেছেন, "ড্রিম ১১-এর প্রতিনিধিরা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের অফিসে এসেছিলেন। বোর্ডের সিইও হেমঙ্গ আমিনের সঙ্গে তাঁরা দেখা করে জানিয়েছেন, স্পনসর হিসাবে আর থাকতে পারবে ড্রিম ১১। ফলে এশিয়া কাপে দলের কোনও প্রধান স্পনসর থাকবে না। খুব তাড়াতাড়ি বোর্ড নতুন স্পনসরের জন্য দরপত্র হাঁকবে।"বোর্ডের আরও এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মাঝপথে চুক্তি ভাঙায় 'ড্রিম ১১'-কে কোনও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কারণ, বোর্ডের সঙ্গে যখন তাদের চুক্তি হয়েছিল, তখন সেখানে লেখা ছিল, যদি সরকারের কোনও নীতির কারণে তাদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা হলে তারা চুক্তি থেকে সরে দাঁড়াতে পারে। সে ক্ষেত্রে কোনও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। সেই চুক্তি 'ড্রিম ১১'-এর কাজে লাগবে।২০২৩ সালের জুলাই মাস থেকে ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান স্পনসর 'ড্রিম ১১'। তিন বছরের চুক্তি রয়েছে তাদের। অর্থাৎ, ২০২৬ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত ভারতের প্রধান স্পনসর তারা। বোর্ডের সঙ্গে ৩৫৮ কোটি টাকার চুক্তি হয়েছে। সেই চুক্তি মাঝপথে ভাঙতে চলেছে।এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে সরকারি ভাবে কিছু জানায়নি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। 'ড্রিম ১১'-ও কোনও বিবৃতি দেয়নি। কিন্তু তার মাঝেই সংবাদ সংস্থা এএফপি-কে বোর্ডের সচিব দেবজিৎ শইকীয়া বলেছেন, "যদি অনুমতি না পাই, তা হলে আমরা কিছু করতে পারব না। কেন্দ্রীয় সরকার যা নীতি নেবে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে ক্রিকেট বোর্ড।" অর্থাৎ, এশিয়া কাপে প্রধান স্পনসর থাকবে কি না তা স্পষ্ট করেননি শইকীয়া। পুরোটাই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। তার মাঝেই জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই জোড়া সংস্থা আগ্রহ দেখাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটে।

এমবাপের জোড়া গোল, লা লিগায় সহজ জয় রিয়াল মাদ্রিদের

মাদ্রিদ।। মরসুমের প্রথম ম্যাচে দলের জয়সূচক গোল করেছিলেন। দ্বিতীয় ম্যাচেও গোল করলেন কিলিয়ান এমবাপে। এই ম্যাচে জোড়া গোল করলেন ফরাসি তারকা। তাঁর দাপটে লা লিগায় ফেরা রিয়াল ওভিয়েডোকে ৩-০ গোলে হারাল রিয়াল মাদ্রিদ। মরসুমে প্রথম দু'ম্যাচ জিতল তারা। রিয়ালের হয়ে তৃতীয় গোল ভিনিসিয়াস জুনিয়রের।এই ম্যাচে রিয়ালের প্রথম একাদশে জোড়া বদল করেছিলেন কোচ জাভি আলোন্সো। ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ড ও ভিনিসিয়াসের বদলে চোট সারিয়ে ফেরা রদ্রিগো ও অধিনায়ক ড্যানি কার্ভাহালকে শুরু থেকে খেলান তিনি। ৩৭ মিনিটে রিয়ালকে এগিয়ে দেন এমবাপে। দ্বিতীয়ার্ধে ৮৩ মিনিটের মাথায় ভিনিসিয়াসের পাস থেকে নিজের ও দলের দ্বিতীয় গোল করেন তিনি। ম্যাচের সংযুক্তি সময়ে দলের তৃতীয় গোল করেন ভিনিসিয়াস।গোটা ম্যাচে দাপট দেখিয়েছে রিয়াল। প্রতিপক্ষের গোল লক্ষ্য করে মোট ২৬টা শট মেরেছে তারা। তার মধ্যে ১০টা গোলে ছিল। কিন্তু ওভিয়েডোর গোলরক্ষক বেশ কয়েকটা ভাল সেভ করেন। নইলে ব্যবধান আরও বাড়ত। ৬৫ শতাংশ বলের দখল ছিল রিয়ালের। বোঝা যাচ্ছিল, দু'দলের মানের কতটা ফারাক।এই জয়ের ফলে ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে রিয়াল। প্রথম দুই স্থানে থাকা ভিয়ারিয়াল ও বার্সেলোনার পয়েন্টও ৬। গোলপার্থক্যে শীর্ষে ভিয়ারিয়াল। বার্সা ও রিয়ালের গোলপার্থক্য সমান হলেও বার্সা বেশি গোল করায় উপরে রয়েছে। তবে সবে মরসুম শুরু হয়েছে। এখনও অনেক চড়াই-উতরাই বাকি। অন্য দিকে বহু বছর পর লা লিগায় ওঠা ওভিয়েডো নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচই হেরেছে। শেষ থেকে দু'নম্বরে তারা। এখন থেকেই অবনমন বাঁচানোর লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে তাদের।গত বছর বার্সার কাছে লিগ হারাতে হয়েছিল রিয়ালকে। এ বার কোচ বদল হয়েছে। কার্লো আনচেলোত্তি ব্রাজিলের জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ায় প্রাক্তন ফুটবলার আলোন্সোকে কোচ হিসাবে নিয়ে এসেছে মাদ্রিদের ক্লাব।

৬৩৪ ক্যাচ ১৯৫ স্টাম্পিং!

নয়াদিল্লি।। ভারতীয় দলে খেলার সময় ফিনিশারের পাশাপাশি উইকেটের পিছনেও বড় ভূমিকা ছিল মহেন্দ্র সিংহ ধোনির। বিশেষ করে তাঁর বিদ্যুৎগতিতে স্টাম্পিং নিয়ে এখনও আলোচনা হয়। আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে মোট ৬৩৪ ক্যাচ ধরেছেন ধোনি। ১৯৫ স্টাম্পিংও করেছেন তিনি। অথচ সেই ধোনিই নাকি একটা সময় কিপিং অনুশীলন করতে না। এমনটাই জানিয়েছেন তৎকালীন ফিল্ডিং কোচ আর শ্রীধর।ধোনিকে ক্রিকেটার হিসাবে কাছ থেকে দেখেছেন শ্রীধর। 'ক্রিকেট.কম'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৮-৯ বছর খেলার পর ধোনি আর কিপিং অনুশীলন করত না। তখন ও তিনটে ফরম্যাটেই খেলত। তাই শরীরের উপর ধকল যেত। আঙুলের উপরেও চাপ পড়ত। তাই কিপিং অনুশীলন না করে কিছু ফিল্ডিং ড্রিল করত ধোনি। তাতেই ওর কিপিং অনুশীলন হয়ে যেত।"অবশ্য জাতীয় দলে জায়গা পাওয়ার আগে কিপিং নিয়ে ধোনি অনেক পরিশ্রম করতেন বলে জানিয়েছেন শ্রীধর।

বহি:রাজ্যে আইটিএফ টুর্নামেন্টে সাফল্যের লক্ষ্যে এগুচ্ছে ত্রিপুরার খেলোয়াড়রা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা রাজ্যের টেনিস খেলোয়াড়রা বহিরাজ্যে গিয়ে আই টি এফ খেলায় অংশ গ্রহণ করে সেমিফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। যা সত্যিই প্রশংসনীয়। ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশন আশা করছে এই ভাবেই রাজ্যের টেনিস খেলোয়াড়রা ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করবে। ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায় এক বিবৃতিতে এ কবর জানিয়ে পাশাপাশি রাজ্যের খেলোয়ারদের সাফল্যের প্রত্যাশা করছে। উল্লেখ্য আইটিএফ শিলচর এমটি -১০০ টুর্নামেন্টে দিনের খেলায় ৪৫ ততোর্ধ ক্যাটাগরিতে ত্রিপুরার কৃষ্ণ কুমার দেববর্মা ৬-৩, ৬-৪ সেটে মণিপুরের কবংনগাম্বা একুইজামকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। অপর খেলায় ৪০ ততোর্ধ ক্যাটেগরিতে মুকেশ দেববর্মা মণিপুরের আর আর প্রীতম সিং পুনিয়াকে ১-৬, ৬-২, ১০-৬ সেটে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া ৩৫ ও ততোর্ধ ক্যাটাগুড়িতে বিকি দেববর্মা ৬-৪, ৬-৩ সেটে আসামের অরংনাভ পালকে, অমিত বিয়াং ৬-১, ৪-১ সেটে পশ্চিমবঙ্গের শীর্ষেন্দু ব্যানার্জিকে এবং শুভাশিস দেববর্মা ৬-২, ৬-৩ সেটে ব্যাঙ্গালোরের সম্বিত প্রধানকে পরাজিত করে কোয়াটার ফাইনালে প্রবেশ করেছে।

নিরাপত্তা রক্ষীদের ক্ষোভ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পেশাগত দিক থেকে নিরাপত্তা রক্ষী হতে পারেন, কিন্তু মাসের শেষে অবশ্যই তারা ন্যায্য বেতন পাওয়ার কথা। এদিকে, বেশ ক-জন নিরাপত্তা রক্ষী কর্মীরা টিসিএ অফিসের গেটের সামনে ধরনায় বসেছেন। তাঁদের অভিযোগ, বিগত তিন মাস ধরে ওনারা বেতন পাচ্ছেন না। এই সব কর্মীরা কেউ কেউ এমবিবি স্টেডিয়ামে কর্মরত, তো কেউ কেউ আবার পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে নিরাপত্তা রক্ষী হিসেবে ডিউটি করে চলেছেন। তাঁরা যেই কোম্পানির অধীনে কাজ করছেন, সেই কোম্পানিকে নাকি টি সি এ বিগত কয়েকমাস ধরে পেমেন্ট করছেন না। পেমেন্ট না পেলে এই কোম্পানি কিভাবে বেতন দেবে বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীদের। এই নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়লেন এদিন টি সি এ অফিসের সামনে বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীরা। এ বিষয়ে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে কোথাও কিছু একটা হয়েছে বলে, এই সমস্যাটা এখন বড় আকার ধারণ করেছে। তবে বিষয়টা সমাধানকল্পে এখন তা আলোচনার টেবিলে আসছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

এ ডিভিশন লীগের পয়েন্ট তালিকা

দল ম্যাচ জয় পরা: ড্র প: বি: পয়েন্ট
নাইন বুলেটস: ০৭-০৬-০০-০১-১৯-০৫-১৯
এগিয়ে চল: ০৭-০৬-০০-০১-১৮-০৪-১৯
ব্লাড মাউথ: ০৮-০৪-০২-০২-১৫-১১-১৪
কল্যাণ সমিতি: ০৭-০৪-০২-০১-১৪-০৮-১৩
ফরোয়ার্ড: ০৭-০২-০১-০৪-১৬-০৯-১০
রামকৃষ্ণ: ০৮-০৩-০৫-০০-১৬-২০-০৯
লালবাহাদুর: ০৯-০২-০৪-০৩-১২-২০-০৯
জুয়েলস: ০৬-০২-০২-০২-১৬-১৪-০৮
টাউন ক্লাব: ০৮-০০-০৬-০২-০৫-১৭-০২
ফ্রেন্ডস ইউ: ০৭-০০-০৭-০০-১০-৩৪-০০

এফিডেভিট

আমি রূপ মিঞা, বয়স - ৪৬ বছর, পিতা-মৃত গায়েব আলি, নিবাস-ভাটি অভয়নগর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন - ৭৯৯০০১, ভারতীয় নাগরিক।
আমি রূপ মিয়া। এটা আমার পুরনো নামের বানান। আজ আমি এক নোটারি এফিডেভিট মূলে আমার নামের বানান পরিবর্তন করে **রূপ মিঞা** হয়েছি। তাই আজ থেকে **রূপ মিয়া এবং রূপ মিঞা** একই ব্যক্তি। এটা আমার জ্ঞান সত্য।

Sd/-
Rup Miah

PNIe-T No.:- 16/EE/DD/PWD(R&B)/2025-26
Dated. 18-08-2025.
The Executive Engineer, PWD (R&B) Dharmanagar Division, Dharmanagar (N) Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e- tender for the following works:
Email address: eedmr.rnb@gmail.com
1. DNIT No.: CE(Buildings)/PWD/ACE/Project Unit/DNIT/36/2025-26.
2. DNIT No.: CE(Buildings)/PWD/ACE/Project Unit/DNIT/27/2025-26
Period of downloading of biding documents from 18-08-2028 to 01-09-2025. Deadline for online bidding :- 01-09-2025 up to 3:00 PM.
Date and Time of opening bid :- 01-09-2025 at 4.00 PM.
Place of opening of bids :- Executive Engineer, PWD (R&B), Dharmanagar Division, Dharmanagar,(N) Tripura.
For details please contact to the office of the undersigned.
For details please visit https://tripuratenders.gov.in
For and behalf of the Governor of Tripura.
ICA/C-2002/25 **Executive Engineer PWD (R&B)**
Dharmanagar Division
Dharmanagar,(N) Tripura

PNIe-T-17/EE/RD/BSGD/SPJ/2025-26/ , dt. 22/08/2025
The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites Auction through e-tender from eligible bidders upto 3.00 P.M. on 28/08/2025 for Auction for Dismantling of Existing building at the Fire Station work site (Takarjala) under Jampuijala Sub Division. For details visit website-https://tripuratenders.gov.in and contact at M-8974406541. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
(Er. Samarendra Debbarma)
Executive Engineer
ICA/C-2007/25 **R.D. Bishramganj Division**
Bishramganj, Sepahijala District, Tripura

পুজারার অবসরের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিতর্ক বিদ্রুপ করে সমালোচিত বিদেশের ক্রিকেট বোর্ড

নয়াদিল্লি।। অবসরের পরেও শিরোনামে চেতেশ্বর পুজারা। তাঁর অবসর নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে তাঁকে 'বিদ্রুপ' করল আইসল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। বিতর্ক তৈরি হয়েছে তাদের নিয়ে।বিশ্বক্রিকেটের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মজার পোস্ট করে থাকে আইসল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। এ ক্ষেত্রেও তারা হয়তো সেটাই করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এ বার বিষয়টা অন্য রকম হয়ে যায়। পুজারার অবসরের পর আইসল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড পোস্টে লেখে, "আমরা চেতেশ্বর পুজারার অবসর নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না। কারণ, আমরা ভেবেছিলাম উনি আগেই অবসর নিয়েছেন।" ২০২৩ সালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের পর আর ভারতীয় দলে সুযোগ পাননি পুজারা। সম্প্রতি ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে তাঁকে ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। সেই কারণেই হয়তো এমন কথা লেখে আইসল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড।কিন্তু এই মজা ভাল ভাবে নেননি অনেকেই। কেউ বলছেন, পুজারার মতো ক্রিকেটারকে অসম্মান ও বিদ্রুপ করার যোগ্যতা আইসল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের নেই। কেউ লেখেন, আইসল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড জীবনেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার সুযোগ পাবে না। সেই কারণেই হিংসায় এমন কথা লিখেছে তারা। কেউ আবার লেখেন পুজারার একার যা রান রয়েছে তা আইসল্যান্ডের সকল ক্রিকেটার কেরিয়ারে যত বল খেলেছেন তার থেকেও বেশি। কেউ কেউ তো সরাসরি আইসিসি-কে এই বিষয়ে পদক্ষেপ করারও অনুরোধ করেন। যদিও আইসিসি এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করেনি।রবিবার সমাজমাধ্যমে একটা পোস্টে নিজের অবসরের সিদ্ধান্ত জানান পুজারা। কেন তিনি সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা পরে 'আজ তক'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন তিনি। পুজারা বলেন, "অবসর নেওয়া ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। এটাই সঠিক সময় বলে আমার মনে হয়েছে। বিশেষ করে ঘরোয়া ক্রিকেটে ক্রমশ তরুণ ক্রিকেটারেরা উঠে আসছে। ভেবেছিলাম আর এক মরসুম রঞ্জি খেলব। তার পর ভাবলাম, তরুণদের সুযোগ পাওয়া উচিত। গত কয়েক বছরে কেন ভারতীয় দলে ডাক পাইনি সেটা নিয়ে কথা বলতে রাজি নই।" পুজারার সংযোজন, "ভারতীয় দলে স্মরণীয় সময় কাটিয়েছি। আজ আমি সত্যিই খুশি। এত বছর ধরে ভারতের হয়ে খেলতে পেরেছি। দু'বার বড় চোট পাওয়ার পরেও খেলা চালিয়ে যেতে পেরেছি। কোনও দিন ভাবিনি এমন হবে।"অবসরের সিদ্ধান্ত আচমকা হলেও, পুজারা জানিয়েছেন, এক সপ্তাহ ভেবেছেন। তাঁর কথায়, "আগে খুব একটা এ নিয়ে ভাবিনি। গত এক সপ্তাহ ধরে মনে হয়েছে এটাই সঠিক সময়। তাই আজ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যা আমার এবং পরিবারের কাছে গর্বের।" এ বার হয়তো পাকাপাকি ভাবে ধারাভাষ্যকারের ভূমিকাতেই দেখা যাবে তাঁকে। তবে অবসরের পরেও পুজারা শিরোনামে। সৌজন্যে আইসল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড।

TRIPURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
M.TECH FINAL SPOT ROUND COUNSELING AND ADMISSION NOTIFICATION Dated the 25th August, 2025

A Final spot round open counseling-cum-admission will be conducted on 29-08-2025 at 11:00 A.M. in Multi Utility Hall, ME Department, Tripura Institute of Technology (TIT) for admission to TIT in 1st semester M. Tech. Programs of session 2025-26 to fill up the vacant seats as appeared after 1st spot round of counseling and subsequent admissions. This present counseling is open for all the candidates having B.E. / B. Tech Degree in the relevant branches as given below corresponding to the M.Tech. programs, who could not get themselves admitted in their desired programs till date. However, the candidates who have merit position in TITPGEE-2025, will get preference.

M.Tech Programs	Eligible Branch of Engineering in B.E./B. Tech or Equivalent
Data Science	Computer Science and Engineering, Information Technology, Electronics and Communication Engineering, Electrical & Electronics Engineering. In addition candidates with MCA and M.Sc computer science degree are also eligible to apply.
VLSI and Embedded Systems	Electronics & Tele/Communication Engineering, Electronics Engineering, Electrical & Electronics Engineering, Electronics & Instrumentation Engineering
Thermal Engineering	Mechanical Engineering
Power and Energy System	Electrical Engineering, Electrical and Electronics Engineering.

A separate merit list will be prepared on the day of counseling based on the total marks percentage / CGPA obtained in the B.E. / B. Tech examination and seats will be distributed in this counseling among the eligible candidates strictly on the basis of this merit list.
All intending candidates may appear before the counseling board on above mentioned date and time along with all original documents, set of photocopies and recent photographs. This counseling will be conducted strictly on the basis of merit, reservation policy of State Government where applicable and Tripura University norms. Nominated candidates are advised to report in the admission section of the Institute on 29th and 30th August, 2025 to complete the admission formalities without fail. They are also advised to visit admission portal (https://admissiontit.in/) for further necessary instruction.
ICA/D-844/25 **Principal, TIT**

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/43/2025-26
dated: 21/08/2025
The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIt No.EE-IED/AGT/61/2025-26	998,870.00	19,977.00	90(Ninety) days
2	DNIt No.EE-IED/AGT/62/2025-26	152,443.00	3,049.00	45(Forty Five) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 09/09/2025 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 09/09/2025, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
For and on behalf of the Governor of Tripura
ICA/C-1997/25 **(DHRUBAPADA DEBNATH)**
Executive Engineer,
Internal Electrification Division, PWD (Buildings),
Agartala, West Tripura Contact: 7005285482

ORDER
UNDER SECTION 163 BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS) 2023.
Whereas, reliable reports have been received from the Commandant, 169 Bn, BSF, Bagma, Gomati Tripura that there are apprehensions of the movement of PCJSS & UPDF militants and stealthy infiltration of BD National and Rohingya and members of militant organization from across the border in the International Boundary from BOP Labokant Para to BOP Chaplin Chera (BP No. 2240/44-S to 2262/30-S] of Karbook Sub-Division with intention to commit crime, smuggling and disturb public order.
AND
Whereas, I am satisfied that there are sufficient grounds to impose restriction under section 163 Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023 for ensuring peace, tranquility by preventing designs of anti-national elements and activities of associations inimical to safety and security of general public.
AND
Now, therefore, I, Shri Rinku Lather, IAS District Magistrate, Gomati District, Tripura in exercise of power conferred under section 163 Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 2023 do hereby impose following restriction w.e.f 25 August, 2025 to 24 October, 2025 along the village falling within 300 meters of Indo-Bangladesh Border from BOP Labokant Para to BOP Chaplin Chera [BP No. 2240/44-S to 2262/30-S] of Karbook Sub-Division.
i) Assembly of more than four persons during the period from 1800 hours to 0600 hours of following morning without valid permission of local authority is restricted.
ii) Movement of general public during the period from 1800 hours to 0600 hours of following morning without valid written authority of the SDM, Karbook is completely restricted.
iii) No person shall carry Lathies, Fire Arms
carry Lathies, Fire Arms or any weapons except the police personel/CRPF/BSF etc. on duty.
Police & Security personnel and officials on government duty are excluded from the restriction.
People residing within 300 meters of International Border shall also be excluded from the above restriction.
This order is promulgated with effect from 25 August, 2025 and will remain in force up to 24 October, 2025 in the area covered under the mentioned scheduled below.
Breach of the above order would invite prosecution U/S 223 of BNSS, 2023.
Given under my signature & seal of this court, this 25 day of August, 2025. SCHEDULE:
All villages falling within 300 meters of International Border of Karbook Sub-Division.
(Rinku Lather, IAS) District Magistrate & Collector
ICA/D-840/25 **Gomati District, Tripura.**

ভারত ও ফিজির মধ্যে স্বাস্থ্য, প্রতিরক্ষা জলবায়ু, সহ ৭টি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট:ভারত ও ফিজির মধ্যে আজ নয়াদিল্লিতে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য, মানকীকরণ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং বড় মাপের উন্নয়নমূলক প্রকল্পে যৌথ কাজের লক্ষ্যে চুক্তি। দুই দেশের প্রতিনিধিদল পর্যায়ের বৈঠকের পর যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানান, ফিজির রাজধানী সুভাতে একটি ১০০ শয্যাবিশিষ্ট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল নির্মাণ করবে ভারত। এছাড়া ফিজিতে পাঠানো হবে ডায়ালাইসিস ইউনিট, সি অ্যাম্বুলেন্স এবং স্থাপন করা হবে জন ঔষধি কেন্দ্র, যা সাশ্রয়ী এবং উন্নতমানের ওষুধ সরবরাহে সহায়তা করবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ভারত ও ফিজি সাইবার নিরাপত্তা ও তথ্য সুরক্ষা ক্ষেত্রে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত এবং উভয় দেশই মনে করে যে সন্ত্রাসবাদ মানবজাতির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি আরও জানান, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করতে উভয় দেশ একমত হয়েছে এবং এ বিষয়ে একটি কার্যপরিকল্পনাও প্রস্তুত করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনকে ফিজির জন্য একটি গুরুতর হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করে প্রধানমন্ত্রী জানান, এ বিষয়ে ভারত ও ফিজি নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে যৌথভাবে কাজ করছে। দুই দেশই আন্তর্জাতিক সৌর জোট, দুর্যোগ-সহনশীল পরিকাঠামো জোট এবং গ্লোবাল বায়োফুয়েল অ্যালায়েন্স-এর সদস্য, যা এই সহযোগিতাকে আরও দৃঢ় ভিত্তি দিচ্ছে। ফিজির প্রধানমন্ত্রী সিতিভেনি লিগামামাদা রাবুকা বলেন, তাঁর প্রতিনিধি দল ভারত সফরে এসে যা দেখেছে, শুনেছে এবং যেসব চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে, তা প্রত্যাশার চেয়েও বেশি। তিনি বলেন, ভারত ও ফিজি শান্তি, স্থিতিশীলতা, কল্যাণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে একযোগে কাজ করে চলেছে। ভারত-ফিজি সম্পর্ককে ফিজি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও জানান, গত বছর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ফিজি সফর ফিজির জনগণের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় ছিল।

এই বৈঠক ও চুক্তিগুলি ভারত-ফিজি কূটনৈতিক সম্পর্ককে একটি নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে, বিশেষত স্বাস্থ্য, প্রতিরক্ষা, ডিজিটাল সুরক্ষা ও পরিবেশ রক্ষাএই চারটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে।

পশ্চিম জেলায় বিভিন্ন ছড়া ও নদীর বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট: জল সম্পদ দপ্তর ও নাবার্ডের সহযোগিতায় চলতি অর্থবছরে পশ্চিম জেলার বিভিন্ন ব্লকে ছড়া ও নদী গুলির ৪৩টি স্থানে পাড় ভাঙ্গন রোধক বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই বাঁধের মধ্যে বামুটিয়া ব্লকের লোহর নদীর পাড় বাঁধা সহ একটি আরসিসি ব্রীজ নির্মাণে কাজ শুরু করা হয়েছে। মোহনপুর ব্লকের সোনাই ছড়ার পাড়ও বাঁধা হবে। হেজামারা ব্লক এলাকার আখালিয়া, ব্রহ্মা, সোনাই, ঘড়াই ও মারানি এই ৫টি ছড়া ও নদীর ৯টি স্থানে পাড় বাঁধা হবে। ইতিমধ্যে এই ব্লকের ভারত চৌধুরী ভিলেজের আখালিয়া ছড়ার তিনটি স্থানে পাড় বাঁধার কাজ শুরু হয়েছে।

বেলবাড়ি ব্লক এলাকার হাওড়া নদী ও চাম্পাছড়া নদীর ১২টি স্থানে পাড় বাঁধার কাজ চলছে। ইতিমধ্যে এই ব্লকের চম্পকনগর ও মহারাম সর্দার পাড়া ভিলেজ এলাকার চাম্পাছড়া নদীর পাড় বাঁধার কাজ শেষ হয়েছে। পুরাতন আগরতলা ব্লক এলাকার হাওড়া নদীরও ১২টি স্থানে পাড় বাঁধার কাজ চলছে। জিরানীয়া ব্লক এলাকায়ও হাওড়া নদীর ৪টি স্থানে পাড় বাঁধার কাজ চলছে। মান্দাই ব্লকের ধনাইছড়া, ডাকদু ছড়া ও ঘোরামারা ছড়া ও নদীর ৪টি স্থানে পাড় বাঁধার কাজ চলছে। এই কর্মসূচিগুলির বাস্তবায়নে ১৮ কোটি ২১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮৭১ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে।

২০ হাজার টাকা খরচ, জালে মাছ নেই, মেলাঘরে মৎস্যজীবী সমিতির বিরুদ্ধে "প্রতারণা"র অভিযোগ, তদন্তের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৫ আগস্ট: উৎসবের আমেজে এসে চরম প্রতারণার শিকার হলেন রাজ্যের কয়েকশো মৎস্যজীবী। মেলাঘরের পদ্মঢেপায় অবস্থিত সুপরিচিত মেলাঘর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির "বড়শি বাইস-২০২৫" অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে মাছ না পেয়ে কার্যত খালি হাতে ফিরতে হয়েছে তাঁদের। অভিযোগ, অনুষ্ঠানের ঠিক আগেই লেক থেকে প্রায় সমস্ত মাছ তুলে নেওয়া হয়েছে, যার ফলে জনপ্রতি ১৮-২০ হাজার টাকা খরচ করেও ৫০০ টাকার মাছ পাননি সৌখিন মৎস্যশিকারীরা।

২৪ ও ২৫শে আগস্ট, রবি ও সোমবারের জন্য আয়োজিত এই মাছ ধরার অনুষ্ঠানের জন্য দুদিনের টিকিটের মূল্য ধার্য করা হয়েছিল ৫ হাজার টাকা। এর সাথে মাচা ভাড়া সাড়ে তিন হাজার এবং মাছ ধরার সরঞ্জাম ও খাবার মিলিয়ে এককেজন মৎস্যজীবীর খরচ দাঁড়িয়েছিল প্রায় ১৮ থেকে ২০ হাজার টাকা। দীর্ঘ বছর ধরে চলে আসা এই সমিতির মাছ ধরার অনুষ্ঠানে রাজ্যের দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসেন এবং অতীতে কখনও খালি হাতে ফেরেননি।

কিন্তু এবছর ঘটল তাজ্জব কাণ্ড! ঘণ্টার পর ঘণ্টা বরশি ফেলে বসে থেকেও মাছের দেখা মেলেনি। ক্ষুব্ধ মৎস্যজীবীদের অভিযোগ, তাঁরা খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছেন, অনুষ্ঠানের মাত্র দুদিন আগেই লেক থেকে প্রায় সমস্ত বড় মাছ তুলে নেওয়া হয়েছে। উপস্থিত মৎস্যজীবীরা ক্ষোভের সাথে জানান, 'আমরা গত ১০-১৫ বছর ধরে এখানে আসছি, কিন্তু এমন প্রতারণার শিকার কখনও হইনি। লাইন দিয়ে টিকিট কেটে, এত টাকা খরচ করে ৫০০ টাকার মাছও তুলতে পারলাম না!' আরেকজন বলেন, 'এটা স্পষ্টতই প্রতারণা। আমাদের সাথে পরিকল্পিতভাবে ঠকানো হয়েছে।'

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো,ক্ষুব্ধ ও প্রতারিত মৎস্যজীবীরা সংবাদমাধ্যমের সামনে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এবং এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের প্রশ্ন, যদি লেকে মাছই না থাকে, তবে কেন এত টাকা দিয়ে টিকিট বিক্রি করে তাঁদের সাথে এই প্রতারণা করা হলো? এই ঘটনার জেরে সিপাহীজলা জেলার অন্যতম পুরনো এই সমবায় সমিতির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই এখন বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে।

কণিকা মেমোরিয়াল এবং পেচারথল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট: 'প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযান' এর অধীনে গত ২৩ আগস্ট দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো গর্ভবতী মহিলাদের প্রসূতিকালীন যত্ন নিশ্চিত করা এবং মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার কমানো। কণিকা মেমোরিয়াল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আয়োজিত শিবিরে মোট ২০ জন গর্ভবর্তী মহিলার প্রসূতি পূর্ববর্তী পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। চিকিৎসক ডাঃ ভুবেশ দেববর্মা প্রতিটি মায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষায় রক্তচাপ, ওজন এবং হিমোগ্লোবিনের মাত্রার মতো গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো যাচাই করা হয়। একই সাথে, গর্ভস্থ শিশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কেও মায়েদের সঠিক দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়। এই শিবিরের মাধ্যমে নিরাপদ প্রসব ও স্বাস্থ্যকর জীবনধারা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

একইভাবে, পেচারথল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযান সফলভাবে পরিচালিত হয়। এখানে মোট ৬ জন গর্ভবতী মহিলার প্রসূতি পূর্ববর্তী পরীক্ষা করা হয়। এই শিবিরের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন চিকিৎসক ডাঃ কল্লোল বিশ্বাস। তিনি প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা ছাড়াও গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টি ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন, যা গর্ভাবস্থায় মা ও শিশুর সুস্থ থাকার জন্য অপরিহার্য। প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযান-এর মূল লক্ষ্য হলো প্রতি মাসের ৯ এবং ২৩ তারিখে সমস্ত সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গর্ভবতী মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা। এই কর্মসূচির মাধ্যমে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা দ্রুত চিহ্নিত করে সময়মতো চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হয়। চিকিৎসক ডাঃ ভুবেশ দেববর্মা এবং ডাঃ কল্লোল বিশ্বাস এই কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এই ধরনের কর্মসূচি মা ও শিশু মৃত্যুর হার কমাতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

রাজ্যে এখনও গড়ে ২৩ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট: বিদ্যুৎ ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়এই বার্তা তুলে ধরে ত্রিপুরা বিদ্যুৎ দপ্তর সারা রাজ্যে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে আধুনিকীকরণের পথে এগোচ্ছে। আজ আগরতলার বোধজংনগরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ ৯টি ১৩২ কেভি ট্রান্সমিশন লাইনের এইচটিএলএস কন্ডাক্টর পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই প্রকল্পে ব্যয় হবে প্রায় ১২৬ কোটি ৩৩ লাখ টাকা।

ত্রিপুরা পাওয়ার ট্রান্সমিশন লিমিটেড-এর উদ্যোগে এবং ডোনার মন্ত্রকের বিশেষ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে কাজটি সম্পন্ন হবে।

মন্ত্রী জানান, এই অবকাঠামো উন্নয়ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও দক্ষ করে তুলবে। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন, আগামী ২০৩১-৩২ অর্থবছরে ত্রিপুরার বিদ্যুৎ চাহিদা ৭০০ মেগাওয়াটে পৌঁছাবেএই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই লাইন আধুনিকীকরণ শুরু হয়েছে। আমরা এখন লাইন পরিবর্তন করছি, এবং এক বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ কাজ শেষ হবে। এই ৯টি লাইন পরিবর্তিত হবে, যার ফলে চাহিদা বাঁচানো সম্ভব হবে।

মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, ২০১৮ সালের আগে রাজ্যে ১২টি ১৩২ কেভি সাবস্টেশন ছিল, যা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০-এ। আরও দুটি নতুন সাবস্টেশন তৈরি হচ্ছে। একইভাবে ৩৩ কেভি সাবস্টেশনের সংখ্যা ৪৪ থেকে বেড়ে হয়েছে ৭৫। বর্তমানে রাজ্যে গড়ে ২৩ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। তবে বিদ্যুৎ চুরি, অতিরিক্ত লোড, ঝড়ঝঞ্ঝা এবং অন্যান্য নানা কারণে অনেক সময়ই নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ ব্যাহত হয়।

উদাহরণ টেনে মন্ত্রী বলেন স্কুল তিন দিন বন্ধ থাকলে তেমন সমস্যা হয় না, কিন্তু বিদ্যুৎ এক ঘণ্টার জন্যও বন্ধ হলে বিশাল অসুবিধা দেখা দেয়।

তিনি আরও বলেন, 'আগে ট্রেন কয়লার উপর নির্ভরশীল ছিল, পরে ডিজেল এলো, যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। এখন বৈদ্যুতিক ট্রেনের যুগ শুরু হচ্ছে। ভবিষ্যতে যানবাহনও ক্রমে বৈদ্যুতিক হয়ে উঠবে। গ্যাস বা ডিজেলভিত্তিক যানবাহনের উপর নির্ভরতা কমে আসবে। তাই আমাদের সৌরশক্তির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। আমরা পিএম সূর্য ঘর প্রকল্প চালু করেছি, কারণ গ্যাস একদিন শেষ হয়ে যাবে। নবায়নযোগ্য শক্তির দিকেই এখন এগোতে হবে।"

তিনি আরও জানান, শুধু সরকারের উদ্যোগ যথেষ্ট নয়, মানুষকেও স্বনির্ভর হতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ও সুবিধা গ্রহণ করা জরুরি। স্মার্ট মিটার সেই আধুনিকতারই একটি অংশ, যা সবার জন্য উপকার বয়ে আনবে।

এই আধুনিকীকরণের আওতায় যে নয়টি ট্রান্সমিশন লাইন পুনর্নির্মাণ করা হবে সেগুলো হলো বোধজংনগর থেকে সুর্য্যমনিনগর, সুর্য্যমনিনগর থেকে সুর্য্যমনিনগর লিলো পয়েন্ট, সুর্য্যমনিনগর থেকে বোধজংনগর, পি.কে. বারী থেকে পি.কে. বারী লিলো পয়েন্ট, আমবাসা থেকে মনু (পি.কে. বারীর মাধ্যমে), পি.কে. বারী থেকে কুমারঘাট, আমবাসা থেকে কমলপুর, রুখিয়া থেকে উদয়পুর এবং রবীন্দ্রনগর থেকে নিপকো মনারচাক।

এই অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ মন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন ঝর্ণা রানি দাস, শান্তিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গোপা দাস, আর.কে. নগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অনু চন্দ্র দাস, টিএসইসিএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিশ্বজিৎ বসু এবং টিপিটিএল -এর জেনারেল ম্যানেজার রঞ্জন দেববর্মা।

গাড়ি ও স্কুটির সংঘর্ষে গুরুতর আহত এক

আগরতলা, ২৫ আগস্ট: আজ দুপুরে আর.কে. নগরের নব চন্দ্র চৌমুহনী এলাকায় একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। যেখানে একটি দ্রুতগতির গাড়ি ও একটি স্কুটির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে স্কুটির চালক গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গেই জিবি হাসপাতাল নেওয়া হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, গাড়ি চালক যথারীতি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁর গাড়িতে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতায় স্কুটিচালক রাস্তায় ছিটকে পড়েন এবং তাঁর মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর আঘাত লাগে।

দুর্ঘটনার পর গাড়ির চালকের উপস্থিতিতে স্থানীয় মানুষজন তৎপরতার সঙ্গে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে।

এ ধরনের দুর্ঘটনা থেকে সচেতনতা ও ট্রাফিক নিয়ম মানার গুরুত্ব আবারও প্রমাণিত হলো বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

প্রদেশ সভাপতির ৩ বছর পূর্তি মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগষ্ট।। প্রদেশ সভাপতি পদে ৩ বছর পূর্তি হয়েছে সাংসদ তথা প্রদেশ বিজেপি'র সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্যের। এই উপলক্ষ্যে তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা।

এদিন সামাজিক মাধ্যমে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি বলেন, ২০২২ সালের ২৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মার্গদর্শনে এবং সর্বভারতীয় সভাপতি জে.পি. নাড্ডার আর্শীবাদে আমাকে ভারতীয় জনতা পার্টি, ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল।আজ সেই দায়িত্বের তিন বছর পূর্ণ হলো।

তিনি আরও বলেন, এই সময়ে সংগঠনকে শক্তিশালী করা এবং একাধিক নির্বাচনে বিজয় অর্জন আমাদের কার্যকর্তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। এই বিশেষ দিনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা মহোদয় আমাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান।

একই রাতে খোয়াইয়ের দুটি বিদ্যালয়ে চুরি

আগরতলা, ২৫ আগস্ট: একই রাতে খোয়াই জেলায় পরপর দুটি বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনা ঘটল। চুরির কবলে পড়েছে নর্থ চেবরি ইচ্ছাময়ী নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় ও চেবরি সরকারি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সমগ্র এলাকায়।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, চোরেরা বিদ্যালয়ের মোট ১১টি আলমারি ও ১৭টি তালা ভেঙে দেয়। তবে ঠিক কী কী সামগ্রী চুরি হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা জানিয়েছেন, ক্ষয়ক্ষতির সঠিক হিসাব করতে সময় লাগবে।

ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। ধারাবাহিক এই চুরির ঘটনার ফলে আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। পুলিশের দাবি, খুব শিগগিরই এই চুরির সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

পেচারথল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৮০ বছরের বৃদ্ধার সফল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট: ঊনকোটি জেলার অধীন কুমারঘাট মহকুমা এলাকার পেচারখল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ কল্লোল বিশ্বাস ৮০ বছর বয়সী কস্তুপতি চাকমা নামে এক মহিলার পিঠে সফল অস্ত্রোপচার করে জীবন বাঁচিয়েছেন। পেচারখল এলাকার এই কস্তুপতি দেবী দীর্ঘদিন ধরে পিঠের এক পাশে একটি বড় মাংসপিণ্ড (লিপোমা) নিয়ে যন্ত্রণায় ভুগছিলেন, যা তাঁর দৈনন্দিন জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল।

তিনি পিঠের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে পেচারথল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসকের কাছে আসেন। পেচারথল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ কল্লোল বিশ্বাস মহিলার শারীরিক অবস্থা দেখে দ্রুত অস্ত্রোপচারের জন্য বলেন এবং জেলা হাসপাতালে গিয়ে এই অস্ত্রোপচার করার জন্য পরামর্শ দেন। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে জেলা হাসপাতালে গিয়ে অস্ত্রোপচার করানো সম্ভব নয় বলে জানান মহিলা। এদিকে মহিলার শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে পেচারথল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রেই ডাঃ বিশ্বাস নিজেই অস্ত্রোপচার করার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর গত ১৩ আগস্ট ডাঃ বিশ্বাস মহিলার পিঠে সফল অস্ত্রোপচার করেন। এই অস্ত্রোপচারের পর তাঁর যন্ত্রণা দূর

বহিরাজ্য থেকে রাজ্যে প্রবেশের পথে উদ্ধার ৩ কোটির এসকফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৫ আগস্ট।। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ত্রিপুরায় পাচারের সময় অসম চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোস্টে আটক প্রচুর পরিমাণ নেশার সিরাপ এসকফ। ধৃত গাড়ির চালক ও সহচালকও।

বিবরণে প্রকাশ, সোমবার দুপুর দুইটা নাগাদ পশ্চিমবঙ্গ থেকে ত্রিপুরার আগরতলার উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় ত্রিপুরায় প্রবেশের মুখে অসম চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোস্টের নাকা পয়েন্টে ডাব্লিউবি-২৫-এন - ৪৩৭০ নম্বরের ৭০৯ গাড়ি আটক করে পুলিশ তল্লাশি চালায়। এতে ট্রান্সপোর্টের গাড়ির মধ্যে থাকা বিভিন্ন খুচরো পণ্য সামগ্রীর আড়ালে তেলের টিনের ভেতর লুকায়িত প্রচুর পরিমাণ এসকফ সিরাপ দেখতে পায় পুলিশ। পরে ওই টিনগুলো কেটে বিপুল পরিমাণ এসকফ জব্দ করা হয়। ৩৯০টি টিনের ভেতর মোট ৩০৪২০ হাজার নেশার সিরাপ এসকাফ জব্দ করা হয়, যার কালোবাজারি মূল্য প্রায় তিন কোটি টাকা বলে জানান ইনচার্জ প্রনব

মিলি। সঙ্গে গাড়ির চালক সামিনুর ইসলাম ও সহচালক শেখ আলামিনকে পুলিশ আটক করেছে। দুজনের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চবিবশ পরগনায় দেওগঙ্গা থানাধীন শিমুলিয়া গ্রামে। ধৃত দুই জনের বিরুদ্ধে অসম পুলিশ এনডিপিএস আইনের সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করে তল্লাশি অব্যাহত রেখেছে।

অপরদিকে পুলিশি জেরায় চালক সামিনুর ইসলাম জানায়, বিগত দুই বছর পূর্বেও একইভাবে কলকাতা থেকে নেশার সিরাপ নিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশের সময় অসম গেটে ধরা পড়ে এবং পরবর্তী সময়ে দু বছর জেল খেটে পুনরায় বের হয়ে এসে নেশার সিরাপ নিয়ে ত্রিপুরা প্রবেশ করছিল সে। পুলিশের চোখে ধুলো দিতেই এই নিত্যনতুন পন্থা অবলম্বন করছে নেশা ব্যপারীরা।

ধর্মনগরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আবির্ভাব দিবস উদযাপন, উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিংকু রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৫ আগস্ট: ধর্মনগরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আবির্ভাব দিবস উদযাপন করা হয় সোমবার। ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ৬১তম আবির্ভাব দিবস। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ স্থাপিত হয়েছিল ১৯৬৪ সালের ২৪ আগস্ট। দিনভর নানা কর্মসূচির মধ্যে সকালে কচিকাঁচাদের জন্য অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং সন্ধ্যা ছয়টা থেকে শুরু হয় ধর্মীয় সম্মেলন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা ও শ্রমমন্ত্রী টিঙ্কু রায়। এছাড়াও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ধর্মীয় প্রচারক পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা যোগ দেন। ভারত মাতা ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতিতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মন্ত্রী টিঙ্কু রায়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই শিশুদের নৃত্য পরিবেশনা সকলকে মুগ্ধ করে। এরপর বক্তব্য রাখেন ধর্মনগর ইসকন মন্দিরের সভাপতি এবং পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল। তিনি হিন্দুত্বের আদর্শে আগামী দিনে হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি কাশ্মীরের হিন্দু পণ্ডিতদের বাস্তুচ্যুত হওয়া এবং বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর অব্যাহত আক্রমণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন।মন্ত্রী টিঙ্কু রায় তাঁর বক্তব্যে জানান, ভারত সরকার ইতিমধ্যেই দুই হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানকে নতুন রূপে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে। পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্যেও প্রায় আড়াইশো কোটি টাকা ব্যয়ে বহু মন্দিরের সংস্কারকাজ চলছে। তিনি হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান

খোয়াই নদীর ভাঙন রোধে প্রায় দুই কোটি টাকার বোল্ডার বসানো হবে নদীর পাড়ে, যাতে কৃষিজমি রক্ষা পায়, জানালেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ আগস্ট: দীর্ঘ ৩৫ বছরের কংগ্রেস ও সিপিআইএম শাসনে বঞ্চিত বাইশগরিয়ার কৃষকেরা এবার উন্নয়নের ছোঁয়া পেলেন। খোয়াই নদীর ভাঙনে একের পর এক জমি নদীগর্ভে হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন এলাকার বহু কৃষক। অভিযোগ, এত বছর ধরে শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও সমাধান মেলেনি।

এবার সেই দীর্ঘ বঞ্চনার অবসান ঘটাতে উদ্যোগী হলেন ২৯ কৃষ্ণপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তিনি বিজেপির ১৩ ও ১৪ নং বুথে ঘরোয়া সভায় যোগ দিয়ে কৃষকদের স্বার্থে একগুচ্ছ পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেন। মন্ত্রী জানান, খোয়াই নদীর ভাঙন রোধে প্রায় দুই কোটি টাকার বোল্ডার বসানো হবে নদীর পাড়ে, যাতে কৃষিজমি রক্ষা পায়। কৃষকদের জন্য তৈরি হবে আধুনিক কৃষক বিশ্রামাগার, যেখানে চাষিরা রোদ-বৃষ্টি থেকে আশ্রয় নিতে পারবেন।শুধু তাই নয়, স্থানীয় সমস্যাগুলির মধ্যে রাস্তাঘাটের দুরবস্থা সহ নানা অভিযোগ সরেজমিনে শোনেন মন্ত্রী। আশ্বাস দেন দ্রুত সমাধানের।

১৪ নং বুথে মহিলাদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি রাজ্য সরকারের একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেনঅন্ত্যোদয় পরিবারের দুই কন্যা সন্তানের বিবাহের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা।পরিবারের অভিভাবক মৃত্যু হলে ১০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ।প্রতিবন্ধী ভাতা ২০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০০ টাকা।মন্ত্রী বুথ সদস্যদের নির্দেশ দেন, "একটিও যোগ্য পরিবার যেন এসব প্রকল্পের বাইরে না থাকে।"বাইশ গরিয়ার কৃষক থেকে সাধারণ মানুষসবাই আশা দেখছেন এই ঘোষণায়। বহু বছরের অবহেলা ও বঞ্চনার অন্ধকার থেকে কৃষ্ণপুরের কৃষি সমাজ যে এবার উন্নয়নের আলোর পথে হাঁটছে, সেই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল রবিবারের এই সভার পর।

৯ দফা দাবিতে আগরতলা পুর নিগমের নিকট ডেপুটেশন দিল এসইউসিআই, শহরের বেহাল পরিস্থিতি নিয়ে উঠল একাধিক অভিযোগ

আগরতলা, ২৫ আগস্ট: শহরের নাগরিক সমস্যা ও পরিষেবা ঘাটতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে ৯ দফা দাবির ভিত্তিতে আগরতলা পুর নিগমের এসইউসিআই। সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, পুর নিগমের গাফিলতির কারণে শহরের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে যার প্রভাব পড়ছে সাধারণ নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে।

এদিন এসইউসিআই-এর এক প্রতিনিধি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, নাগরিকরা সময়মতো কর প্রদান করলেও তারা পরিষেবা পাচ্ছেন না। মশার উপদ্রব, নোংরা আবর্জনা, জল জমে থাকা এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব প্রমাণ করে পুর নিগমের চূড়ান্ত ব্যর্থতা। তিনি আরও বলেন, শুধু তাই নয়, পুর নিগমের গাড়িগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে শহরে ট্রাফিক জ্যাম এবং বায়ু দূষণ মারাত্মকভাবে বেড়ে গিয়েছে। নিগম নিজেই পরিবেশ দূষণের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ডেপুটেশনে উত্থাপিত ৯ দফা মূল দাবিগুলো হল, মশার উপদ্রব নির্মূলের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, বিশেষ করে জল জমে থাকা এলাকাগুলিতে ওয়ার্লি এবং ব্লিচিং পাউডার ছড়ানোর কাজ ত্বরান্বিত করা। নিয়মিত আবর্জনা সাফাই ও শহরের প্রত্যেক ওয়ার্ডে পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাস্টবিন বসানো, বিশুদ্ধ পানীয় জলের নিশ্চয়তা বহু এলাকায় এখনও পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন নাগরিকরা, হরের প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসক নিয়োগ ও ওষুধ সরবরাহের সুব্যবস্থা।

তাছাড়া, জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ বর্ষাকালে শহরের রাস্তাঘাটে জল জমে জনদুর্ভোগ চরমে পৌঁছায়, ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নতি এবং পুর নিগমের গাড়ির দূষণ নিয়ন্ত্রণে আনা, বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। এসইউসিআই নেতৃত্বের দাবি, যদি এই দাবিগুলি দ্রুত পূরণ না করা হয়, তবে সংগঠন আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে। আগরতলা শহরের নাগরিকরা দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত, কিন্তু প্রশাসন নির্বিকার বলে অভিযোগ।

সংগঠনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দিনে ওয়ার্ডভিত্তিক জনমত সংগ্রহ অভিযান চালানো হবে এবং সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে পুরনিগমে গণচাপ সৃষ্টি করা হবে।

সরকারি ন্যায্যমূল্যের দোকানে নাশকতার আগুন

আগরতলা, ২৫ আগস্ট: রাতের আঁধারে সরকারি ন্যায্যমূল্যের দোকানে নাশকতার আগুন ঘিরে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে তেলিয়ামুড়া মাইগঙ্গা নতুন বাজার এলাকায়। জানা যায়, গতকাল গভীররাত প্রায় ২টা নাগাদ কে বা কারা সরকারি রেশন দোকানে আগুন লাগানোর চেষ্টা করে। স্থানীয় ব্যক্তিদের উপস্থিতি লক্ষ্য করে পালিয়ে যায় এক ব্যক্তি। রেশন

দোকানের মালিক জানিয়েছেন, তিনি সকালে এসে দেখতে পান রেশন দোকানের দরজায় আগুন লাগানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। বেশ কিছুটা জায়গা আগুনে পুড়েও গেছে। স্থানীয়দের তৎপরতায় অল্পতেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনায় কে বা কারা যুক্ত রয়েছে সেই সম্পর্কে কিছুই জানেন না বলে জানিয়েছেন রেশন দোকানের মালিক। রাতের অন্ধকারে এধরনের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas